লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮৩ বর্ষ | ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ১১ মহরম, ১৪৪২ হিজরি | ৩১ জহুর, ১৩৯৯ হি. শা. | ৩১ আগস্ট, ২০২০ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

*The Baitul Ikram Mosque*
*(The House of Honour) in Leicester, England*

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

## ঢাকা ও চট্টগ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী ২০২০ উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (আই.)-এর নিম্নোক্ত দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী বাংলাদেশের সকল আহমদীকে পালনের অনুরোধ করেছেন।

১ প্রত্যেক সপ্তাহে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামা'তে স্থানীয়ভাবে সপ্তাহের সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার নির্ধারণ করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফযরের আগ পর্যন্ত) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার উপলব্ধি করে পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা: ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান: ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ: কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতূবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ: আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ: আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দরূদ শরীফ। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

*-তরবিয়ত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত*

# সম্পাদকীয়

## বিরোধিদের আরোপিত মিথ্যা কদর্য বাক্যবাণ ও নিপীড়নমূলক কষ্ট-দুর্ভোগের বাস্তবতায় একজন আহমদী মুসলিমের করণীয়

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই রকম সমস্যা রয়েছে যেমনটি ছিল মহানবী (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের জন্য। সুতরাং প্রথম এবং সর্বাগ্রের সমস্যাটি হল কোনও ব্যক্তি যখন এই জামা'তে যোগদান করেন তখন জামা'তগত পরিচিতি পৃথক হয়ে যাওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এমনকি বাবা-মা এবং ভাই-বোনেরা পর্যন্ত বৈরী হয়ে ওঠেন। তারা সহনশীল থাকে না এবং জানাজার নামাযও আদায় করতে চায় না।

এ জাতীয় অনেক সমস্যাদি রয়েছে। জানা কথা যে দুর্বলচিত্তের কিছু লোকজনও রয়েছেন এবং তারা এ জাতীয় অসুবিধার মুখোমুখি হলে ঘাবড়ে যান। তবে মনে রাখা উচিত যে এই ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। নবী-রাসূলগণকেও এ জাতীয় অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এবং তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থার কারণে সমাজ ব্যবস্থায় তা পবিত্র পরিবর্তন সংঘটিত করেছিল।

বিগলিত অন্তরে দোয়ায় রত থাকতে হবে, সুতরাং এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এমন কষ্টকর দুর্ভোগের মুখে পড়লে নবী-রাসূলগণকে অনুসরণ করে ধৈর্যের পথে চলতে হবে, এতে কোন ক্ষতি হবে না, ইনশা'আল্লাহ্। সত্য গ্রহণের কারণে যে বন্ধুটি ছেড়ে চলে যায় সে সত্যিকারের বন্ধু নয়; নাহলে তাকে সাথে থাকতেই দেখা যেতো। প্রয়োজনকালে যারা বন্ধু'কে নিঃসঙ্গাবস্থায় একা ছেড়ে চলে যায় এবং নিজেকে বন্ধু থেকে পৃথক করে নেয় কেবল এ কারণে যে; বন্ধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত জামা'তে যোগদান করেছে; তাহলে বন্ধুত্বের কী স্বাক্ষর সে রাখল!

এমন দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সাথে পাল্টা দুষ্টামি বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা যাবে না, বরং একান্তে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে যাতে আহমদী মুসলিমদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহভাণ্ডার থেকে যেমনটি দিয়েছেন তাদেরকেও যেন তিনি সেই কল্যাণরাজি দ্বারা অনুগৃহীত করেন। কষ্ট ও দুর্ভোগ প্রপীড়িত প্রতিটি আহমদী মুসলিমকে আল্লাহ্ তা'লা এমনই অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করুন। আমীন!

মনে রাখতে হবে এ ঐশী জামা'ত জগতে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি; তাই প্রতিটি আহমদী মুসলিমকে উত্তম উদাহরণ এবং ভাল আচরণ দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে তিনি সঠিক পথ অবলম্বন করছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে সমস্ত ধরণের কুফল ও অশান্তি এড়িয়ে এবং ধৈর্য ধারণ করে চলতে পারা যায়।

এমনকি নির্যাতন নিপীড়নমুলক কটু কথা শুনেও, মন্দকে প্রতিহত করতে হবে ভালোর দ্বারা, কেউ দুরভিসন্ধিমূলক আচরণ করে মন্দকর্মে উস্কানি দিলে উত্তম হবে মৃদু প্রতিক্রিয়ার সাথে সাড়া দিয়ে এমন জায়গা থেকে সরে আসা। কোন কোন ক্ষেত্রে কখনো এমন ঘটে থাকে যে, কোনও ব্যক্তি প্রচণ্ড উৎসাহের সাথে বিরোধিতা করে এবং বিরোধী ধারার এমনই মন্দ পদ্ধতি অবলম্বন করে যা আহমদী মুসলিমদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গতে প্ররোচণা দেয় তবে এমন উস্কানিতেও বিনম্র সদাচরণই করতে হয়। এতে কদাচারি ঐ ব্যক্তি নিজ মন্দ আচরণ ও কদর্য ব্যবহারের মোকাবিলায় যখন বিনম্র প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে তখন সে নিজেই নিজেকে লজ্জায় ফেলে আর সে তার মন্দকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং অনুশোচনা শুরু করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম আহমদী মুসলিমদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, "তোমাদেরকে আমি সত্যি বলছি, ধৈর্য হারাবে না। ধৈর্যের অস্ত্র এমন যে ধৈর্য থেকে উৎসারিত নেককর্ম এমন কাজটিই সাধন করে যা কামান থেকে ছুঁড়ে দেয়া গোলাবারুদেও হয় না, ধৈর্যই মানবহৃদয়কে জয় করে"। *(আল-হাকাম,৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)*

# সূচিপত্রে

১৫ ও ৩১ আগস্ট ২০২০


| | |
|---|---|
| **কুরআন শরীফ** | ৩ |
| **হাদীস শরীফ** | ৪ |
| **অমৃতবাণী** | ৫ |
| **ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)** | ৬ |
| যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ আগস্ট, ২০২০ মোতাবেক ০৭ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** | ৮ |
| **সুদ-ব্যবস্থা বনাম ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান**<br>*হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তফসীরে কবীরের আলোকে* | ২০ |
| **কারবালার ঘটনা এবং এর প্রেক্ষাপট**<br>মওলানা সালেহ আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ্ | ২৫ |
| **দাজ্জাল হত্যার প্রকৃত রহস্য নেপথ্যের ইয়াজুয-মা'জুয** | ৩৩ |
| **বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়**<br>কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ | ৩৪ |
| **বিবাহ সংবাদ** | ৩৫ |
| **কোভিড-১৯ মানবের প্রতি ঐশী ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলেই প্রতীতী জন্মে**<br>মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন | ৩৬ |
| **কবিতা:**<br>**ফরিয়াদ**<br>খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম | ৩৯ |
| **সংবাদ** | ৪০ |
| **শোক সংবাদ** | ৪০ |


পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন
**www.theahmadi.org**
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
**pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com**

# কুরআন শরীফ

## সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এ হল তাদের প্রতিফল (অর্থাৎ) জাহান্নাম। কারণ তারা অস্বীকার করেছিল এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রসূলদের ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য আপ্যায়নরূপে রয়েছে ফেরদাউসের জান্নাতসমূহ।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ থেকে তারা কখনো পৃথক হতে চাইবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١١٠﴾

১১০। তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য সাগর কালিতে পরিণত হলেও আমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগরের (পানি) শেষ হয়ে যাবে। এমনকি আমরা সাহায্যরূপে এরূপ আরও (সাগর) নিয়ে এলে (তা-ও শেষ হয়ে যাবে)[১৭৩৬]।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١١﴾

১১১। তুমি বল, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (তবে পার্থক্য হল,) আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের উপাস্য কেবল একজনই উপাস্য। অতএব যে-ই তার প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাৎ (লাভ করতে) চায় সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করে[১৭৩৭]।'

---

১৭৩৬। পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জাতিগুলো তাদের উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গর্ব বোধ করে এবং তারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ভেবে পরিশ্রম করে যে তারা সৃষ্টির রহস্য উৎঘাটন করতে কৃতকার্য হয়েছে।

১৭৩৭। বর্ণিত হয়েছে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, এই সূরার প্রথম এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এও প্রতীয়মান হয় যে, দাজ্জাল, ইয়া'জূজ ও মাজূজ এক এবং অভিন্ন সম্প্রদায় অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বর্তমান খ্রিষ্টান জাতিসমূহ। দাজ্জাল নির্দেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপক অনিষ্টকর ধর্মীয় প্রচারণাকে এবং ইয়া'জূজ ও মাজূজ নির্দেশ করে তাদের পার্থিব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্যকে।


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

**"পাক্ষিক আহমদী"** পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। **মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ বিকাশ করতে পারেন।** ওয়াসসালাম।

খাকসার,

**সেক্রেটারী ইশায়াত**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# হাদীস শরীফ

# মিথ্যাচারিতা খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়

*কুরআন:*

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

"তোমরা মূর্তিপূজার শিরক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" *(সূরা হজ্জ: ৩১)*

*হাদীস:*

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা পরিহার করো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন।"** *(বুখারী)*

*ব্যাখ্যা:*

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা, মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া– এই তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে নিয়ে তাঁর অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং নিজ আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। মহানবী (সা.) বলেছেন: শিরক, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

**মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না।**

**যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। হায় পরিতাপ! হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানে না যে, আল্লাহ্‌র আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু মনে করে।**

**এজন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতার সাদৃশ্য করেছেন।**

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, প্রকৃতবিষয় হল, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না।

যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। হায় পরিতাপ! হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানে না যে, আল্লাহ্‌র আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু মনে করে।

এজন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতার সাদৃশ্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

*আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ*
মুরব্বী সিলসিলাহ

# অমৃতবাণী

## খোদা তা'লার সাহায্যেই খোদা তা'লাকে লাভ করা যায়

**–হযরত ইমাম মাহদী (আ.)**

খোদার নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকে দেন না; কেবল তাদেরকেই দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদের (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম যাহের। যারা তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি দান করেন, স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নিঃসঙ্গ বন্ধুর উপসনা করে এবং তার সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চান।

মানুষ খোদার উপসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা? কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, যাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার নিজের সত্তা মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অতঃপর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের-বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে, যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁর বিরহ-বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁর সাথে একান্তে স্বস্থি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায়, তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তা'লার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তা'লা এই দোয়া শিখিয়েছেন: **ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন–** অর্থাৎ আমরা তোমার উপসানা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই **'বেলায়েত'** (বন্ধুত্ব)। এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর উপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর-আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবত অত্যন্ত তিক্ত একটি শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। কিন্তু সব কিছুর উপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐমর্যাদা, যা সিদ্দিকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত, যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যেব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।

*(হাকীকাতুল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

# ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)
# (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ**
**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)**

*(৪৪তম কিস্তি)*

আমার দাবী যা ইল্‌হাম ইলাহী বা ঐশীবাণীমূলে সৃষ্ট ও কুরআন করীমের সাক্ষ্যপ্রমাণে সমুজ্জ্বল হয়েছে এবং সহীহ্ হাদীসাবলীর ধারাবাহিক সমর্থনে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি দৃশ্যমানভাবে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে সেটি এ-ই যে, ইঞ্জিলবাহক রসূল ও নবী হযরত ঈসা-ইবনে-মরিয়ম মৃত্যুবরণের মাধ্যমে এ নশ্বর জগৎ ত্যাগ করে চিরস্থায়ী পারলৌকিক জগতের অন্তর্ভুক্তদের মাঝে উপনীত হয়েছেন এবং পার্থিব উপাদান, গুণ ও বৈশিষ্ট্য সব ত্যাগ করে ঐসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য ধারণ ও উপভোগে অভিসিক্ত হয়েছেন যা কেবল তারাই পেয়ে থাকে যারা মারা যায় এবং মৃত্যুর সেতু পার হয়ে প্রকৃত প্রভুর সান্নিধ্যে উপনীত হয়। নিঃসন্দেহে যে-ব্যক্তি এ পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরকালীন লোকদের সাথে মিলিত হয়, আর পার্থিব স্বাদ উপভোগমূলক সব উপকরণ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে পারলৌকিক আস্বাদন মূলক গুণ ও বৈশিষ্ট্য ধারণে অভিসিক্ত হয় আর এ পার্থিব জগতে কার্যকর ফলাফল-মুক্ত হয়ে পরকালীন অপরিবর্তনীয় জীবন ধারণ করে এবং পার্থিব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করে পারলৌকিক জগতে বিরাজমান হয় সে-ব্যক্তিকে পরলোকগত (বা মৃত) বলা হয়। নিঃসন্দেহে মৃত্যু নামে অভিহিত এ অলঙ্ঘনীয় পরিবর্তন হযরত মসীহ্‌র এ জগতে থাকা কালীন জীবনে আপতিত হয়েছে এবং উল্লিখিত পরিবর্তনটির আবশ্যকীয় উপাদানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অপরাপর ঐ ভাইদের চেয়ে কোন অংশে কম বা পিছিয়ে নন, যারা মৃত্যুবরণের পর এ পৃথিবী ও তন্নিহিত সবকিছু ত্যাগ করে পরকালে উপনীত হয়েছে। তাদের নিম্নরূপ বিশেষ আলামত বা চিহ্নাবলী হয়ে থাকে। তারা না নিদ্রা যায়, না এ পার্থিব জগতের পানাহার গ্রহণ করে, না অসুস্থ হয়, না তাদের মল-মূত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়। আলোর জন্য তারা সূর্য ও চন্দ্রের মুখাপেক্ষী নয়। তাদের উপর সময়-কালের প্রভাবও পড়ে না। তারা বায়ু দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসও গ্রহণ করেন না এবং কোনো আলোর মাধ্যমে তাদের দেখতে হয় না। আর তেমনি বায়ুর মাধ্যমে তারা শোনেন না, সোঁকেনও না। প্রজনন ও বংশবিস্তারে সক্ষম হন না। মোটকথা, এক পরিপূর্ণ বিপ্লব তাদের ওপর ঘটে যায়। এটিই মৃত্যু নামে অভিহিত। তাদেরকে অবশ্য দেহ দান করা হয়, কিন্তু সেই দেহ এ পৃথিবীর গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নয়। তারা বেহেশ্‌তে পানাহারও করেন। সেগুলো কিন্তু এ পৃথিবীর আহার্য ও পানীয় নয়, জড়দেহ যার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বরং সেগুলো এমনসব নেয়ামত যা কোন চক্ষু দেখে নি, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নি এবং কোন হৃদয় কখনও অনুভব করে নি। এখন প্রশ্ন হল, হযরত মসীহ্ (আ.) যদি মৃত্যুবরণ করে না থাকেন এবং পার্থিব (জড়দেহ বিশিষ্ট) জীবন সহ কোন আকাশে উপবিষ্ট রয়েছেন, তবে কি জড়দেহের সবগুণ ও বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান? যা সেখানে অবস্থিত অন্যান্যদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় না? তিনি কি কখনও নিদ্রা যান ও কখনও জাগ্রত হন এবং প্রয়োজনীয় সময়ে মল-মূত্র ত্যাগ করেন? প্রয়োজনে নখ কাটেন ও মাথা মুণ্ডন বা চুল কর্তন করেন? তাঁর শোয়ার জন্য সেখানে কি কোন খাট ও বিছানাও রাখা আছে? তিনি কি সময় বা যুগের প্রভাবে এখন বৃদ্ধে পরিণত? তবে নিঃসন্দেহে এর উত্তর এটাই দেয়া হবে যে, পার্থিব অস্তিত্বের আবশ্যকীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। বরং তিনি হুবহু তাঁদের মত, তাদের সদৃশ যাঁরা মৃত্যুবরণ করার কারণে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে এসেছেন। তিনি বরং পরলোকগতদের দলভুক্ত এবং তাঁদেরই সব বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন অবলম্বন করেছেন। বরং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং **"ইরজিয়ী ইলা রাব্বিক"**– ঐশী আদেশে **"ফাদখুলি ফি ইবাদি"** (সূরা আল-ফজর: ৩০, ৩১)-এর প্রতীক হয়েছেন। অতএব, এখনও যদি হযরত মসীহকে পরলোকগত বা মৃত বলা না হয় তবে তাঁকে আর কী-ই বা বলা হবে?! এটা স্পষ্ট যে, 'আলম' বা জগৎ দুইটি। একটি এই পৃথিবী। যতক্ষণ মানুষ এই আলম বা পৃথিবীতে বেঁচে থাকে এবং এই জগতের আবশ্যকীয় উপাদানাদি যেমন, পানাহার, পরিধান, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, জাগরণ ও নিদ্রাগমন এবং ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের কারণে পরিবর্তনশীলতা ওতপ্রোতভাবে তার সাথে জড়িত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জীবিত বলে অভিহিত হয়। আর যখন উল্লিখিত এসব উপকরণ অপসারিত হয়, দূর হয়ে যায় তখন সবাই বলে ওঠে যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। আর কেবল মৃত্যুর কারণে তার মধ্যে আরেক জগত তথা পরকালের আবশ্যকীয় উপাদানাদি সৃষ্টি ও সক্রিয় হয়। বরং অটল সত্য এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ যে-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তার ওপর ঐ শ্রেণীর বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। খোদা তা'লা কুরআন করীমে বলেন যে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করা ব্যতিরেকে পরলোকগতদের

শ্রেণিভুক্ত হতে পারে না। কিন্তু সহীহ্ বুখারীর সূত্রেও সবাই জ্ঞাত যে, হযরত মসীহ্ (আ.) নিঃসন্দেহে পরলোকগতদের দলভুক্ত এবং হযরত ইয়াহ্ইয়া-বিন- যাকারিয়ার সাথে দ্বিতীয় আকাশে বিদ্যমান। আর খোদা তা'লা এ-ও বলেন, 'কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ ছাড়া আমার দিকে আসতে পারবে না।' কিন্তু নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ আল্লাহ্‌র দিকে উত্থিত হয়েছিলেন। অতএব তিনি অবশ্যই মারা গেছেন। খোদা তা'লা তাঁর পাক কালামে হযরত মসীহ্‌কে সম্বোধন করে বলেন: **"ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া।"** *[(সূরা আলে ইমরান: ৫৬) অর্থ: 'নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাত (মৃত্যু) দিব এবং আমার দিকে উঠাব' –অনুবাদক]*

অতএব, **'মুতাওয়াফ্‌ফি'** শব্দটি যে সাধারণ অর্থে সমগ্র পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি এই যে, (সব মানুষের ক্ষেত্রে) আত্মাকে 'কব্‌য' বা ধারণ করা এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় ছেড়ে দেয়া। কিন্তু কেবল হযরত ঈসার বেলায় দেহকে ধারণ অর্থ করা কি চরম গোঁড়ামী নয়?!

আমরা কি বিশেষভাবে ঈসা (আ.)-এর জন্য কোন নতুন অভিধান বানাতে পারি যা কখনও আল্লাহ্ ও রসূলের কালামে ব্যবহৃত হয় নি এবং আরবের কবি সাহিত্যিক ও ভাষাবিদরাও ব্যবহার করে নি?! অতএব, 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের অর্থ যখন আরবি ভাষায় প্রচলিত সাধারণ বাগধারায়ও কেবল মানবাত্মাকে **'কবয'** বা ধারণ করা– তা নিদ্রাবস্থায় অপূর্ণ ও সাময়িক হোক বা মৃত্যুবরণে সার্বিক ও স্থায়ী হোক, তখন আবার (হযরত ঈসার বলায়) এ শব্দ দ্বারা দেহকে উঠানোর অর্থ কেন করা হয়?! এটা স্পষ্ট যে, যে জিনিসকে **'কব্‌য'** বা ধারণ করা হবে, সেটাই **'রাফা'** বা উঠানোও হবে। এমনটি নয় যে, কব্‌য বা ধারণ তো আত্মাকে করা হবে, কিন্তু উঠানো হবে দেহকে। মোটকথা, **তাওয়াফ্‌ফি** শব্দের ত্বরিৎবোধগম্য ও চিরাচারিত যে– অর্থ কুরআন করীমের সর্বত্র প্রতিভাত এর বিপরীতে একটা অর্থ নিজেদের তরফ থেকে তৈরী করা– এটাই **'ইলহাদ ও তাহ্‌রীফ'** তথা খোদাদ্রোহিতা এবং প্রক্ষেপ বটে। খোদা তা'লা এথেকে মুসলমানদের রক্ষা করুন।

যদি বলা হয় যে, **'তাওয়াফ্‌ফি'**র অর্থ বিভিন্ন কয়েকভাবে করা হয়েছে। তবে আমি বলি, ঐসব বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী উক্তি নবী (সা.)-এর বয়ান বা বর্ণনা থেকে গৃহীত নয়। অন্যথায়, যে বক্তব্য ও বর্ণনা ওহী ও ইল্‌হাম (ঐশীবাণী) হতে নির্গত ও নিঃসৃত হয়ে থাকবে সেগুলোতে স্ববিরোধ ও ভিন্নতা থাকা কখনও সম্ভবপর হতে পারে না। বরং এগুলো তফসীরকারকদের নিজস্ব বর্ণনা মাত্র। এগুলোর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো এক বিশেষ অর্থের ওপর কখনও তাদের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত ঐক্যমত অনুষ্ঠিত হয় নি। তাঁদের মাঝে কাউকে যদি সেই সুনিশ্চিত অন্তর্দৃষ্টি দান করা হত যেমনটি এ অধমকে দান করা হয়েছে তাহলে নিশ্চয় একটি মাত্র কথার ওপর তাঁদের **'ইজমা'** বা সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু খোদা তা'লা সেই সুনিশ্চিত জ্ঞান থেকে তাদের বঞ্চিত রাখেন যাতে তিনি তাঁর এ বান্দাকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞান দান করে হযরত আদমের মত জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিদর্শন প্রকাশিত করেন।

যদি বলা হয়, অধিকাংশ তফসীরকার অবশ্য হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা এ-ও বলেন যে, এরপরেই তিনি জীবিত হয়ে যান। এর উত্তরে আমি বলি, যে সকল বুযুর্গ মৃত্যুবরণের পর তিনি (আ.) জীবিত হয়েছিলেন বলে বিশ্বাসী তারা কখনও এ কথা বলেন না। বরং তারা নিজেরা স্বীকার করেন যে, হযরত ঈসাকে তাঁর মৃত্যুরণের পর যেরূপ জীবন দান করা হয়েছিল তা পার্থিব জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী ও পরিপন্থী এবং সেটি সেই প্রকার পরকালীন জীবন ছিল, যেমনটি মৃত্যুবরণের পর হযরত ইয়াহ্‌হিয়া (আ.)-কে দান করা হয়েছিল। হযরত ইদ্রিস, হযরত ইউসুফ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা ও হযরত আদম আলাইহিমুস্ সালামকে দান করা হয়েছিল এবং সবচে' বৃহত্তম আকারে আমাদের সৈয়দ ও মওলা নবী–আরবী হাশেমী ও উম্মী মহানবী (সা.)-কে দান করা হয়েছিল। সেটি যদি প্রকৃতপক্ষেই পার্থিব জীবন দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ বিশ্বাসকারী ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়টি স্বীকার করা আবশ্যকীয় যে, হযরত মসীহ্‌র মাঝে পার্থিব জীবনের অত্যাবশ্যক যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান এবং তিনি এ পৃথিবীর জীবিত লোকদের মত বায়ুর মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন, পার্থিব বায়ু দ্বারা শোঁকেন, শব্দ শোনেন ও পানাহার করেন এবং প্রকৃতির ডাকে মূল-মুত্র ত্যাগ ইত্যাদি করে থাকেন। কিন্তু কুরআন করীম তাঁকে উল্লিখিত এসবকিছু থেকে মুক্ত বলে সাব্যস্ত করে এবং হাদীস সমূহ তো স্পষ্ট ও উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করে যে, ঈসা-মসীহ্ (আ.)-এর জীবন অন্যান্য সকল নবীর মত হুবহু একই রকম বটে। অতএব মি'রাজের হাদীস এটাই প্রমাণ করে এবং খৃষ্টানরাও এটা সত্ত্বেও যে তারা হযরত মসীহ্‌কে মৃত্যুবরণের পর আকাশে জীবিতাবস্থায় উঠানো হয়েছিল বলে জোরালো দাবি করে তথাপি তারা কখনও এ দাবী করে না তথাপি যে তিনি আকাশে পার্থিব জীবনে থাকা অবস্থায় জীবন-যাপন করেন। বরং কেবল মূসা ও দাউদ এবং অন্যান্য নবীর জীবনের মতই হযরত মসীহ্ জীবন যাপন করেন বলে মনে করে। কেননা, মসীহ্ নিজে এ কথায় স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

এস্থলে এ-ও জানা আবশ্যক যে, **'তাওয়াফ্‌ফি'** শব্দের মৃত্যুবরণ মূলক অর্থটি আমার কেবল ইজ্‌তিহাদ বা নিজস্ব বিচার-বিবেচনালব্ধ অর্থ নয়। বরং মিশকাতের **'বাবুল-হাশরে'** উদ্ধৃত বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে যা হযরত ইব্‌নে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত, এ হাদীসটিতে অতি বিশদভাবে মহানবী (সা.) ফাল্লাম্মা তাওয়াফ্‌ফাই তানি" আয়াতের তফসীর (ব্যাখ্যা) করেন যে, প্রকৃতপক্ষে এতে মৃত্যুবরণই বুঝায়। বরং এ হাদীসটিতে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত প্রশ্নটি হযরত মসীহকে তাঁর মৃত্যুবরণের পর **'আলমে-বারযখে'** করা হয়েছিল– এমনটি নয় যে কিয়ামত দিবসে করা হবে। অতএব, যে আয়াতের তাফসিরটি মহানবী (সা.) নিজেই উন্মোচিত করেছেন এরপর কেউ যদি তা জানা ও শোনার পরও সন্দেহগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে তার ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে পরিতাপ ও বিস্ময় ছাড়া আর কী-ই বা প্রকাশ করা যায়?! লক্ষ্যণীয় যে, এ হাদীসটি ইমাম বোখারী উল্লেখিত অর্থের দিকেই ইঙ্গিৎদানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণীত সহীহ-হাদীসগ্রন্থে তফসির বিষয়ক অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন। *(সহীহ্ বোখারী, পৃ. ৬৬৫ দ্রষ্টব্য)... (চলবে)*

ভাষান্তর:
**মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অবঃ)

## যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ আগস্ট, ২০২০ মোতাবেক ০৭ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র

# জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন:

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ
وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى
وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۞

*(সূরা আস্ সাফ: ৯-১০)*

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হল–

তারা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্ স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণ করেই ছাড়বেন। তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সর্বধর্মের ওপর বিজয় দান করেন আর মুশরিকরা একে যত অপছন্দই করুক না কেন।

আজ ৭ আগস্ট এবং আহমদীয়া জামা'ত যুক্তরাজ্যের ক্যালেণ্ডার অনুসারে আজকের এ দিন যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার প্রথম দিন হওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারির কারণে এ বছর (যথারীতি) সালানা জলসার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা সত্বর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুন আর আমরা যেন আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্যের সাথে জলসার আয়োজন করতে পারি এবং পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে পারি আর

জলসার অনুষ্ঠানমালা শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর ব্যবস্থা করতে পারি; যেমনটি পূর্বে হতো। যাহোক এমটিএ এই ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তারা অনুষ্ঠানমালা যেভাবে সাজিয়েছে তাহল, বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন দেশের সালানা জলসায় আমি যেসব বক্তৃতা করেছিলাম সেসব বক্তৃতা তারা দেখাবে এবং সরাসরি কিছু লাইভ প্রোগামও উপস্থাপন করবে। আশাকরি এটি জামা'তের সদস্যদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত পিপাসা নিবারণে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ্। তাই বাসায় বসে এই তিন দিনের অনুষ্ঠানমালা বিশেষভাবে দেখুন। একই সাথে আমার এটিও মনে হল যে, বছর জুড়ে জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপাবারি বর্ষিত হয়, এ প্রেক্ষাপটে গত বছরের রিপোর্ট উপস্থাপনের পরিবর্তে আমি এমটিএ-তে এ বছরের সর্বশেষ রিপোর্টই উপস্থাপন করব, যেন তা জামা'তের সদস্যদের ঈমানের দৃঢ়তারও কারণ হয়। যদিও কিছু কিছু কাজ বাইরে গিয়ে করতে পারলে আরো ভালো হতো, তা হয় নি তথাপি বিগত ছয় মাস যাবৎ চলতে থাকা এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের অগ্রপদচারণা অব্যাহত ছিল। যারা আমার কাছে পত্র লিখে থাকে তাদেরঅধিকাংশের পত্র অনুসারে তরবিয়ত ও জামা'তের সাথে নিবীড় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। অধিকাংশ লোকই লিখেছে যে, তাদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জামা'তের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। মোটকথা, রিপোর্ট উপস্থাপনের বিষয়ে যেভাবে আমি বলছিলাম, জলসার দ্বিতীয় দিন আমি যে রিপোর্ট উপস্থাপন করতাম, বিগত বছরগুলোতে সময় স্বল্পতার কারণে তার বেশিরভাগ উপস্থাপন করা সম্ভব হতো না। কিন্তু এ বছর যেহেতু কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জুমুআর খুতবাতেও এ রিপোর্টের কিছু অংশ উপস্থাপন করব এবং অবশিষ্টাংশ রবিবার সন্ধ্যায় এখানে আয়োজিত হলরুমের অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থাপন করব।

যদিও আজকের খুতবায় এবং আগামী পরশু সন্ধ্যায় আমাদের যে বক্তৃতার প্রোগ্রাম রয়েছে তাতেও হয়ত পরিপূর্ণ রিপোর্ট উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করা হবে– ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত রিপোর্টের বিশেষ দিকগুলো উপস্থাপন করার পূর্বে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দু'টো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যেগুলোর মাঝে ঐ আয়াতের কিছুটা ব্যাখ্যা রয়েছে যেটি একটু আগে আমি তিলাওয়াত করেছি। এর ফলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘোষণাও সামনে এসে যায় যে, ইসলামের তবলীগ এবং ইসলামের এই পুনর্জাগরণের যুগটি তাঁর (আ.) সাথেই সম্পৃক্ত আর সব ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর (আ.) এই জামা'ত ইনশাআল্লাহ্ ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং বিস্তার লাভ করবে, কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ প্রতিশ্রুতি। আমি যেসব রিপোর্ট ও ঘটনাবলী উপস্থাপন করব, সেগুলো বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছে যে, তাঁর (আ.) দাবি কেবল বুলিসর্বস্ব দাবি নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর এবং তাঁর জামা'তের নিত্যসঙ্গী। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই– যা এটিকে প্রতিহত করতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: প্রায় বিশ বছর কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে, আমার প্রতি কুরআনের আয়াত,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ

*(সূরা সাফ, আয়াত: ১০)*

এলহাম হয়েছিল অর্থাৎ তিনিই সেই মহান খোদা যিনি স্বীয় ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য নিজ রসূলকে হেদায়েত এবং সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন। আমাকে এই ইলহামের অর্থ যা বুঝানো হয়েছে তা হল, ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর আমার মাধ্যমে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। আর এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ সম্পর্কে আলেম ও গবেষকদের মতৈক্য রয়েছে যে, এটি মসীহ্ মওউদ এর হাতে পূর্ণতা লাভ করবে। অতএব আমার পূর্বে যে সকল আউলিয়া ও আবদাল অতীত হয়েছেন, তাদের কেউ নিজেদেরকে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল সাব্যস্ত করেন নি এবং এ দাবিও করেন নি যে, উল্লিখিত আয়াত তাদের সম্পর্কে তাদের প্রতি ইলহাম হয়েছে। কিন্তু যখন আমার সময় আসে তখন আমার প্রতি এই ইলহাম হয় এবং আমাকে বলা হয় যে, এ আয়াতের সত্যায়নকারী বা সত্যায়নস্থল হলে তুমি এবং তোমার হাতে আর তোমার যুগেই ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর ধর্মের ওপর প্রমাণিত হবে। *(তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩১-২৩২)*

তিনি (আ.) আরো বলেন, একমাত্র ইসলাম-ই জীবিত ধর্ম যাতে সমসময় বসন্ত আসে, যখন এর বৃক্ষ সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে এবং তা সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল বহন করে। ইসলাম বৈ অন্য কোন ধর্মের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য নেই। যদি এথেকে এই বৈশিষ্ট্য বের করে দেয়া হয়, তাহলে এটিও মৃত ধর্মে পরিণত হয়। কিন্তু এমনটি হয় না, কেননা এটি জীবিত ধর্ম। প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্তা'লা এর জীবন্ত হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন এ যুগেও তিনি নিজ কৃপায় এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন ইসলাম ধর্মের জীবিত হবার সাক্ষী হয় আর যেন খোদা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তাঁর সম্পর্কে যেন এমন বিশ্বাস লাভ হয় যা পাপ ও নোংরামিকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয় এবং পুণ্য ও পবিত্রতার প্রসার ঘটায়।

উক্ত উদ্ধৃতি পাঠের পর এখন আমি রিপোর্টের কিছু দিক উপস্থাপন করছি:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (পাকিস্তানের বাইরে) সারা পৃথিবীতে এ বছর ২৮৮টি নুতন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই

নতুন জামা'তগুলো ছাড়াও এক হাজার নতুন জায়গায় বরং এক হাজারের অধিক অর্থাৎ ১০৪০টি নতুন জায়গায় প্রথমবারের মতো আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে।

নতুন নতুন জায়গায় জামা'তের প্রবেশ ও নতুন নতুন জায়গায় জামা'ত প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সিয়েরা লিওন তালিকার শীর্ষে রয়েছে। সেখানে চল্লিশটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর রয়েছে কঙ্গো কিনসাশা, এখানে ৩১টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ঘানা, যেখানে ২৩টি নতুন জামা'ত গঠিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য আরো অনেক দেশ রয়েছে যেখানে দশ-বারো, আট-নয় বা দু'তিনটি করে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, বেনিন, আইভরিকোস্ট, নাইজার, সেনেগাল, গিনিবাসাও, তানজানিয়া, গিনি কোনাক্রি, নাইজেরিয়া, টোগো, সাউটোমে ক্যামেরুন, তুর্কি, কঙ্গো ব্রাযভিল এবং উগান্ডা। এছাড়াও আরো অনেক দেশ রয়েছে।

আমাদের কঙ্গো কিনসাশার স্থানীয় মোয়াল্লেম হামীদ আহমদ সাহেব বলেন, লোকি চাগু নামের এক গ্রামের উসমান সাহেব নামক এক সুন্নী ইমাম এফএম রেডিওতে আমাদের তবলিগী অনুষ্ঠান শুনে আমাদের মসজিদে চলে আসেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। তার সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়, সেইসাথে জামা'তের সোয়াহিলি ভাষায় প্রকাশিত পবিত্র কুরআন এবং অন্যান্য জামাতী বইপুস্তকও দেয়া হয়। এসব বইপুস্তক অধ্যয়ন করার পর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি বয়আত করেন আর অঙ্গীকার করেন যে, তিনি তার গ্রামে গিয়ে জামা'তের বাণী প্রচার করবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার তবলীগের ফলে সেই গ্রামে বিশ সদস্য বিশিষ্ট নিষ্ঠাবানদের একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, পবিত্র রমযান মাসে সেখানকার কোন এক অঞ্চলে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেব কোন গ্রামে একটি তবলিগী কর্মসূচী হাতে নেন। সেখানে তবলিগী অনুষ্ঠানের পর জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলেন যে, আপনাদের আগমনে আমি খুবই আনন্দিত, কেননা আপনারা তবলীগের যে কাজ করছেন তা মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আপনারা সেই সুন্নতের অনুসরণ করছেন আর এজন্যই মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন। আফ্রিকানদের উদাহরণ দেয়ার নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা এসেছিলেন ইসলামের বিস্তারের লক্ষ্যে। তেমনিভাবে আপনারাও বাইরে বেরিয়েছেন এবং সর্বত্র ইসলামের তবলীগ করছেন। ইসলামের তবলীগ করার এটাই সঠিক রীতি ও সুন্নত। আমরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আর ইমাম মাহ্‌দীর যেসব শিক্ষা আপনারা উপস্থাপন করেছেন– প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলাম। আমরা সবাই ঈমান আনয়ন করছি আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে সেই ইমাম মাহদী হিসাবে গ্রহণ করছি যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দুই পরিবারের মোট ১৯ সদস্য বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয়ে যান।

লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, একবার আমাদের মোবাল্লেগ সাহেব জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বর্ণনা করেন। সেখানে কিছু অ-আহমদী মুসলমানও নামায পড়তে আসে। আহমদীরা যখন নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি এসে পঞ্চাশ লাইবেরিয়ান ডলার দিয়ে কিছু না বলে চুপিসারে চলে যায়। যখন তার খোঁজ করা হয় তখন জানা যায় যে, তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ, তিনি খুতবা ও কুরবানীর ঘটনাবলী এবং কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে শুনে খুবই প্রভাবিত হন আর চাঁদা দিয়ে চলে যান। আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব এটি অবগত হওয়ার পর সেখানে যান এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন, তিনি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন তখন গ্রামের অন্য লোকেরাও সমবেত হয়। তারা কথা-বার্তা শুনে অভিভূত হয়, এমনকি সেখানকার ইমাম সাহেবও প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, আপনারা কিছুদিন পর পুনরায় আসুন, আমি দু'তিন গ্রামকে একত্র করব, আপনারা তাদের তবলীগ করুন। নির্ধারিত দিন আমাদের তবলিগী প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয় , সেখানে তিন গ্রামের লোকজন সমবেত ছিল। জামা'তের বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের বিস্তারিতভাবে জানানো হয়।

এরপর এক দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয় যা সারাদিন চলতে থাকে। যখন সবদিক থেকে তারা আশ্বস্ত হন তখন তিন গ্রামের ইমামগণ সব লোকজনসহ আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই তিন গ্রামেই এখন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

লাইবেরিয়া থেকে জামা'তের মোবাল্লেগ লিখেন, কালানাগুর নামক একটি গ্রামে জুমুআর দিন তবলীগের উদ্দেশ্যে যাই। আমি জুমুআর নামাযের প্রায় দু'ঘন্টা পূর্বে সেখানে পৌঁছে যাই। প্রাথমিক আলাপচারিতায় জানতে পারি যে, লোকজন জুমুআর নামায নিজেদের মসজিদে পড়ে না, বরং নিকটবর্তী বড় গ্রামে জুমুআ হয়। এখানকার দু'তিনজন সদস্যও সেখানে চলে যায়; আর বাকি পুরো গ্রাম মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জুমুআর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করি তখন গ্রামবাসীরা বলে, বড় ইমাম সাহেব আমাদেরকে বলেছেন যে, মসজিদে জুমুআ শুরু করার পূর্বে তিনটি ছাগল জবাই করা আবশ্যক। যখন ছাগল জবাই হয়ে যায় এবং ইমাম সাহেবের কাছে মাংস পৌঁছে যায়, তখন তিনি কাউকে জুমুআ পড়ানোর জন্য ইমাম নিযুক্ত করেন। তাদেরকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করি যে, এটি ভুল, ইসলামে এমন কোন শর্ত নেই; জুমুআর নামাযের

কল্যাণরাজি সম্পর্কেও বলি এবং তাদেরকে বলি যে, ঠিক আছে, আজ আমি আপনাদেরকে ছাগল জবাই করা ছাড়াই জুমুআ পড়িয়ে দিচ্ছি। গ্রামের লোকজন যেহেতু কুসংস্কারাচ্ছন্নও হয়ে থাকে আর ধর্মের জ্ঞানও তাদের নেই, তাই তাদের মাঝে খুবই আতঙ্ক ও শঙ্কা দেখা দেয় যে, পাছে মৌলভী সাহেবের অবাধ্যতা না হয়ে যায় আর আমরা পাপী না হয়ে যাই এবং এর পরিণতিতে আমাদের ওপর কোন শাস্তি না আপতিত হয়; যেমনটি কিনা মৌলভীরা ভয় দেখিয়ে থাকে! যাহোক, যখন তাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে বোঝানো হয়, তখন তারা মেনে নেয় এবং জুমুআ পড়ানো হয় আর সবাই তাতে অংশ নেয়। জুমুআর পর জামা'তের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়, প্রশ্নোত্তরও হয়। লোকজনের মনে যেহেতু বড় ইমাম সাহেবের বকাঝকার ভয়ও ছিল, তাই মোবাল্লেগ সাহেব তাদেরকে বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এভাবে জুমুআ কেন পড়েছ? তাহলে আপনারা তাকে শুধু এটি জিজ্ঞেস করবেন যে, একথা কোথায় লেখা আছে যে, জুমুআ পড়ার পূর্বে ছাগল জবাই করা আবশ্যক? পরবর্তীতে মৌলভী যখন জানতে পারে যে, সেখানে জুমুআর নামায পড়া হয়ে গিয়েছে, তখন সে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং খুবই অসন্তুষ্ট হয়। গ্রামবাসীরা ঠিক-ই জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের দেখিয়ে দিন একথা কোথায় লেখা আছে যে, জুমুআর পূর্বে ছাগল জবাই করা আবশ্যক, তা-ও আবার তিনটি ছাগল! পরবর্তীতে আমাদের স্থানীয় মিশনারি গ্রামের এক ব্যক্তিকে জুমুআ পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। এখন সেখানে নিয়মিত জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসীরাও সেই মৌলভীকে পরিত্যাগ করেছে, আর সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে যে খাঁটি ইসলাম সেটি-ই যা আহমদীয়া জামা'ত আমাদেরকে শিখিয়েছে; মৌলভী আমাদের যা বলে সেটি নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাদের মাঝে অধিকাংশ মানুষ জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সেখানে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মের নামে আশ্চর্য সব নিত্যনূতন বিদআত সৃষ্টি করে রেখেছে এই লোকেরা আর এভাবেই এসব নিরীহ, স্বল্পজ্ঞানী লোকদের তারা ভুলপথে পরিচালিত করে থাকে।

ফিলিপাইন থেকে জামা'তের মোবাল্লেগ লিখেছেন, সালোপিন এলাকা চরমপন্থী মুসলমানদের কারণে খ্যাত এবং এখানে তবলীগি জামা'তের কার্যক্রমও অনেক জোরালো। এই এলাকায় আমাদের একজন মোয়াল্লেম সাহেবের শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়স্বজনরাও বসবাস করে। মোয়াল্লেম সাহেব তার আত্মীয়স্বজনদের তবলীগ করলে তাদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়; তখন জাতীয় পর্যায় থেকে এখানে তবলীগের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয় এবং তিনজন মোয়াল্লেম ও তিনজন দাঈ ইলাল্লাহ্‌র একটি দল এক সপ্তাহের জন্য এই এলাকায় প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হয়, যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে, কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানকার ২৩ ব্যক্তি আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, তাম্বা কাণ্ডাল অঞ্চলের একটি গ্রামে আমাদের তবলিগী প্রতিনিধি দল যায়। সেখানে গিয়ে জানা যায়, আগে থেকেই সেখানে তেজানিয়া এবং মুরীদিয়া নামক দু'টি দলের মধ্যে বিতর্ক চলছে। সেখানকার ইমাম সাহেব আমাদের একজন প্রতিনিধিকে বলেন, এদুয়ের মধ্যে কোন দলই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কেননা, আমরা শুনেছি, একজন সত্য ইমাম আসবেন আর আমরা তাঁকেই মান্য করব। আমাদের প্রতিনিধি দল তাদেরকে তবলীগ করেন এবং তাদের মাঝে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। তাদের কাছে মওলানা নযীর মুবাশ্বের সাহেবের আল কওলুস্ সারীহ ফি যুহুরিল মাহদী ওয়াল মসীহ্ এবং কায়েদা ইয়াস্‌সারনাল কুরআন-ছিল। সেই ইমাম সাহেব দু'টি পুস্তকই ক্রয় করেন এবং আমাদের প্রতিনিধি দল তবলীগ শেষে সেখান থেকে ফিরে আসে। দু'দিন পর ইমাম সাহেব ফোন করে তাকে সেখানে ডাকেন এবং বলেন, মাণ্ডিঙ্গা ভাষায় অনূদিত কুরআন মজীদও আমাদের প্রয়োজন। ইমাম সাহেব তা-ও আনিয়ে নেন। দ্বিতীয়বার যখন আমাদের প্রতিনিধি দল সেখানে যায় তখন তিনি তাদেরকে বলেন, আমরা যে ধর্মের অপেক্ষায় ছিলাম আহমদীয়াতই হল সেই ধর্মমত, কেননা আমি আপনাদের বইপুস্তক এবং আমাদের মাতৃভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ পড়েছি। এভাবে পুরো গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে আর সেখানে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাদেরকে কুরআন করীম শেখানোর উদ্দেশ্যে কায়েদা এবং কুরআন মজীদ সরবরাহ করা হয়।

গুয়াতেমালার আমীর সাহেব লিখেন, কোবান শহরে অর্থাৎ এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থানে এবছর প্রথমবারের মতো আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং দু'বার সফর করে সেখানে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয়। তাদেরকে গুয়াতেমালার জলসা সালানায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের মধ্যে এক পরিবারের তিনজন সদস্য গুয়াতেমালার সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে এখানে একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় আর এখন তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর কাজ করছেন তথা তবলীগ করছেন।

সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, সেখানকার একটি অঞ্চলের দশটি স্থানে স্থানীয় মুরব্বী-মোয়াল্লেমদের তত্ত্বাবধানে রেডিওতে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টার একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এক ঘণ্টা আমার খুতবা শুনানো হয়। এটি তবলীগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম আর এসব অনুষ্ঠানে ফোনে

প্রশ্নোত্তর পর্বও হয়ে থাকে। এর ফলে, এ বছর ২০টি গ্রামে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। মানুষ কেবল আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্টই হচ্ছে না বরং নিজেরা ফোন করে তাদের অঞ্চলে যাবার আমন্ত্রণও জানাচ্ছে।

কাবাবীর জামা'তের মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দক্ষিণ ফিলিস্তিনের একটি শহরে কয়েক বছর যাবৎ আহমদীরা বসবাস করছে, কিন্তু সেখানে পুরোদস্তর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর সেখানে রীতিমতো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জায়গা আল খলীল, যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) এবং হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কবরসহ তাঁদের পবিত্র স্ত্রীদের কবরও রয়েছে, এটি অনেক পুরনো ঐতিহাসিক একটি শহর। এ শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ২৭ জন আহমদী সদস্য বসবাস করেন। এখানে রীতিমতো জামা'ত গঠন করা হয়েছে আর এক আহমদী সদস্য তার বাড়ির একটি অংশ মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য পৃথক করে দিয়ে বলেছেন, এখানে নামায আদায় করুন।

## নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং প্রাপ্ত মসজিদসমূহঃ

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এগুলোর মোট সংখ্যা ২১৭টি, তন্মধ্যে ১২৪ টি মসজিদ নতুন নির্মিত হয়েছে এবং বাকি ৯৩টি পূর্ব নির্মিত মসজিদ হস্তগত হয়েছে। এতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন, বেনিন, বুর্কিনা ফাসো, লাইবেরিয়া, আইভরিকোস্ট, গিনিবাসাও, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, মালি, কঙ্গো কিনসাশা, কেমেরুন, সেনেগাল, গিনি কোনাক্রি, টোগো, চাদ, জাম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অনেক দেশে, তিনটি মহাদেশে বরং চারটি মহাদেশে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের মসজিদ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

গুয়াতেমালাতে ৩১ বছর বিরতির পর দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হয়েছে। প্রথম মসজিদ বায়তুল আউয়াল ১৯৮৯ সালে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে ৩১ বছর পর এই দ্বিতীয় মসজিদ, যার নাম মসজিদ নূর, কাবুন অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে। এ অঞ্চলে ২০১৫ সালে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছিল। গুয়াতেমালাতে অবস্থিত আমাদের কেন্দ্র থেকে এ অঞ্চলটি ৩২৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যার ৭০ কিলোমিটার হল পাহাড়ী সরু রাস্তা, যা খুবই বিপদজনক ও কাঁচা। ডিসেম্বর ২০১৯-এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঐশী পরিকল্পনা এভাবে প্রকাশ পায় যে, সেখানে রাস্তা নির্মাণও আরম্ভ হয়ে যায়। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঐ ৭০ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তা অনেকটাই নিরাপদ এবং রাস্তা প্রশস্ত করার কাজও অব্যাহত আছে। এ মসজিদে ১৭০ জন নামাজীর স্থান সংকুলান হবে। এতে সাড়ে আট মিটার উচ্চতার একটি মিনারও নির্মিত হয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন একটি দ্বিতল মিশন হাউজও নির্মাণ করা হয়েছে। নীচতলায় লাইব্রেরী ও অফিসকক্ষ রয়েছে। দোতলায় বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে, জামা'তী পাকশালা বানানো হয়েছে, নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াশরুম প্রভৃতি রয়েছে যেমনটি আমাদের মসজিদসমূহে ব্যবস্থা থাকে। জায়গাটি উঁচু হবার কারণে অনেক দূর থেকে তা দেখা যায়।

নরওয়ের ক্রিসচান নামক শহরে এবছর একটি চার্চ-ভবন ক্রয় করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ শহরে জুলাই ২০১৭-তে একটি ভবন করা হয় যা একটি কোম্পানির অফিস-ভবন ছিল। সেখানে নামায এবং সভা প্রভৃতিও আরম্ভ করা হয়েছিল। ঐ স্থানকে মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা এবং নকশা প্রভৃতি বানানোর কাজ যখন আরম্ভ হয় এবং তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা হয় তখন স্থানীয় জনসাধারণ এর বিরোধিতা করে এবং সংবাদপত্রেও ব্যাপকভাবে এ বিরোধিতার খবর আসতে থাকে। প্রায় দু'বছর এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে আর বিরোধিতা হতে থাকে। কাছেই একটি চার্চ অবস্থিত। এই চার্চের লোকেরাও মসজিদ বানানোর প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লার পরিকল্পনা এভাবে বিজয়ী হয় যে, সেই চার্চ যা আমাদের বিরোধিতা করছিল সেটির কর্তৃপক্ষ চার্চটি সামলাতে না পেরে চার্চটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কাউন্সিলকে বলে যে, তারা চার্চটি বিক্রি করতে চায়। তখন কাউন্সিল তাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেয় আর বলে যে, হয়ত আহমদীয়া জামা'ত এ চার্চ কিনে নিবে। এরপর তারা আমাদের মুবাল্লেগের সাথে যোগাযোগ করে। সবকিছু যাচাই করার পর তারা আমাকে রিপোর্ট পেশ করে। আমার অনুমোদনের পর চার্চ-ভবনটি মসজিদরূপে ক্রয় করা হয়। এ বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চার্চের চাবি হস্তগত হয়। যে চার্চ ঐ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করছিল এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই চার্চই জামা'তের 'মরিয়ম মসজিদ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খরচাদিসহ এতে মোট প্রায় দশ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার ব্যয় হয়েছে।

মালাভী-র মুয়ালিন জেলায় জামা'তের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছে।তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, মসজিদ এবং মিশন হাউজ নির্মাণের পূর্বে এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করা হয়। তারা সকলেই নিজেদের গ্রামে মসজিদ নির্মাণে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী সেখানে আক্রমণ করে এবং নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি উঠিয়ে নিয়ে যায়। এ কারণে পুলিশের নির্দেশে কিছুদিন নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা হয়। যখন পুনরায় নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তখন গ্রামের লোকদের পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে অবগত করা হয় আর বলা হয়, এখন ঐক্যবদ্ধভাবে এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। সবাই বলে

যে, সত্যিই এই মসজিদ আমাদের গ্রামের জন্য একটি নিয়ামতের চেয়ে কম নয়। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে নিশ্চিত করব যেন নির্মাণ সম্পন্ন হয় আর কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে বসবাসরত জামা'তের সদস্যরা আশেপাশের লোকজনের সাথে তবলীগি সুসম্পর্ক সুদৃঢ় করে এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে। যাহোক, যখন মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তখন এতে সর্বমোট প্রায় ৪৫০জন লোক অংশগ্রহণ করে। এদের মাঝে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের তেরোজন চীফ, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য মসজিদের ইমামরা ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে অ-আহমদী সদস্যরা প্রকাশ্যে এ কথা বলেন যে, আমাদেরকে আহমদীদের ব্যাপারে ভুল ধারণা দেয়া হয়েছে যে, এরা মুসলমান নয় এবং তাদের ইবাদতের পদ্ধতি মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। এখানে এসে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনারা শুধু মুসলমানই নন বরং অন্যান্য মুসলমানদেরও আপনারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ফলে এ এলাকার তিনটি গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ বয়আত করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়।তাদের মাঝে স্বস্ব অঞ্চলের চীফরাও অন্তর্ভুক্ত।

মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে কয়েক বছর পূর্বে একটি ভবন নামায সেন্টার হিসেবে ক্রয় করা হয়েছিল। মেক্সিকোতে এটি জামা'তের ক্রয়কৃত প্রথম সম্পত্তি। এ ভবনটি তিনতলা। এ ভবনের নীচতলাকে মসজিদ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়, যা কিনা মসজিদ বায়তুল আফিয়াত। এ ফ্লোরে পুরুষদের এবং মহিলাদের জন্য নামাযের হলরুম, লাইব্রেরী, জামা'তের দপ্তর এবং কিছু কক্ষ রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন ক্লাসের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় তলা মুরব্বী সিলসিলাহ্‌র আবাসস্থল এবং তৃতীয় তলা প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তীতে ব্যবহার করা হবে।

বেলীয় এবং আরো কিছু স্থানেও মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সেগুলোও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাবে। যেসব মসজিদ নির্মাণাধীন বা নির্মানকাজ শেষ হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, আমি সেগুলোর উল্লেখ করছি না।

মালী-র আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের কেন্দ্র বমাকো থেকে তিন কিলোমিটার দূরে টিমা নামক মালীর একটি জামা'ত রয়েছে। এখানে চার বছর পূর্বে মসজিদের কাজ আরম্ভ হয়। নির্মাণ কাজ যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ যখন মিনার এবং ফিনিশিং ইত্যাদির কাজ চলছিল, তখন গ্রামের চীফের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মসজিদের কাজ যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। বিরোধিতাবশত গ্রামের লোকেরা আহমদীয়াত সম্পর্কে গ্রামের চীফ এবং মেয়রকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে। কাজ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিন বছর পর যোগাযোগ এবং বিভিন্ন মাধ্যমে চীফকে বুঝানোর ফলে সেখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যায়। চীফ এ বিষয়ের প্রশংসা করেন যে, আপনারা তিন বছর পরম ধৈর্য ধারণ করেছেন। অথচ আপনারা চাইলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এখানে মসজিদ বানাতে পারতেন। তিনি ওহাবীদের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, তাদেরকেও এখানে বাধা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের কিছু যোগাযোগ ব্যবহার করে মসজিদ বানিয়ে ফেলে। আপনারাও তা করতে পারতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এরজন্য আমরা আপনাদের সম্মান করি।

গ্রামের প্রধান ও তার প্রতিনিধিরা বার বার জামা'তের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে যে, আমরা আপনাদেরকে অনুমতি দিতে অনেক বিলম্ব করেছি। তিনি বলেন, এখন আমরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনারা মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ করুন এবং নামায আদায় আরম্ভ করুন। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই মসজিদে রীতিমত নামায আদায় আরম্ভ করা হয়েছে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, এ বছর তাদের একটি রিজিওনের দুটি জামা'তে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য হয়েছে। এ মসজিদগুলো নির্মাণের পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে সুন্নী আলেমগণ এখানে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বলত যে, আহমদীয়া জামা'ত একটি ছোট জামা'ত। তাদের মসজিদ নির্মাণের সামর্থ্য নেই। তারা ইতিপূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রামে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছে, তা-ই যথেষ্ট। এদের দ্বারা আর কোন মসজিদ নির্মাণ হবে না। কিন্তু কিছুদিন পর যখন সে গ্রামেও মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যায় এবং লোকজনকে বলতে থাকে যে, মনে হয় যেন তাদের কাছে কোন বিশেষ শক্তি আছে, নইলে এত স্বল্প সময়ে তারা এত সুন্দর মসজিদ কীভাবে বানাচ্ছে! আমরা এখানে নামায আদায়ের জন্য (এখন পর্যন্ত) একটি তাবুও স্থাপন করতে পারলাম না! এরপর তারা ভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করা শুরু করে এবংমানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করতে থাকে যে, আহমদীদের থেকে দূরে থাক, কেননা তাদের পুরো এলাকা দখলের অভিসন্ধি রয়েছে, এই করবে, সেই করবে আর মসজিদ বানাবে ইসলামের তবলীগের জন্য কখনো এখানে আসতে দেখি নি। এরপর তার হাতে যে ফাইল ছিল তা মোয়াল্লেমকে দিতে গিয়ে বলেন, এগুলো আমার আবাসিক প্লটের দলিলপত্র। এখানে আপনাদের জামা'ত গঠিত হওয়ার পর আপনারা যদি মসজিদ নির্মাণ করতে চান এর জন্য আমার প্লট প্রস্তুত আছে, এটির মালিকানা সত্ত্ব আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। বর্তমানে সেখানে জামা'তের বন্ধুদের ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। তারা ইট এবং এধরনের জিনিসগুলো প্রস্তুত করে নিয়েছে। যারা কাজ করছে তাদের মাঝে সেই বৃদ্ধার পুত্রও রয়েছে। এভাবেই

আল্লাহ্ তা'লা সৎ প্রকৃতির লোকদের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন, যারা (জামা'তের) সাহায্যকারীরূপে আবির্ভূত হন।

বুর্কিনা ফাসোর একটি জামা'তের নাম কারী। সেখানকার একজন মহিলা হলেন যয়নব সাহেবা। তিনি লিখেন, আমি বি.এ. পাশ করার পর দু'বছর যাবৎ নার্সের প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে থাকি কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি নি। আমি এবং আমার স্বামী একটি প্রাইভেট নার্সিং স্কুলে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে টাকা জমাতে আরম্ভ করি আর পাশাপাশি পরীক্ষাও দিতে থাকি। তবে ভর্তির কোন আশা ছিল না। ইতোমধ্যে কারীর মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদার আহ্বান করা হয়। তখন আমরা যে অর্থ পড়াশোনার জন্য জমা করেছিলাম তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই এবং সাময়িকভাবে ভর্তি হবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। তিনি বলেন, এ ঘটনার পর দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমার কাছে ফোন আসে এবং আমাকে বলা হয়, আপনি সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন আর আপনার পড়াশোনার যাবতীয় খরচাদি সরকার বহন করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ঈমান বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এবছর মিশন হাউজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৭টি। মিশন হাউস কিংবা তবলীগি সেন্টারের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, এরপর রয়েছে যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, সিয়েরা লিওন, কংগো কিনসাশা, কংগো ব্রাযভীল, বুর্কিনা ফাসো, আইভরি কোস্ট ও মালী। এছাড়াও অন্য অনেকগুলো দেশ রয়েছে যেমন– অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলিয, কানাডা, গাম্বিয়া, গুয়াতেমালা, গিনিবাসাও, মেসিডোনিয়া, মালাভি, নরওয়ে, সাউতোমে, টোংগা এবং তুরস্ক। এসব দেশেও মিশন হাউসের সংখ্যা একটি করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তানজানিয়ার সিমিও অঞ্চলের মোয়াল্লেম সাহেব লিখেন, গত বছর প্রতিষ্ঠিত একটি জামা'তে এ বছর মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে। ইত্যবসরে এক খ্রিষ্টান পাদরি জিজ্ঞেস করেন, এই বাড়ি কী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে? উত্তরে তাকে জানানো হয়, এটি স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেবের বাসস্থান। এটি শুনে সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এই গ্রামে খ্রিষ্টানদের ৬টি গির্জা রয়েছে এবং অধিকাংশ খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সুদীর্ঘ কাল থেকে এখানে বসবাস করছে, কিন্তু তাদের কোন সম্প্রদায়েরই নিজেদের পাদরির জন্য বাসস্থান নির্মাণ করার সামর্থ্য হয় নি। সত্যিই আপনারা আপনাদের ধর্মীয় কর্মকর্তাদের সম্মান ও মর্যাদা দেন এবং 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আপনাদের এ স্লোগান অনুসারে আপনারা কাজ করেন। এই উদাহরণ অন্য সবার অনুকরণ করা উচিত।

স্বেচ্ছাশ্রম আহমদীয় জামা'তের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এবছর আফ্রিকাসহ (পৃথিবীর) বিভিন্ন দেশে যেসব মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে এবং অন্য যেসব কাজ করা হয়েছে এতে ১৪৮টি দেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে ১১৪টি দেশে মোট ৪১ হাজার ১শত ১১টি স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ৫২ লক্ষ ১৩ হাজার ইউএস ডলার সাশ্রয় হয়েছে। এখন শুধু আফ্রিকায় নির্মিত মসজিদগুলোর খরচের হিসাব করলে দেখা যাবে এই স্বেচ্ছাশ্রমের ফলে আনুমানিক যে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে তাতে আরো দশটি মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অর্থের সাশ্রয় করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিদর্শনে গিয়েছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ বিধায় ছেড়ে যাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব পরিদর্শনের ফলে সেসবস্থানে অনেক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রভাব পড়েছে।

রকীম প্রেস-এর মাধ্যমেও কাজ হচ্ছে। আফ্রিকাতেও রকীম প্রেসের তত্ত্বাবধানে অনেক প্রেস কাজ করছে।

এবছর আমাদের ফার্নহামের রকীম প্রেসে কেবল পুস্তকই ছাপা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ২ শত ৪০টি। এছাড়া 'মুয়াযেনা মাযাহেব' সাময়িকী, আন্-নুসরাত পত্রিকা এবং ওয়াকফে নও-এর পত্রিকা মরিয়ম ও ইসমাঈল ছাড়াও প্যাম্ফলেট, লিফলেট এবং জামা'তের বিভিন্ন দাপ্তরিক ষ্টেশনারী ইত্যাদির কাজও এখানে এই প্রেসেই হচ্ছে। ইয়াস্‌সারনাল কুরআনে ব্যবহৃত বিশেষ ফন্ট 'খাত্তে মঞ্জুর' দিয়ে এবছর পবিত্র কুরআনও মুদ্রিত হয়েছে। ছয়-সাত বছর যাবৎ এ কাজ হচ্ছিল। কাদিয়ান জামা'তকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যেন আমাদের নিজস্ব ফন্ট 'খাত্তে মঞ্জুর' এর আদলে কাজ হয়। কাদিয়ানের নাযারাত ইশায়াত দপ্তর এক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ এই ফন্টে অনেক সুন্দর এবং আকর্ষনীয় কুরআন করীম ছাপানো হয়েছে, বর্ডার রঙিন আর বাঁধাই খুব সুন্দর। যুক্তরাজ্যে যে পরিমাণ এসেছে তা খুব দ্রুত বিক্রি হচ্ছে। আশাকরি দ্রুত আমাদেরকে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে। এর মলাট ভেতরের লিখা এবং কাগজ ইত্যাদিও বেশ আকর্ষণীয় আর বিশেষত এর বাঁধাই খুব সুন্দর হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, এই কুরআন করীমের ফন্ট ইয়াসসারনাল কুরআনের ফন্টের আদলে লেখা হয়েছে আর এর নাম দেয়া হয়েছে 'খাত্তে মঞ্জুর'। এটি জামা'তে আহমদীয়ার বিশেষ ফন্ট বা লেখা যা অন্য কোথাও নেই। এটি পড়াও অনেক সহজ। যেভাবে আমি বলেছি, ভারত জামা'ত অর্থাৎ কাদিয়ানের ইশায়াত দপ্তর অনেক পরিশ্রম করে এ কাজ করেছে আর একইভাবে এখানে রকীম প্রেসের সাহায্যের জন্য তুরস্কের এক আহমদী বন্ধু মাহমুদ সাহেবও ছাপার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে অনুবাদসহ কুরআন করীমও এ ফন্টেই ছাপা হবে অর্থাৎ এধরনের অক্ষরেই ছাপা হবে। হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব অনূদিত (কুরআনও) 'খাত্তে মঞ্জুর' এ ছাপার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অতি দ্রুত তা মুদ্রণের জন্য দেয়া

হবে। অনুরূপভাবে মীর ইসহাক সাহেবের আক্ষরিক অনুবাদসম্বলিত কুরআন পুনমুদ্রণেও এ ফন্টই ব্যবহৃত হবে। এটিরও প্রস্তুতি চলছে। পাকিস্তানে পবিত্র কুরআনের মুদ্রণ, পাঠ এবং (আমাদের কাছে) রাখার ক্ষেত্রে আমাদের পথে যত বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত পথ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য খুলে দিচ্ছেন।

এখন যুক্তরাজ্যের রকীম প্রেসের তত্ত্বাবধানে আফ্রিকার ৮টি দেশ কাজ করছে। সেগুলো হল ঘানা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, সিয়ারালিওন, আইভরি কোস্ট, গাম্বিয়া, বুর্কিনা ফাসো এবং বেনিন। তাদেরকে যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয়েছে। এতে যেসব বইপুস্তক তারা ছেপেছে সেগুলোর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১২ হাজারের অধিক। বিভিন্ন সাময়িকী, পত্রপত্রিকা, বিভিন্ন তবলীগি পুস্তিকা ও লিফলেট ইত্যাদি এই হিসাবের বাইরে, যার সংখ্যা ৯৪ লক্ষ ৮৫ হাজার। বর্তমান পরিস্থিতিতে গাম্বিয়াতে ব্যক্তিগত কাজ করা ছাড়াও গাম্বিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য সরকার বৃহৎ সংখ্যায় কোভিড–সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি ছাপতে দিয়েছে। অন্যান্য প্রেস বন্ধ থাকার কারণে সরকার আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ছেপে দেয়ার অনুরোধ করে। এজন্য তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে।

৯৩টি দেশ থেকে প্রাপ্ত মুদ্রণ–সংক্রান্ত ওকালাতে ইশায়াতের রিপোর্টি অনুসারে ৪২টি ভাষায় ৪০৭টি বিভিন্ন বইপুস্তক, প্যাম্ফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে যার সংখ্যা ৪২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬ শত ৫৯। বিভিন্ন দেশের নাম এ তালিকায় রয়েছে আর এ তালিকা বেশ দীর্ঘ।

বিভিন্ন দেশে স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত জামা'তী পত্রপত্রিকা:

বর্তমানে পৃথিবীতে ২৯টি ভাষায় ৯৪টি তালীম, তরবিয়ত ও তথ্যমূলক বিষয় নিয়ে পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে।

ইউক্রেনে এক বন্ধু আছেন এগ্রো মেত্রোফ সাহেব; যিনি গত বছর জলসায় যোগদান করেছিলেন। তিনি আহমদী ছিলেন না, কিন্তু জলসায় এসে আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় বয়আত করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ বিশ্লেষক, সমালোচক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞানের সুদক্ষ পণ্ডিত। এখানে আসার পর তার সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছিল আর আমি তাকে বলেছিলাম, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ, আপনি 'ইসলামি উসুল কি ফিলোসফি' পুস্তকটি পাঠ করুন এবং এরপর আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। তিনি বলেন, ফিরে এসে আমি পুস্তকটি পড়া আরম্ভ করি আর এক বসায় তা পড়ে শেষ করি। তিনি বলেন, পুস্তকটি পড়ার পর আমি বুঝতে পারি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কেবল একজন ধর্মীয় নেতা-ই ছিলেন না বরং তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের অনেক বড় একজন গবেষকও ছিলেন। আমার জীবনে আমি অনেক বইপুস্তক সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছি, কিন্তু সেসব বইপুস্তক থেকে নতুন কিছু পেয়েছি বলে আমি কখনো অনুভব করি নি। অথচ 'ইসলামি উসুল কি ফিলোসফি' পুস্তকটি পাঠ করার পর আমার জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিছক বিবেকবুদ্ধির বিচারে নয়, বরং আমি আমার হৃদয় ও অন্তরের দর্পণে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করার পরই এ পুস্তক সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করছি। পুনরায় তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের সংস্কার ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সংশোধনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। যে কোন ধর্মের সংস্কার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– এতে কোন সন্দেহ নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি মধ্যযুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই, ইউরোপে পুনর্জাগরণের পূর্বে খিষ্টধর্মে ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক বড় ঘাটতি দেখা দিয়েছিল আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের দশাও একই ছিল। তিনি বলেন, স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার বিষয়টি যে অংশে বুঝানো হয়েছে বিশেষতঃ সে অংশটি আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে। আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এবং খোদা তা'লার সৃষ্টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং এর যথাযাথ মূল্যায়ন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। অনুরূপভাবে আমাদের নৈতিকতা ও এর মূল ভিত্তি সম্পর্কেও অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত।অধিকাংশ সময়ই আমরা ভুলে যাই যে, বর্তমান যুগে মানুষকে সত্য পথ থেকে দূরে সরানোর উপকরণগুলোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাই আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। তিনি আমার বরাত দিয়ে বলেন, এই পুস্তক পাঠ করার সময় আমার সেই কথাগুলো মনে পড়ছিল বা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল যা আপনি বক্তৃতায় ইসলামী বিশ্বে প্রচলিত ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণাসমূহের অপনোদন এবং জামা'তের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই যখন নিজেদের পরিবার, সমাজ ও দেশের সংশোধন করবে, কেবল তখনই এর ফলে সে জগদ্বাসীর ঈমানী অবস্থা সংশোধনের যোগ্যতা লাভ করবে। পুনরায় তিনি বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিকতার এ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। আমার মতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই সর্বপ্রথম এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন এবং অত্যন্ত উন্নত ও পবিত্র পন্থায় বুঝিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, একজন ধর্মতত্ত্ব বিশারদ ও দার্শনিক হিসেবে আমি এই পুস্তক পাঠ করে অনেক আনন্দ পেয়েছি। তাই আমার পরামর্শ থাকবে, আহমদীয়া জামা'ত যেন এই পুস্তক ব্যপকভাবে প্রচার করে এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ করে, যাতে করে মানুষ এই পুস্তক পাঠ করার মাধ্যমে বেশি বেশি ধর্ম, ঈমান ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

নেপালের একজন অধ্যাপক ছিলেন। 'world crisis and the pathway to

peace' নামে আমার বিভিন্ন বক্তৃতার সংকলন যখন তাকে উপহার দেয়া হয় তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পুস্তকটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি পুস্তক। তিনি এই পুস্তকের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও লাইন চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি এই উদ্ধৃতিগুলো সবার দৃষ্টিগোচর করতে চাচ্ছিলাম। কেননা একথাগুলো বিশ্বব্যাপী প্রচার করা খুবই জরুরী। এতে গোটা পৃথিবীর জন্য স্বর্ণালী নীতি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ পুস্তকটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আমি আমার বন্ধুবান্ধবকেও এ পুস্তকটি পড়ার জন্য দিব।

নেপালের আরেকজন অধ্যাপক ড. গোবিন্দ সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি এ পুস্তকটি পাঠ করেছি। বর্তমানে মিডিয়ার বদৌলতে গোটা বিশ্বে মুসলমানদের যখন ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করা হয়; এমন পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যএকজন মুসলিম নেতার চেষ্টা করাটা অমুসলিমদের জন্য একটি বিস্ময়কর বিষয়। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতেমুসলমানদের ৭৩টি দল রয়েছে আর ইসরাঈলের সাথে তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শত্রুতাও বিরাজমান। এরূপ পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম নেতার পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেখানকার (ইসরাঈলের) প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লেখা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ। অনুরূপভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা ইরানের প্রধানমন্ত্রীকেও এ বিষয়ে চিঠি লিখেছেন যাতে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। পুনরায়তিনি বলেন, 'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ' পুস্তকটি পাঠ করার মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বার্তা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে অমুসলিমদের জন্য অনেক সহায়ক হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'ত অন্যান্য মুসলিম দলের তুলনায় ভিন্ন আঙ্গিকে নিজেদের কথা উপস্থাপন করে। আহমদীয়া জামা'তের ভাষ্যমতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব আর একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

অতঃপর নেপালে একটি বুক স্টলে এক বন্ধু আসেন। একটি বই দেখে বলেন, ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি কেন এবং কখন দিয়েছে মর্মে এই পুস্তকে যে প্রশ্ন উঠানো হয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার উত্তর আমি দীর্ঘদিন থেকে অন্বেষণ করছিলাম আর আজ আমি এর উত্তর পেয়েছি।

এরপর ভারতের ঝাড়খণ্ডের একটি বই মেলায় এক ব্যক্তি আসেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষভাবাপন্ন মনমানসিকতা রাখতেন। আসা মাত্রই তিনি ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তার উপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি করা আরম্ভ করেন। তিনি সব ইসলাম বিরোধী পুস্তকাদি পড়েছিলেন যার কারণে আপত্তি করছিলেন। যখন তাকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হন এবং বলেন, আজ পর্যন্ত প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। এখন আমি আপনাদের বইপুস্তক পাঠ করব। অতএব তাকে বইপুস্তক দেয়া হয়, বিশেষত বিশ্ব সংকট ও এর সমাধান পুস্তকটি দেয়া হয়। এই বন্ধু পরেরদিনই পুনরায় আসেন এবং বলেন আমি এইচধঃযধু ঃড় ঢ়বধপব পুস্তকটির কিছু অংশ পড়েছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছে, আর এর মাধ্যমে আমার মনমস্তিষ্কে বিদ্যমান অনেক আপত্তি দূর হয়েছে। তার সাথে এখন আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

অনুরূপভাবে কিরিবাতির মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, এখানকার লোকেরা মনে করত যে, প্রত্যেক মুসলমান অন্যদের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকে, কিন্তু এখন অনেকেই জানে যে, এই কথা সঠিক নয়। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যখন এই দাবি উত্থাপন করা হয় এবং আপত্তির সূরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুসলমানদেরকে দেশের ভিতরে কেন আসতে দেয়া হল? অধিকন্তু তাদেরকে অতি সত্বর বের করে দেয়া উচিত। এতে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, আমি পবিত্র কুরআন পড়েছি, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম। আমি তাদেরকে কখনো এখান থেকে বের করব না। আলহামদুলিল্লাহ্, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কয়েকটি মাত্র সাক্ষাতে তাকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তই এই দেশে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করছে।

অনুরূপভাবে শিয়াঙ্গা অঞ্চলের আঞ্চলিক মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, একটি সফরের সময় সেখানকার চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাকে দেখে বুদ্ধিমান ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে, কিন্তু তিনি ছিলেন বিধর্মী। তিনি বলেন, আমি তাকে আল্লাহ্ তা'লাকে মান্য করা এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলি। আলোচনাকালে তিনি বলেন, আমি সমাজে সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত, ঘরে আমার দুই স্ত্রী ও সন্তানাদি রয়েছে। খোদা তা'লাকে মান্য করা ছাড়া-ই আমার জীবন সুন্দরভাবে কাটছে, আমার খোদা তা'লাকে বা কোন ধর্মকে মানার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এতে মোবাল্লেগ সাহেব তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কিত দলীল প্রমানাদি উপস্থাপন করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর এই বই দুটি খুবই ভালো এবং প্রত্যেক আহমদীর সেগুলো পড়া উচিত। এগুলো শোনার পর তিনি বলেন, আমি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। এতে মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, আপনি এখনই ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছিলেন আর এখনই ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন! তখন তিনি বলেন, আপনার কথায় আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়েছে। যদি ধর্ম বাস্তবেই এভাবে খোদার ধারণা উপস্থাপন করে তাহলে আমাদের অবশ্যই তাঁকে মানা উচিত। অতঃপর তাকে বয়আতের শর্তসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তিনি তার আট সন্তানসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি এখন নিয়মিত জুমুআর নামায আদায়ের জন্য আসেন এবং জামা'তের সাথে তার স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে।

লিফলেট বিতরণের পরিকল্পনার অধীনে গত বছর ১১১ টি দেশে সমষ্টিগতভাবে ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজারের অধিক লিফলেট বিতরণ করা হয়, যার মাধ্যমে২ কোটি ২৭ লাখ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেছে। এ ক্ষেত্রে জার্মানী সবেচেয়ে বেশি কাজ করেছে ২৫ লাখ, এরপর পর্যায়ক্রমে যুক্তরাজ্য ১৩ লাখ, অস্ট্রেলিয়া ৮ লাখ, হল্যান্ড ৪ লাখ, ফ্রান্স ৩ লাখ, কানাডা ৩ লাখ আর অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ রয়েছে যেখানে কয়েক লক্ষ সংখ্যায় বিতরণ হয়েছে।

আফ্রিকাতে (লিফলেট) বিতরণের ক্ষেত্রে তানজানিয়া তালিকার শীর্ষে রয়েছে, তাদের বিতরণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। অতঃপর রয়েছে বেনিন, তাদের বিতরণ সংখ্যাও প্রায় এর কাছাকাছি। তারপর পর্যায়ক্রমে বুর্কিনা, নাইজার, নাইজেরিয়া, কঙ্গো কিনশাসা প্রভৃতি দেশ রয়েছে। এছাড়া ভারতে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজারের অধিক ফ্লায়ার বিতরণ করা হয়েছে।

তানজানিয়ার মারা অঞ্চলের মোয়াল্লেম সাহেব লিখেন, এক গ্রামের তিনজন যুবক জামা'তের লিফলেট পড়ে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এবং জামা'ত সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিছুদিন জেরে তবলীগ থাকার পর তারা নিজেদের পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করে আর নিজ গ্রামে তবলীগ করা আরম্ভ করে। তাদের মধ্য থেকে এক যুবক সেই গ্রামের চেয়ারম্যানও বটে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে আহমদীয়াতের বার্তা এখন ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছে আর এখন পর্যন্ত এই গ্রামে ৮২জন বয়আত গ্রহণ করেছে। তবলীগের সময় বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। একদিন আনসারুস্ সুন্না জামা'তের মৌলভী আসে আর লোকজনের সামনে উচ্চৈস্বরে জামা'তের বিরুদ্ধে অপলাপ আরম্ভ করে। এতে লোকেরাই তাকে (এই বলে) চুপ করায় যে, এমন হট্টগোল করা ধর্মীয় নেতাদের সাজে না। তখন তাকে রীতিমতো কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে আলোচনা এবং আহমদীয়া জমা'তের শিক্ষামালা সম্পর্কে প্রণিধান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সে যখন দলিল-প্রমাণ প্রদানে অপারগ হয়ে যায় তখন গালাগালি আরম্ভ করে। আহমদীয়া জামা'তের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা এবং উক্ত ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি জুমুআর নামায ও বাজামা'ত নামায আদায়ের জন্য নিজের জমি জামা'তকে দান করে দেন। এখন বহু অ-আহমদী শিশুরাও আমাদের তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে। এভাবে বিরোধীদের বিরোধিতাই তবলীগের পথ সুগম করছে।

ফ্রান্সের এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, তোনুস শহরের কেন্দ্রে আয়োজিত সানডে মার্কেটে লিফলেট বিতরণ করার সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা আসেন এবং হাসিমুখেই বলেন, আপনারা আমাকে স্বদেশপ্রেম এবং পর্দা সম্পর্কিত যে লিফলেটগুলো দিয়েছিলেন আমি তার সবগুলো পড়েছি আর এগুলো পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। বর্তমানে এই শিক্ষার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরো জিজ্ঞেস করেন যে, আপনারা এ কাজের জন্য কত টাকা পান? যখন তাকে বলা হয় যে, আমরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করছি, তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হন।

প্রদর্শনী, বুক স্টল ও বই মেলায় পবিত্র কুরআন ও জামা'তী বইপুস্তকের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে সাত হাজার পাঁচ শত চল্লিশটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজারের অধিক ব্যক্তির নিকট ইসলামের সংবাদ পৌঁছেছে। এ বছর বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কুরআন করীমের পনেরো শত আশিটি কপি উপহার হিসেবে অতিথিদের দেয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ হাজারের অধিক বুক স্টল এবং বই মেলার মাধ্যমে সাত লক্ষ চৌষট্টি হাজারের অধিক মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

লাতভিয়ার মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, আমাদের বুক স্টলে একজন বয়স্ক মানুষ আসেন। তিনি বুক স্টলের ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে আমার ছবির সাথে রোল ঘুরছিল এবং তাতে বিভিন্ন ইসলামী কথা লিখা ছিল যেগুলো আমি বর্ণনা করেছিলাম। তিনি সেগুলো পড়তে থাকেন আর প্রতিটি কথার প্রতি আঙুলের ইশারায় রাশিয়ান ভাষায় বলতে থাকেন অসাধারণ কথা এবং একান্ত সঠিক কথা! অনুরূপভাবে দুজন মহিলা আসেন। তারা কিছু বই যেমন- 'দিবাচা তফসীরুল কুরআন' (তফসীরুল কুরআনের ভূমিকা) এবং অন্য আরো কিছু বই ক্রয় করেন আর অনেক প্রশংসা করে বলেন যে, আপনারা অনেক ভালো কাজ করছেন।

২০১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতের 'নূরুল ইসলাম বিভাগ' একটি বই মেলায় অংশ নেয় এবং সেখানে অনেক বড় একজন হিন্দু পণ্ডিত জেহরিয়া সাহেব আসেন, যিনি ধর্মীয় বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি রাখেন এবং (একটি) স্কুলও পরিচালনা করেন। তিনি এসে সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং কয়েক মিনিট পরেই পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আপত্তি করে বসেন। (তিনি) বলতে থাকেন যে, পবিত্র কুরআন ইসলাম ও মুসলমানদের ছাড়া সকল মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তাকে বলা হয় যে, আপনার সামনেই পবিত্র কুরআন রয়েছে, আপনি বলে দিন– কোথায় এমন নির্দেশ আছে। তখন তিনি বলেন, আমি পুরো কুরআন পড়েছি, কোথায় এই নির্দেশ আছে তা এখন আমার মনে নেই। তখন তার সামনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালা এবং অন্যদের (তথা বিধর্মীদের) সাথে সদ্ব্যবহারের ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ তুলে ধরা হয়। ইসলামী শিক্ষামালা (সম্পর্কে) কয়েক মিনিট শোনার পর সেই ভদ্রলোক বলেন, আমি স্টলের ভেতরে বসে ইসলাম

ও কুরআন সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। অতএব, উক্ত ভদ্রলোককে প্রায় দু'ঘন্টা পর্যন্ত তার সকল প্রশ্ন ও আপত্তির সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়, এরপর তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, আজ পর্যন্ত আমি এমন সন্তোষজনক উত্তর শুনিনি। ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য আমি অগণিত আলেম-ওলামার কাছে গিয়েছি এবং দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু আলেমরা আমার প্রশ্নগুলোর এমন উত্তর দিতো যে, আমার মাঝে ইসলাম ও কুরআনের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে থাকে। আর আমার মাঝে এত বেশি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয় যে, আমরা বন্ধুরা সবাই সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি টিভি চ্যানেল চালু করব। অতএব আমরা এ লক্ষ্যে কাজও আরম্ভ করে দেই আর রীতিমতো কিছু রেকর্ডিংও আরম্ভ করি, কিন্তু এখন আপনারা আমার জগৎ (তথা মন-মানসিকতাই) পাল্টে দিয়েছেন। ভদ্রলোক গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, আজকের পর থেকে আমি ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের বিরোধিতায় কিছুই বলব না। আর ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমি যেসব প্রোগ্রাম রেকর্ড করিয়েছি তা-ও সম্প্রচার করা হবে না, বরং ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করা হবে। (ইসলামের) এই প্রকৃত চিত্র প্রদর্শন করে আহমদীয়া জামা'ত শত্রুদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করছে, মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা এবং আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করছে, অপরদিকে এসব নামধারী আলেম-ওলামা, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধ্বজাধারী জ্ঞান করে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলছে আবার আমাদের বিরুদ্ধেই কথা বলে।

আগ্রা বই মেলায় স্থানীয় পত্রিকা 'আগ্রা ভারত'-এর প্রতিবেদক আমাদের স্টলে আসেন। তার সাথে আলাপচারিতার সময় তিনি অবলীলায় উম্মতের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তখন তাকে আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে কৃত বিভিন্ন ইসলামী সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি খুবই প্রভাবিত হন এবং এ কাজে আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত সাংবাদিক নিজের ব্যক্তিগত পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে অন্য আরো তিনটি চ্যানেলেও আমাদের বার্তা প্রচার করান আর এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে।

আসামে অনুষ্ঠিত বই মেলার সময় আফতাব আহমদ চৌধুরী, যিনি পিএইচডি এবং কুরআনের হাফেযও বটে, তার কাছে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলাপচারিতার সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আহমদীয়া মতবাদ তাকে জানানো হয়, পবিত্র কুরআনের আলোকেই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করা হয়। তখন তিনি বলেন, আমি কুরআনের হাফিয ঠিকই, কিন্তু আমি কখনো এ বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে চিন্তা করিনি, আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমি পত্র-পত্রিকায়ও প্রবন্ধাদি লিখে থাকি, এখন আমি উদ্ধৃতিসহ এসব আয়াত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করব, ইনশাআল্লাহ্, এতে আসামের সকল মুসলমান আমার বিরোধী-ই হয়ে যাক না কেন।

সুইজারল্যান্ড এর শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী একজন পাদ্রি মিশেল ফিশার সাহেব একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রধান, তাকে একটি এওয়ার্ড বা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রদত্ত এওয়ার্ড বা পুরস্কারের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আশ্চর্য হয়েছি যে, একটি মুসলিম গোষ্ঠী একটি খ্রিষ্টান সংগঠনকে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করছে। এই পুরস্কার এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনারা শান্তির কথা কেবল বলেন-ই না, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দেখাচ্ছেন। বৃক্ষ তার ফলের মাধ্যমেই পরিচিত হয় আর আপনাদের ফল হল এই শান্তি সম্মেলন।

এরপর গাম্বিয়ার মোবাল্লেগ ইনচার্য সাহেব লিখেন যে, শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করে, যাদের মাঝে পুলিশ কর্মকর্তা, স্থানীয় আদালতের জজ, বিভিন্ন গির্জার পাদ্রী এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণ যেমন- বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, নিকটস্থ অআহমদী মসজিদের মুয়াল্লিম উপস্থিত ছিলেন। একটি গির্জার প্যাস্টর বা যাজক নিজের মনোভাব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকে এমন অনুষ্ঠান করার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে।

চণ্ডিগড়ে শান্তি সম্মেলনে একজন আফগান বন্ধু ওবায়দুল্লাহ্ সাহেবের কাছে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, তিনি (আ.) মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবি করেছেন যার সুসংবাদ মহানবী (সা.) প্রদান করেছিলেন। এ কথা যখন সেই আফগান বন্ধুকে অবহিত করা হয় এবং বলা হয় যে, আপনি মনোযোগ সহকারে যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিন, এটি কি মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সময় নয়? তখন তার চেহারা রক্তিম হয়ে যায়, তিনি কাঁপতে থাকেন এবং বার বার এ কথাই বলতে থাকেন যে, সত্যিই কি মসীহ্ মওউদ চলে এসেছেন? এরপর তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হলে তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে আমাদের আহমদী বন্ধুর মাথায় চুমু খান এবং বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তা-ই যা আপনাদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে।

ফিনল্যান্ড থেকে সেখানকার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, সেখানে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন দূত এবং কূটনীতিক, যিনি পাকিস্তানে ফিনল্যান্ডের দূত হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি যোগদান করেন। তিনি বলেন, আমি আপনাদের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। আমি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ছিলাম এবং ফিনিশ দূতাবাসের মহাপরিচালক ছিলাম। সেই সময়কার অসাধারণ স্মৃতিমালা এখনও আমার স্মৃতিকোঠায় ধরে রেখেছি। আমার এবং আমার পরিবারের নিকটতম বন্ধুদের মাঝে আহমদীয়া জামা'তের বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। আহমদীরা এই দেশ এবং এর সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামাজিক সফলতার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশে রাজত্ব করে তখন সেই রাজত্বের অনেক সুপরিচিত নাগরিক এবং সামরিক কর্মকর্তা আহমদীয়া জামা'তের সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইতালিতেও কূটনৈতিক হিসেবে কাজ করেছি। আমি ইতালিতে ট্রিস্ট-এ অবস্থিত তৃতীয় বিশ্বের জন্য নির্মিত আন্তর্জাতিক সাইন্স একাডেমির সাথে পরিচিত হই, যার ভিত্তি রেখেছিলেন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম। তিনি যে কোন মুসলিম দেশের জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলেন, যখন এই নোবেল পুরস্কারের কথা ছড়িয়ে পড়ে তখন পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে এটি অনেক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তাকে অনেক সম্মান জানানো হয়, কিন্তু খুব দ্রুত যখন এ কথা জানা যায় যে, তিনি একজন আহমদী তখন সকল প্রশংসা ও প্রচার থেমে যায়। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৬ সনে যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং তাকে পাকিস্তানে পাঞ্জাবের রাবওয়া শহরে সমাহিত করা হয়, তখন একটি লজ্জাজনক কথা হল তার নামফলক থেকে মুসলমান শব্দটি মুছে দেয়া হয়। যাহোক তিনি (পাকিস্তানে সংঘটিত হওয়া) সমস্ত অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন।

আজকাল তো ইতিহাসের পুস্তকাবলীতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে, শিশুদের মনমস্তিষ্ক থেকে প্রকৃত ইতিহাসকে মুছে দেয়া হচ্ছে। আমরা কিছু বলি বা না বলি, পৃথিবীর শিক্ষিত শ্রেণি স্বয়ং জানে যে, আহমদীয়া জামা'ত পাকিস্তানের কী কী সেবা করেছে আর এখন আহমদীদের সাথে সেখানে কী ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিল তারাই আজ এর তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা সাজার চেষ্টা করছে। যাহোক প্রতিটি পাকিস্তানী আহমদী দেশের প্রতি বিশ্বস্ত আছে, বিশ্বস্ত ছিল এবং বিশ্বস্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আমরা আশা করি বিরোধীদের এই অপচেষ্টা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে এবং এখনও তা রয়েছে। তারা যতটা অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের ধারণা অনুযায়ী তো এতদিনে জামা'ত তাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা (জামা'তকে) আগলে রেখেছেন।

যাহোক রিপোর্ট প্রদান করতে গিয়ে এসব ঘটনা, যা আমি শুনালাম, যেমনটি আমি বলেছি, এগুলো হল সেই রিপোর্টের একটি অংশ যা জলসার দ্বিতীয় দিন তুলে ধরা হয়। এ বছর যেহেতু জলসা হচ্ছে না, আমি ভেবেছিলাম দুই কিস্তিতে আমি তা বর্ণনা করব। অতএব অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে যে, রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় ছোট্ট পরিসরে জনসমাগমের ব্যবস্থা করে জলসার আদলে বাকি অংশও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এখানে হলরুমে আমি বর্ণনা করব। আর সেখান থেকে এমটিএ-র মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীরা তা শুনতে পারবে। এছাড়া এতে সেসব কৃপারাজিরও উল্লেখ করা হবে যা সারা বছর জুড়ে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

যাহোক এই রিপোর্ট থেকেও আমাকে অনেক ঘটনা এবং কথা বাদ দিতে হয়েছে। বাকি অংশ ইনশাআল্লাহ্ রবিবার উপস্থাপন করব।

*(বাংলা ডেস্ক কর্তৃক অনুদিত)*

## "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **প্রকাশক**, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

# সুদ-ব্যবস্থা বনাম ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান

## *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তফসীরে কবীরের আলোকে*

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন:

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থ: যারা সুদ খায় তারা সেভাবেই দাঁড়ায় যেভাবে সে ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। এর কারণ হল, তারা বলে, 'ব্যবসা-বাণিজ্য সুদেরই মত'। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাবাণিজ্যকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন অবৈধ। সুতরাং যার কাছে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসে যায় এবং সে বিরত হয় সেক্ষেত্রে অতীতে যা (লেনদেন) সে করেছে তা তারই থাকবে এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে। আর যারা পুনরায় এ (কাজ)-টি করবে তারা নিশ্চয় আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে সুদখোর মানুষ এবং সুদখোর জাতির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনিষ্টের বা অপকারিতার উল্লেখ করেছেন। যার ফলে, ধনী-গরীবের মাঝে কেবল বিশাল ব্যবধানই সৃষ্টি হয় না বরং জাগতিক শান্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়।

স্মরণ রাখা উচিত, এ স্থলে 'রিবা' শব্দের মাঝে সব ধরনের সুদ অন্তর্ভুক্ত। এতে ব্যাংক-কে পৃথক রাখা হয় নি। অতএব, ব্যাংক থেকেই সুদ নেয়া হোক বা ডাকবিভাগ ও সমবায় সমিতি কিংবা কোন ব্যক্তির কাছ থেকেই সুদ নেয়া হোক– সব ক্ষেত্রেই এই সুদ ভোগ করা অবৈধ বা হারাম। কিন্তু পরিতাপ, এ যুগে মুসলমানরা পশ্চিমা জাতিগুলোর ভয়ে ভীত হয়ে সুদের অদ্ভুত সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করে দিয়েছে। কিছু লোক বলে, একশ' টাকা দিয়ে দুইশ' টাকা নেয়া- এ ধরণের সুদ ইসলামে নিষেধ। তবে, সামান্য সুদ গ্রহণ বা ভোগ করা নিষেধ নয় কেননা, এটি সুদ নয় বরং মুনাফা বা লভ্যাংশ। এ ধরনের লোকদের উদাহরণ সেই কাশমিরী ব্যক্তির ন্যায়, যাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার কি কোন পুত্র-সন্তান আছে? সে উত্তরে বলল, না। কিন্তু যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন চার-চারটি পুত্র-সন্তান তার লম্বা জুব্বার নিচ থেকে বেরিয়ে এল। প্রশ্নকারী তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি না বলেছিলে, তোমার কোন পুত্র নেই, তাহলে এই চার সন্তান কার? সে উত্তরে বলল, চার-পাঁচটি সন্তানকে আবার সন্তান বলে নাকি? (অর্থাৎ দেড়-দু' ডজনের কম সন্তানকে তারা সন্তানই মনে করে না- অনুবাদক) ঠিক একইভাবে এসব লোকেরাও বলে, পাঁচ শতাংশ বা সাত শতাংশ সুদ কোন সুদ হল নাকি! একশ' শতাংশ সুদ হলে পরেই সেটিকে সুদ বলা যায়।

অমুসলিমদের কাছ থেকে সুদ নেয়া বৈধ- এই ফতোয়া দিয়ে অপর কিছু লোক সুদ বৈধকরণের পথ বের করে নিয়েছে। অনেকে আবার এই ফতোয়াও দিয়েছে, অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসরত মুসলমানদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করা বৈধ। এমনকি এটিও বলা হয়েছে, অনেক বড় অংকের সুদকেই মূলত সুদ বলে– কিন্তু এই অংকটি আসলে যে কত তা নির্দিষ্ট করা হয় নি। এক কথায়, সুদ গ্রহণে কারো জন্যই এমতাবস্থায় আর কোন বাধা রইল না, সবার জন্য সুদ গ্রহণ বৈধ হয়ে গেল। অথচ মহানবী (সা.) সুদকে এমন লানত আখ্যা দিয়েছেন যে, একবার তিনি (সা.) বলেছেন, সুদগ্রহীতা, সুদদাতা এবং এর সাক্ষ্যদানকারী সবাই জাহান্নামে যাবে।

আসলে, সুদ নিষিদ্ধকরণ ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষাসমূহের অন্যতম। কেবল কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হবে আর অন্যরা অভুক্ত মারা যাবে- ইসলাম এটি চায় না। বরং ইসলাম চায়, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের প্রতিযোগিতায় সবাই যেন সমভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং সমাজ যেন সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এজন্য সব ধরনের সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা আবশ্যক। কেননা, সুদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি বা অপকারিতা হল, সম্পদশালী ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে ক্রমশ সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা নিজ করায়ত্বে নিয়ে নেয় আর অন্যরা তাদের করুনা ও দয়ার পাত্রে পরিণত হয়। অতএব, এ যুগে সুদ-ই হল সেই ব্যবস্থাপনা যা গুটিকতক মানুষের হাতে সকল সম্পদ কুক্ষিগত করে দিয়েছে। ফলে, ধনী-দরিদ্রের মাঝে এক বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে।

## সুদের প্রকারভেদ

প্রকৃতপক্ষে, গভীরভাবে দেখলে বুঝা যায়, সুদ মূলত দু' ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সম্পদশালী এক ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে মূলধন নিয়ে তাদেরকে যে সুদ প্রদান করে। যেমনটি পেশাগত ব্যবসায়ী বা ব্যাংকগুলো করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সেই সুদ যা একজন দরিদ্র ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এর বিপরীতে প্রদান করে। ইসলাম এই উভয় সুদকে নিষিদ্ধ করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং

সম্পত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পদশালীর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাদেরকে যে সুদ প্রদান করা হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দারিদ্রে অতিষ্ঠ হয়ে কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নেয়ার পর তাকে যে সুদ প্রদান করে- ইসলাম এই উভয় ক্ষেত্রেই সুদকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম এমন সুদ প্রদান করাকেই কেবল অবৈধ আখ্যা দেয় নি বরং সুদ গ্রহণ করতেও বারণ করেছে। আর কেবল সুদ গ্রহণ করাকেই বারণ করে নি, বরং এর সাক্ষ্যদাতা ও এই চুক্তিপত্র প্রস্তুতকারীকেও অপরাধী আখ্যা দিয়েছে।

ব্যবসায়ীদের সুদ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে, ধরুন, তার কাছে দশ হাজার টাকা আছে আর এটি বৃদ্ধি করে সে এর দ্বারা দশ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারে। সে যদি বিভিন্ন ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়ে এটিকে বৃদ্ধি না করে তাহলে কী করবে? এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা সহজেই তাকে বলতে পারি, সে ধৈর্যধারণ করবে, দশ হাজার টাকাই তার জন্য যথেষ্ট, এটি দিয়েই তাকে জীবনযাপন করে যেতে হবে। কিন্তু যখন প্রশ্ন ওঠে দরিদ্র ব্যক্তির, সে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, তার ফসলও হয় নি, কোন শস্য তার ঘরে ওঠে নি, বৃষ্টিও যথাসময়ে হয় নি। এমন পরিস্থিতিতে তার জমির জন্য অর্থ চেয়েও সুদ ছাড়া সে কারও কাছ থেকে টাকাও পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সে কী করবে? এখন সে যদি গরু না কিনে তাহলে কৃষিকাজ কীভাবে করবে? অথবা, উন্নতমানের বীজ সংগ্রহ না করলে সে এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাই বা কী খাবে? তাই, একটিই উপায় আছে তা হল, অর্থ ঋণ নেয়া। কিন্তু সমস্যা হল, মানুষ যদি তাকে সুদ ছাড়া ঋণ না দেয় তাহলে সে কী করবে? যখন এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তখন এর উত্তর দেয়া কিছুটা দুষ্কর হয়ে পড়ে আর মূলত এই সুদের প্রশ্নে-ই, এমন অবস্থা ও বর্ণনা শুনার পর তাকে কী উত্তর দিবে মানুষ তা ভেবে পায় না। ধনী ব্যক্তিকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিতে পারি, তুমি সুদ-ভিত্তিক বিনিয়োগে টাকা খাটাবে না। তোমার কাছে যদি দশ হাজার টাকা থাকে তাহলে তা দিয়েই জীবনযাপন কর। কিন্তু একজন হতদরিদ্র ব্যক্তিকে 'তুমি এ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাক'– একথা আমরা কীভাবে বলতে পারি? তাকে কেবল একটিই উত্তর দেয়া যেতে পারে, আর তা হল, তুমি অভুক্ত থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নাও। কিন্তু এই উত্তর আমাদের হৃদয় প্রশান্ত করার মত কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর নয়, প্রশ্নকারীকে আশ্বস্ত করার মতও নয়। তাই, আমাদের দেখা উচিত, ইসলাম এর কী সমাধান দিয়েছে? এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি ইসলামের শিক্ষায় গভীরভাবে অভিনিবেশ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব, একশ্রেণীর দরিদ্র মানুষ আছে যাদের কাছে নগদ টাকা থাকে না ঠিকই, কিন্তু তার সহায়-সম্পত্তি বিদ্যমান। এহেন পরিস্থিতিতে তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে সে অর্থ তথা মূলধন গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এমন দরিদ্র শ্রেণীর লোকও আছে যার কাছে বন্ধক দেয়ার মত সম্পদও নেই বা থেকে থাকলেও তা এমন, যদি সে এই সম্পদ বন্ধক রাখে তাহলে তার সকল ব্যবসা-বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যাবে। ধরুন, একজন কৃষক যদি তার কৃষিজমি বন্ধক রাখে তাহলে সে কৃষিকাজ কোথায় করবে? নিজ বাড়ির ছাদ বা উঠানে সে তা করতে পারবে না। ইসলাম এর যে সমাধান উপস্থাপন করে তা হল, একদিকে ইসলাম ধনীদের সম্পদে কর আরোপ করে যার মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা যাবে এবং অপরদিকে ইসলামের শিক্ষা হল, যদি করের মাধ্যমেও গরীবের প্রয়োজন মেটানো না যায় তাহলে সেই ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী তাকে কারযায়ে হাসানা বা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবে এবং **ফা-নাযেরাতুন ইলা মায়সারাহ্** বিধান অনুযায়ী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঋণ ফেরত দেয়ার অবকাশ দিবে যেন দরিদ্র ব্যক্তি প্রশান্তচিত্তে নিজের অবস্থা শুধরে নিতে পারে। এটি এমন একটি পন্থা যাতে কারো কাছ থেকে তার সুদে টাকা নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না আর তার চাহিদাও পূর্ণ হয়ে যায়।

## বর্তমান যুগে সুদ ছাড়া চলা কি সম্ভব?

যারা বলে, বর্তমান যুগে সুদ ছাড়া উন্নতি করা সম্ভব নয় তারা মিথ্যা বলে। সাহাবীদের যুগে যখন একেকজন সাহাবী কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন তখন কি তাদের মাঝে সুদ-ভিত্তিক ব্যবসা প্রচলিত ছিল? না, তারা সুদকে নির্ঘাত হারাম জ্ঞান করতেন। তাই, সুদ ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে না- একথা একেবারে ভুল।

ইসলাম একদিকে যেমন সুদকে হারাম আখ্যা দিয়েছে, অপরদিকে যাকাত এবং উত্তরাধিকার বণ্টন-রীতিও প্রবর্তন করেছে। এর ফলে সম্পদ কোন বিশেষ পরিবারে কুক্ষিগত থাকে না বরং যে পরিশ্রম করবে সে-ই সম্পদশালী হতে পারে। আর এর ফলে দরিদ্রদের উন্নতির পথে কোন প্রতিবন্ধতা থাকে না। মোটকথা, সুদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি বিষয় আর ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ এতই অপছন্দনীয় যার কারণে, ইসলাম কোন ব্যক্তির সুদ গ্রহণ করাকে আল্লাহ তা'লার সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর আখ্যা দেয়। বলতে গেলে, এটিকে বিদ্রোহ করার মত একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। একইভাবে, সুদগ্রহীতাদের বিষয়ে ইসলাম বলে, তোমরা যদি এ থেকে বিরত না হও তাহলে আল্লাহ তা'লার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কেননা, তোমরা তার অবাধ্যতা করেছ।

## সুদের প্রয়োজন ও ইসলামী সমাধান

প্রশ্ন করা হয়, সুদ যদি হারামই হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান যুগে ইসলামের এ শিক্ষায় কীভাবে আমল করা সম্ভব? স্মরণ রাখা উচিত, ধর্ম একটি ব্যবস্থাপনার নাম। আর যে কোন ব্যবস্থাপনা কেবল তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা পূর্ণরূপে বলবৎ ও কার্যকর করা হয়। এর অসম্পূর্ণ প্রয়োগ পূর্ণাঙ্গীন ফলাফল বয়ে আনে না। যেমন, বর্তমান যুগে কাউকে সুদের বিপক্ষে কিছু বলা হলে সে বলে, সুদ ছাড়া তো চলাই সম্ভব নয়। এ বক্তব্যে, সমসাময়িক সমাজের চরম অবক্ষয়ের কারণেই যে মানুষ সুদ নিতে বাধ্য– এ কথা বুঝানো তার উদ্দেশ্য নয় বরং তার কথার অর্থ, সুদই বিপদের একমাত্র বন্ধু। অথচ, প্রকৃত বাস্তবতা হল, সুদ মানুষের বিপদের বন্ধু নয় বরং এটি একটি ব্যাধি যা মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে। তবে, ইসলামে এর সমাধান বা চিকিৎসা রয়েছে। কিন্তু এই চিকিৎসা বা সমাধান একটি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাপনা পূর্ণরূপে বলবৎ না হবে ততক্ষণ এটি পূর্ণাঙ্গীন ফলাফল বয়ে আনবে না। যেমন, কোন ঘরের চতুষ্পার্শের

প্রাচীর, ছাদ এবং দরজা-জানালা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন না হবে সেই ঘর নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে সুদের আর প্রয়োজনই থাকে না আর সুদের অনিষ্ট বা অপকারিতা থেকেও পৃথিবী নিষ্কৃতি লাভ করে। নিম্নবর্ণিত কয়েকটি পরিস্থিতিতে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়:

১. দরিদ্র মানুষ নিজের জীবনধারণের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে।
২. ব্যবসায়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক বা কৃষক নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বিস্তারের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে।
৩. বিপদগ্রস্ত কোন সম্পদের মালিক যার কাছে নগদ অর্থ নেই, অনাকাঙ্ক্ষিত কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ঋণ নিয়ে থাকে।

(১) প্রথম পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট, এমন দরিদ্র মানুষ যে আট টাকা উপার্জন করতে পারে না সে সুদে ৮ টাকা নিয়ে ৯ টাকা কীভাবে পরিশোধ করবে? কৃষকদের বর্তমান দুরবস্থা তাদের অজ্ঞতারই প্রমাণ বহন করছে। একজন মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় মারা চরম অন্যায়। একজন এমনিতেই মৃতবৎ তার ওপর আরো বোঝা চাপানো কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? অবশেষে, এ অন্যায়ের ফলে আরেকটি অন্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। অর্থাৎ যখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে যায় তখন সে ঋণ গ্রহণের পুরো বিষয়টিকেই অস্বীকার করে বসে।

(২) দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা কৃষক নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাড়ানোর জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কৃষকের ক্ষেত্রে সম্পদের উন্নতির জন্য যদি ঋণ নিতে হয় তাহলে **ইসলাম এক্ষেত্রে বন্ধক-ব্যবস্থাকে বৈধ রেখেছে। এর মাধ্যমে ইসলাম একদিকে মানুষকে নিজ সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত করছে** আর অপর দিকে বৈধ চাহিদা পূরণের পথও উন্মুক্ত রাখছে। একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকের ক্ষেত্রে **ইসলাম অংশিদারিত্বের পথ উন্মুক্ত রেখেছে।** ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য তাকে সুদের অনুমতি প্রদান করলে সে যদি নিজ ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যর্থ হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, অন্যদের পুঁজি বিনষ্ট হল। অপরদিকে তার সাফল্য লাভের অর্থ দাঁড়াবে, অগাধ সম্পদ এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হওয়া- যা সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য উভয়েরই পরিপন্থি।

(৩) উল্লিখিত তৃতীয় পরিস্থিতিতে সুদকে বাহ্যত কিছুটা বৈধ আখ্যা দেয়া যেতে পারে– কেননা, প্রথমোক্ত পরিস্থিতিতে যে আপত্তি উত্থাপিত হত এক্ষেত্রে তার সুযোগ নেই। অর্থাৎ সে কোথা থেকে অর্থ পরিশোধ করবে- এই আপত্তি ওঠে না। তেমনিভাবে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে যে আপত্তি উত্থাপিত হয় তা-ও এক্ষেত্রে ওঠে না, অর্থাৎ পুরো বিশ্বের সকল সম্পদ স্বীয় বুদ্ধিমত্তার বলে নিজের কুক্ষিগত করে ফেলার অবৈধ চর্চার প্রশ্নও ওঠে না। কেননা, এক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি ঋণ নিচ্ছে যার কাছে সম্পত্তি আছে বা উপার্জনের সক্ষমতা রয়েছে কিন্তু এক অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে তাকে একসাথে এত অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে যা তার হাতে সঞ্চিত নেই। বাহ্যত দৃষ্টিতে বিবেক বলে, এ ব্যক্তির সুদে ঋণ গ্রহণের অনুমতি থাকা উচিত। বাহ্যত দৃষ্টিতে তাকে সুদে টাকা ঋণ দেয়াও অন্যায় হবে না কারণ, এই ব্যক্তি সম্পদশালী এবং মানুষের টাকা নিয়ে সে খেলাও করবে না। কেননা, তার কাছে সম্পত্তি আছে অথবা সে চাকুরিজীবি তাই এটি তার ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নিশ্চয়তা বিধান করে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন ব্যক্তির জন্য সুদে টাকা গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া বেশি ভাল নাকি এমন ব্যক্তির জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা ভাল? এই ব্যক্তি যদি সুদের অনুমতি পেয়ে যায় সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পূর্বোল্লিখিত দুই শ্রেণীর লোক এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিজেদের জন্য সুদ গ্রহণের সপক্ষে বৈধতার ফতোয়া দিবে। আর এই অভিশাপ পৃথিবীতে আগের মতই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতএব, নিশ্চয়ই এই তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বিকল্প কোন পথ বের করাই শ্রেয় হবে।

## সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে ইসলামী নীতি

ইসলাম এ সমস্ত বিষয় দৃষ্টিপটে রেখে একটি সার্বজনিন শিক্ষা দিয়েছে। চারটি অনুচ্ছেদের আওতায় এই ইসলামী শিক্ষার সারাংশ টানা যায়–

১। প্রত্যেকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা নিশ্চিত করা।

২। একক ব্যক্তির হাতে অগাধ সম্পদ কুক্ষিগত হতে না দেয়া।

৩। অগাধ টাকা-পয়সা কারো কাছে সঞ্চিত থাকতে না দেয়া, বরং সবার কল্যাণার্থে এটি বিভিন্ন মানুষের হাতে (মূলধন হিসেবে) আবর্তিত করার ব্যবস্থা করা।

৪। যার ক্ষেত্রে বৈধ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তার চাহিদা পূর্ণ করাকে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা।

**ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-১:**

প্রথম অনুচ্ছেদের আওতায় ইসলাম সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতি নিশ্চিত করার নিমিত্তে রাষ্ট্রকে আদেশ প্রদান করে। এ জন্য এটি যাকাত ও বিবিধ কর-ব্যবস্থাপনা চালু করেছে এবং নিজ অনুসারীদের জন্য দান-খয়রাতকে আবশ্যক ঘোষণা করেছে।

**ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-২:**

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের আওতায় ইসলাম সুদ-ভিত্তিক ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছে। কেননা অগাধ সম্পদ কেবল সুদে টাকা নেয়ার কারণেই কুক্ষিগত হয়ে থাকে আর এভাবে মানুষ অন্যদের টাকা দিয়ে এক প্রকার জুয়া খেলে। সাফল্য লাভ করলে সে কোটিপতি বনে যায় আর ব্যর্থ হলে সে ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হয় না বরং সে অন্যদের টাকার ভরাডুবি ঘটায়। এক্ষেত্রে পাওনাদাররা সর্বোচ্চ তাকে জেলে দিতে পারে (কিন্তু সম্পদ উদ্ধার করতে পারে না)।

উক্ত অনুচ্ছেদেরই আওতায় ইসলাম পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের আদেশ দিয়েছে। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদকে তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করাকে আবশ্যক করা হয়েছে। কারও জন্য তার একক কোন সন্তানকে উত্তরাধিকারী বানানো বৈধ নয়। যাতে করে তার অর্জিত সম্পদে বংশের কেবল একাংশই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারে।

**ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-৩:**

তৃতীয় অনুচ্ছেদে ইসলাম পরিত্যাক্ত সম্পত্তির বণ্টন ও যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে আর সুদকে নিষিদ্ধ করেছে।

**ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-৪:**

চতুর্থ অনুচ্ছেদের আওতায় ইসলাম যাকাত, দান-খয়রাতের ব্যবস্থাপনা এবং বন্ধক রেখে মূলধন সরবরাহ বা ব্যবসায়িক অংশিদারিত্বের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে।

মোটকথা, উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গীন ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব করেছে। এই পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা বিশ্বে সামগ্রীকভাবে প্রয়োগ করার পরও যদি কোন খুঁত থেকে যায় সেক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের বিষয়ে আপত্তি করা যেতে পারে। তা না হলে, একদিকে পশ্চিমা বিধিবিধান প্রচলিত রেখে অন্যদিকে সুদ বিষয়ে ইসলামী সমাধান নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

## সুদের ভয়াবহ পরিণাম

**ইয়াতাখাব্বাতুহুশ শায়তানু মিনাল মাস-** এখানে 'মাস্' শব্দের অর্থ হল, উন্মাদনা। আর উন্মাদনার ফলে মানুষের চালচলনে উদভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং সে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং এর অর্থ হল, তাদের (সুদখোরদের) কাজকর্ম উন্মাদ-উদভ্রান্ত লোকদের মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এদের মাঝে যেমন গাম্ভির্যের অভাব, তড়িঘড়ি করার প্রবণতা ও ঔদাসীন্য দেখা দেয়- একই অবস্থা সুদখোরদের বেলায়ও ঘটে।

সুদখোরদের কাজকর্মেও অযথা তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও সতর্কতা থাকে না। সাধারণত দেখা যায়, সুদ ভিত্তিক ব্যবসায়ীরা এমন সব নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে থাকে যার ফলে কোন্দলের সৃষ্টি হয় আর এতে তাদের অর্থ ব্যয় হয়। কোন উন্মাদ যেমন পরিণাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না তেমনিভাবে সুদ-ব্যবসায়ীরাও ক্রমাগতভাবে সুদে অর্থ লগ্নি করতে থাকে কিন্তু এর পরিণাম কী হবে তা ভেবে দেখে না। তাদের মাথায় কেবল একটাই চিন্তা থাকে, কখন কোথায় নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে আর কখন মানুষ আমাদের কাছ থেকে সুদে অর্থ ঋণ নিবে। আর এ প্রক্রিয়ায় আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, সুদ-ব্যবস্থার কারণে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও নিজেদের সামর্থের বাইরে গিয়ে সুদে ঋণ নেয়ার সাহস পায়। পরিণাম ভুলে গিয়ে তারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে ওঠে। অথচ, বাস্তবতা হল, এমন দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহ জাতির পর জাতিকে ধ্বংস করে ফেলে। এতে লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা এবং কোটি কোটি শিশু এতীম হয়ে যায়। এমন যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ সন্তান ও লক্ষ লক্ষ পিতাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। কেবল সুদের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মান বা অবস্থান বজায় থাকলেই এসব যুদ্ধ অব্যহত রাখা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দৈনিক সাত কোটি টাকা কেবল ইংরেজ সরকারের ব্যয় হত আর এর সমপরিমাণ, বরং এর চেয়েও বেশি ব্যয় হত জার্মানির। যদি সুদের পথ উন্মুক্ত না থাকত তাহলে জার্মানি এক বছরও এই ব্যয় নির্বাহ করতে পারত না। আর তার সব রসদ-ভাণ্ডার স্বল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেত। জার্মানি কী করেছে? সুদের মাধ্যমে অর্থ যোগান নিয়ে কয়েক বছর পর্যন্ত যুদ্ধব্যয় নির্বাহ করেছে। বলতে গেলে যুদ্ধের সূচনাও সুদের কারণেই হয়েছিল। জার্মানির বিপক্ষে মিত্রবাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছে- একথা ঠিক, কিন্তু জার্মানিকে যুদ্ধে জড়াতে কিসে সাহস যুগিয়েছে? এ সুদই সাহস যুগিয়েছে। জার্মানি জানত, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমি সুদের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী অর্থের যোগান পাব আর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারব। সুদের পথ যদি বন্ধ থাকত তাহলে এত বড় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার চিন্তাও সে করতে পারত না। আর যদি জার্মান নাগরিকদের ওপর সরাসরি কর আরোপ করা হত, তাহলে তারা এক বছরও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সুযোগ পেত না। কিছুদিনের মধ্যেই দেশে হট্টগোল শুরু হয়ে যেত। জনগণ বলত, আমরা এত বড় বোঝা বহন করতে পারব না। কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে মানুষের ওপর বাস্তব নিরিখে যে বোঝা চাপছিল সুদে অর্থ নিয়ে মানুষকে সেই বোঝার বিষয়ে উদাসীন রাখা হয়েছে। অতএব, যুদ্ধের একটি বড় কারণ হল, সুদ। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের বিধিবিধানের পর কুরআন শরীফে সুদের উল্লেখ করেছেন, কেননা যুদ্ধের সাথে সুদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

এরপর বলেন, **যালিকা বিআন্নাহুম কালু ইন্নামাল বায়উ মিসলুর রিবা-** এদের সুদ খাওয়ার কারণ হল, তারা বলে, এটিও একটি ব্যবসা। আল্লাহ্ তা'লা এর খণ্ডন করে বলেন, **ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বায়আ ওয়া হাররামার রিবা**। তোমাদের চোখে এ দু'টির মাঝে কোন পার্থক্য নেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এ দু'টিকে অভিন্ন আখ্যায়িত করেন নি বরং এর মাঝে ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এতদুভয়ের একটিকে বৈধ এবং অন্যটিকে অবৈধ আখ্যায়িত করা স্পষ্ট প্রমাণ করছে, এ দু'টি জিনিষ এক নয়। আর খোদা তা'লা যেহেতু একে নিষিদ্ধ করেছেন, নিঃসন্দেহে এতে কোন না কোন প্রজ্ঞা অবশ্যই থাকবে আর সেই প্রজ্ঞা তা-ই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃত কথা হল, ইসলাম যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মানুষের সাথে সদাচরণ এবং দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতির ওপর সেই সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রাখা হয়েছে। কিন্তু সুদ-ভিত্তিক বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা সদাচরণ ও সহমর্মিতা কী জিনিষ তা-ই জানে না। তারা কেবল অর্থ বৃদ্ধি করতেই জানে আর এটিই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। এতে যদি কাউকে শ্বাসরুদ্ধ করতে হয় তাতেও কিছু যায় আসে না। সুতরাং এতে যেহেতু মানুষের সাথে সদাচরণ করার এবং গরীবদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত হয়– এ কারণে ইসলাম সুদকে পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাসা-বাড়ী বা দোকান ভাড়া দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। ভাড়া এ কারণে নেয়া হয় কেননা ঘর বা দোকান ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর এর মেরামতের জন্য ঘরের মালিকের কাছে কিছু না কিছু টাকা থাকাও প্রয়োজন। তেমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কেননা ব্যবসায় এক ব্যক্তি নিজ অর্থের সাথে অন্যের অর্থের বিনিময় করে। অতএব, ক্রয়বিক্রয় এবং সুদকে একই বিষয় আখ্যা দেয়া বোকামী।

এরপর বলেন, **ফামান জাআহু মাওয়েযাতুম মির্ রাব্বিহি ফানতাহা ফা-লাহু মা সালাফা ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ** আল্লাহ্ বলছেন, যার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন উপদেশবাণী পৌঁছে যায় আর সে তা শুনে অবাধ্যতা থেকে বিরত হয় তখন ঐশী বিধান হল, তার পূর্বেকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও

দুর্বলতা সম্পর্কে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব না। সুতরাং তোমরাও এমন লোকদের বিষয়টি খোদার হাতে ন্যস্ত কর এবং তাদের তওবাকে গ্রহণ করে নিও। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি তওবা করার পর পুনরায় সেই অপকর্মে লিপ্ত হলে এমন ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে।

এখানে **'উলাইকা আসহাবুন্ নার, হুম ফীহা খালেদূন'** বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষ বলে বেড়ায়, সুদ ও ক্রয় বিক্রয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তারা এটি দেখে না, এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য যদি না-ই থাকত এবং দু'টি একই বিষয় হত তাহলে খোদা তা'লা এগুলোর মাঝে একটিকে হালাল এবং অন্যটিকে হারাম কেন আখ্যায়িত করেছেন? এরপর এ থেকে বিরত হলে কেন ক্ষমা করছেন? আর ক্ষমা লাভের পর সে পুনরায় সুদ নিতে শুরু করলে তাকে শাস্তি কেন দিচ্ছেন? এ সব বিষয় সাব্যস্ত করছে, সুদ এবং ক্রয়বিক্রয় এক বিষয় নয়। সুদের পরিণাম নির্ঘাত আগুন– তা যুদ্ধের আকারেও প্রকাশিত হতে পারে কিংবা সামাজিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার আকারেও প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের পরিণাম তা নয়। এছাড়া সুদের এ ক্ষতি সাময়িক নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত এ অভিশাপ পৃথিবীতে বিরাজ করবে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার আগুনও ততদিন জ্বলতেই থাকবে। হুম ফীহা খালিদুন এদিকেই ইঙ্গিত করছে।

*[হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) রচিত তফসীরে কবীর, সূরা বাকারা, তফসীরাধীন আয়াত: ২৭৬]*

**ভাষান্তর:** *মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ওয়াকেফে জিন্দেগী, ঢাকা।*

## ব্যাংক-সুদের বিষয়ে

## হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর বক্তব্য ব্যবসায়ীদের জন্য দিক-নির্দেশনা

*হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে জনৈক মহিলার প্রেরিত ব্যাংক-সুদ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।*

***প্রশ্ন:*** *ছয় মাস বা বারো মাস মেয়াদী এফ. ডি. আর. বৈধ কি না।*

**উত্তর:** আপনি এফডিআর-এ টাকা রাখতে চান কেন? এতে কি টাকা বেশি নিরাপদ হয়ে যায়? এতে যদি টাকাটা অধিক নিরাপদ না হয়, তাহলে এর একটাই অর্থ দাঁড়ায় আর তা হল, আপনি এফডিআর-এ টাকা রেখে এর সুদ খেতে চান। কেননা এফডিআর-এ টাকা রাখলে বেশি সুদ পাওয়া যায়। বিষয়টি যদি এমন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এই সুদ আপনার প্রাপ্যই নয়। এর বিনিময়ে যে সুদই আপনি পাবেন, তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যয় করা হারাম। এই টাকা নিষিদ্ধ কেননা, কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা ব্যয় করতে পারে না। তাই প্রাপ্ত টাকা আপনার কোন কাজে লাগবে না। অতএব এটি আল্লাহ্‌কে ফেরত দিন। আল্লাহ্‌র সম্পদ আল্লাহকে ফিরিয়ে দিন। এ কারণেই ধর্ম-প্রচার ও প্রসার খাতে এই টাকা প্রদান করা বৈধ। কেননা সুদ লাভ করার উদ্দেশ্য ছাড়া যখন স্বাভাবিক নিয়মে টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে, যেখানে আপনাআপনি সুদ পাওয়া যায়। সঞ্চয়কারী ব্যক্তির জন্য এই সুদ হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্পদ নষ্ট করাও যেহেতু নিষেধ, আর ফেলে দেয়াটাও যেহেতু বৈধ নয় তাই হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ধর্ম সেবায় এটি ব্যবহার করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই যদি আপনি সুদ গ্রহণ করে থাকেন তাহলে বিনা কারণে আপনি কেন এফডিআর করতে যাচ্ছেন? যা আপনাআপনি পাওয়া যায়, সেটাই যথেষ্ট। এতে আপনার সংকল্প পুরোপুরি পবিত্র থাকবে। এক্ষেত্রে যা পাবেন, আল্লাহ্‌র পথে নির্দ্বিধায় দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, ব্যবসায়ীদের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। কেননা ব্যাংক থেকে গৃহীত মূলধনের সুদ পরিশোধের জন্য এটির প্রয়োজন হয়। হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেছেন, বর্তমান যুগে ব্যবসা ব্যবস্থা সুদভিত্তিক হবার কারণে ব্যবসায়ীরা এতে জড়িত না হয়ে পারে না। আর অপারগতার সময় যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, সে মুহূর্তে শুকর খাওয়াও বৈধ হয়ে যায়। তদ্রুপ জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে এই ব্যবস্থা থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখাও এক ধরনের আত্মহত্যার নামান্তর– যা ব্যাংক ব্যবস্থাপনার অধীনে চলছে। অতএব এ কাজ করা যাবে না। তাই কেবল ততটুকু জড়িত হওয়া বৈধ, যতটুকু জড়িত না হলেই নয়। এ বিষয়ে একটি পবিত্র নীতি তিনি বলেছেন, তোমরা যদি ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যবসায়িক ঋণ নিতে বাধ্য হও, সেক্ষেত্রে সেই ঋণের বিপরীতে যে সুদ প্রদেয়, তোমাদের সঞ্চয়কৃত টাকার বিপরীতে ব্যাংক তোমাদের যে সুদ প্রদান করে, তা দিয়ে তোমরা প্রদেয় সেই সুদ কর্তন করতে পার। এক্ষেত্রে একটি পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে প্রদানকৃত ও প্রদেয় সুদের হিসাব রাখা থাকবে। হিসাব শেষে যদি হাতে কোন উদ্বৃত্ত সুদ রয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য তা প্রদান করতে পার। নিজের জন্য কিছুই রাখবে না।

(এমটিএ'র উর্দূ মোলাকাত, বৈঠক ১৭, ১৬সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, প্রশ্ন নং ৮-এর উত্তর)

**ভাষান্তর:**
*মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ্।*

## 'সুদ' নব্য ক্রীতদাস-প্রথা

সুদ বাহ্যত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। সুদ বাহ্যত স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু হায়, অপরিণামদর্শী ত্বরাপরায়ণ মানুষ তা দেখতে পাচ্ছে না!

# কারবালার ঘটনা এবং এর প্রেক্ষাপট

**মওলানা সালেহ আহমদ,** মুরুব্বি সিলসিলাহ্

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

অর্থাৎ মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছিল। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করেছে)। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা এখনো অপেক্ষা করছে এবং তারা কখনো (নিজেদের সংকল্পের) কোন পরিবর্তন করে নাই। *(আল আহযাব: ২৪)*

হযরত আলী (রা.) ও আমীর মুয়াবিয়ার (রা.) মধ্যে এক দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছিল। এতে করে মুসলমানদের একটি দলের মনে হল, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় যে রক্তপাত হচ্ছে, অশান্তি, অরাজকতা, এবং মতানৈক্যের কারণে যে বিশৃঙ্খলা ও দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে এসবের দায় দায়িত্ব হযরত আলী (রা.), মুয়াবিয়া (রা.) ও আমার বিন আলআস (রা.)-এর উপর বর্তায়। সুতরাং এ তিনজনকে মেরে ফেলা হলে মুসলমানদের এ মহা বিপদ হতে মুক্তি দেয়া যাবে। এ চিন্তা ধারায়. বারক বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান বিন মুলজিম এবং আমর বিন বাকর এ তিন জনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী একই রাতে তিন জনের উপর গোপনে হামলা করা হয়। আব্দুর রহমান বিন মুলজিম হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করে। আমর বিন আল আস (রা.)-এর উপর আমর বিন বাকর হামলা করে। কিন্তু এই দিন আমর বিন আল আস (রা.)-এর পরিবর্তে অন্য কেউ নামায পড়ায় যার ফলে আমর বিন আল আস (রা.) বেঁচে যান এবং তার পরিবর্তে যিনি নামায পড়াচ্ছিলেন তিনি শহীদ হন। বারক বিন আব্দুল্লাহ আমীর মুয়াবিয়ার উপর হামলা করে। কিন্তু তিনি মারা যান নি বরং আহত হন। হামলাকারীদের হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের হত্যা করা হয়। আমীর মুয়াবিয়া চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেন। আমীর মুয়াবিয়া নিজের নিরাপত্তার জন্য সে দিনই 'মসজিদে মাকসূরা' (ছোট একটি গুম্বুযের মত হুযরা যেখানে মুসলমান বাদশা নামাযের সময় বসতো। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) বাদশাহর জন্য এরূপ হুযরারূপী মসজিদ সর্বপ্রথম বানান) বানায় এবং নিরাপত্তার জন্য রাতেও পাহাড়াদার নিযুক্ত করেন।

## হযরত হাসান (রা.)-এর খেলাফত হতে দায়মুক্তির ঘোষণা

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদত বরণের পর, মুয়াবিয়া (রা.)-এর অধিকৃত অঞ্চল সমূহ ছাড়া বাকী অঞ্চলের মুসলমানদের দৃষ্টি খেলফতের জন্য হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর প্রতি ছিল। হযরত ইমাম হাসান (রা.) পিতাকে দাফন করার পর কুফার জামে মসজিদে যান। মুসলমানরা বয়আতের জন্য হাত বাড়ালে তিনি (রা.) তাদের বয়আত নেন। এ সংবাদে আমীর মুয়াবিয়া (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর সাথে মুকাবেলা করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন কুরেয়যের নেতৃত্বে সেনাদল পাঠান। হযরত ইমাম হাসান (রা.) যখন এ সংবাদ পান তখন তিনি কুফা হতে মাদায়েন এর দিকে যাত্রা করেন। তিনি যখন 'সাবাত' নামক স্থানে পৌঁছান, তখন তিনি তার সেনাদলের মধ্যে দুর্বলতা, মতের অমিল লক্ষ্য করে সেখানেই অবস্থান করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দেন। তিনি (রা.) বলেন, "আমি কোন মুসলমানের জন্য আমার মনে কোন বিদ্বেষ পোষণ করি না। আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তাই তোমাদের জন্য পছন্দ করি। আমি তোমাদের সামনে একটি সিদ্ধান্ত রাখছি, আশাকরি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করবে না। তোমরা যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে অপছন্দ করছো তা তোমাদের চাওয়া দলাদলি ও মতোবিরোধের চাইতে অনেক উত্তম। আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে এবং যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছে। আমি তোমাদেরকে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুতে বাধ্য করবো না।"

## হযরত হাসান (রা.)-এর খেলাফত হতে দায়মুক্তির বিষয়ে শর্তাবলী

আব্দুল্লাহ বিন আমের অগ্রসর হয়ে হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে 'মাদায়েনে' ঘেরাও করে ফেলে। হযরত ইমাম হাসান (রা.) নিজের সঙ্গীদের দুর্বলতা ও যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার মনভাব বিশ্লেষণ

করে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ করবেন না এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করবেন। তিনি (রা.) আব্দুল্লাহ বিন আমের এর মাধ্যমে আমীর মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করার জন্য শর্তাবলী উপস্থাপন করেন। শর্তাবলী নিম্নরূপ ছিল।

১) কোন ইরাকীকে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে গ্রেফতার করা যাবে না। ২) বিনা ব্যতিক্রমে সবাইকে নিরাপত্তা দিতে হবে। ৩) 'আহওয়ায' ও 'ফারেস' অঞ্চলের 'খিরায' (কর) হাসান (রা.)-এর জন্য নিদৃষ্ট করে দিতে হবে। ৪) এ ছাড়াও হুসেয়ন (রা.)-কে দুই লাখ মূদ্রা বাৎসরিক দিতে হবে। ৫) তোহফা দেয়া ও দান করার ক্ষেত্রে বানু হাশেমকে, বানু আবদে শামশ (বানু উমাইয়া) এর উপর প্রধান্য দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমের এ শর্তাবলী আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। তিনি তা কোন সংশোধন বা সংযোজন ব্যতিরেকে মেনে নেন এবং পারিষদ বর্গের স্বাক্ষর নিয়ে তা হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর নিকট পঠিয়ে দেন।

## 'হাকামান আদালান' (মীমাংসা কারী ও ন্যায় বিচারক) হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সিদ্ধান্ত

হযরত মসীহে মাওউদ আলাইহিস সালাত ও সালাম বলেন, "আমার মতে হযরত হাসান (রা.) খেলাফত হতে দায়মুক্ত হয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন। কেননা ইতোপূর্বে অনেক রক্ত ঝড়েছে। তিনি পছন্দ করেন নাই যে, আরো রক্তপাত ঘটুক। এজন্য তিনি তার জীবিত থাকার অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। হযরত হাসান (রা.) এ কাজে শিয়াদের উপর আপত্তি উঠে তাই তারা হযরত হাসান (রা.)-এর উপর পুরাপুরি সন্তুষ্ট নয়। আমি তো দু'জনেরই প্রশংসা করি। আসল কথা হল, দু'জনই পৃথক পৃথক মনস্তাত্তিক শক্তি ও গুণের অধিকারী। হযরত ইমাম হাসান (রা.) পছন্দ করেন নাই যে, মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরো ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ুক। অন্যজন (আমীর মুয়াবিয়া রা.) শান্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কোন **'ফাসেক'** (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) ও ফাযের (পাপী) ব্যক্তির হাতে বয়আত করতে চান নাই কেননা এতে করে ধর্মে অনিষ্ট সাধন হয়। দু'জনেরই নিয়্যত পূণ্যের ছিল। **"ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত"** (কর্মের প্রতিফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল)। এটি পৃথক বিষয় যে, ইয়াযিদ দ্বারাও ইসলামের উন্নতি হয়েছে। এটা খোদা তা'লার ফযল। তিনি চাইলে এক পাপীর দ্বারাও উন্নতি করাতে পারেন। ইয়াযিদ এর ছেলে পূণ্যবান ছিল।" *(মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৯-৫৮০ পৃ)*

## হযরত হাসান (রা.)-এর ওফাত

সন্ধির পর, হযরত ইমাম হাসান (রা.) জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মদীনাতে নিরবতার সাথে কাটিয়ে দেন। পঞ্চাশ হিজরীতে তাঁর (রা.) স্ত্রী জা'দাহ বিনতে আশআশ কোন কারণে তাঁকে (রা.) বিষ দিয়ে দেয়। এ কারণে তিনি (রা.) মৃত্যু বরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর কবরের পাশে সমাহিত হবার প্রবল আকাঙ্খা হযরত হাসান (রা.)-এর মনে ছিল। এজন্য তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট তার হুযরাতে দাফন হবার জন্য আবেদন করেন। হযরত আয়েশা (রা.) খুশী মনে অনুমতি প্রদান করেন। মারওয়ান যখন এ সংবাদ পায় তখন সে আদেশ দেয় যে, হযরত হাসান (রা.)-কে কোন মতেই মহানবী (সা.)-এর মকবেরাতে দাফন হতে দেয়া যাবে না। কারণ এরা হযরত উসমান (রা.)-কে সেখানে দাফন করতে দেয় নাই। আর তারা হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে সেখানে দাফন করতে চায়? তা কোন মতেই হতে দেয়া যাবে না। হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) তার ভাই হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে তার মাতা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর কবরের পাশে সমাহিত করেন।

## ইয়াযিদকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমীর মুয়াবিয়ার (রা.)-এর ঘোষণা দেয়া

হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে বাহ্যিকভাবে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ বিদ্যমান ছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) তার (রা.) প্রতি অনেক যত্নবান ছিলেন। হযরত ইমাম হাসান (রা.) সন্ধি করার সময় হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-কে দেবার জন্য যে অংকের কথা লিখেছিলেন তা আমীর মুয়াবিয়া যথারীতি দিয়ে এসেছেন। বরং এ টাকার অংক ছাড়াও তোহফা প্রভৃতি পাঠাতেন। আমীর মুয়াবিয়া তার মৃত্যুর পর মুসলমানদেরকে গৃহ যুদ্ধ ও অশান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য, তাদের ও কেন্দ্রের একতার জন্য এবং রক্তপাত বন্ধের জন্য অন্যান্য সব বাধা বিপত্তিকে মাথায় না রেখে, ৫৬ হিজরীতে ইয়াযিদকে নিজের যুবরাজ বলে ঘোষণা দেন। এমনটি না করা ছাড়া আমীর মুয়াবিয়ার সামনে আর কোন উপায় ছিল না। এমনটি না করলে, আরও কয়েকজন বাদশাহর দাবী করে বসতো এবং মুসলমানদের মাঝে দলাদলির কারণে মারাত্মকভাবে রক্তপাত হতে আরম্ভ হত। সিরিয়ার অধিবাসীরা তো কখনোই হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) হাতে বয়আত করতো না।

হযরত মুসলেহে মাওউদ (রা.) লিখেন, "আমরা মুয়াবিয়াকে পাপী মনে করতে পারি না। কেননা সে সময় তিনি পরিস্থিতির শিকার হয়ে এমনটি করেছিলেন। কিন্তু আমরা ইয়াযিদকে এমনকি মুয়াবিয়াকেও খলীফা বলতে পারি না। হ্যাঁ তাদেরকে বাদশাহ বলতে পারি।" *(আনওয়ারুল উলূম, ১৫ খন্ড, ৫৫৬ পৃ)*

## ইয়াযিদের যুবরাজ হওয়াতে আকাবেরে সাহাবীদের অস্বীকৃতি

হেজাজের (মক্কা মদীনার অঞ্চল) অধিবাসীদের ইয়াযিদ এর বয়আত নেয়ার জন্য আমীর মুয়াবিয়া (রা.) মারওয়ানকে আদেশ দেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.), হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) এবং আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) ইয়াযিদের যুবরাজ হবার বিরোধীতা করেন। মারওয়ান এ বিষয়ে আমীর মুয়াবিয়াকে অবগত করে। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) স্বয়ং এসে মক্কা মদীনার অধিবাসীদের কাছে বয়আত নেয়ার জন্য বলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.), হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.), আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস ব্যতিরেকে বাকী সবাই বয়আত গ্রহণ করে। সাধারণ বয়আত গ্রহণের পর আমীর মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.), হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.), আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে নম্রতার সাথে বলেন, তোমাদের পাঁচ জন ছাড়া বাকী সবাই বয়আত করে নিয়েছে। তারা বললেন সাধারণ মুসলমানগণ বয়আত করে ফেললে আমাদের কোন আপত্তি নাই। এ উত্তর শুনার পর আমীর মুয়াবিয়া আর কোন উচ্চ বাচ্য করেন নাই।

## আমীর মুয়াবিয়ার ইয়াযিদকে ওসীয়্যত

৫৯ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রা.) মৃত্যু শয্যায় ছিলেন আর সে সময় তার বয়স ছিল ৭৮ বছর। মৃত্যুর পূর্বে আমীর মুয়াবিয়া ইয়াযিদকে ওসীয়্যত করে বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল খেলাফত। এতে হুসেয়ন বিন আলী (রা.), আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.) ছাড়া তোমার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নাই। তবে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। কারণ ইবাদত ও খোদাভীতি ছাড়া তার আর কোন কাজ নাই। এ জন্যে সাধারণ মুসলমানদের বয়আত নেয়ার পর তার পক্ষ হতে কোন আপত্তি হবে না। আব্দুর রহমান বিন আবি বকর (রা.) ব্যক্তিগতভাবে এত সাহস রাখে না। তার সঙ্গীরা যা করবে তিনি তাই করবেন। তবে হুসেয়ন বিন আলীর (রা.) পক্ষ হতে তোমার বিপদ হতে পারে। ইরাকীরা তাকে তোমার বিপক্ষে দাঁড় করাবে। এজন্যে যখন সে তোমার মুকাবেলায় আসবে এবং তুমি তাকে পরাস্ত করবে তখন তার সাথে ক্ষমার আচরণ করবে। কেননা সে আত্মীয় এবং মহানবী (সা.)-এর প্রিয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শৃগালের মত ধূর্ত এবং সিংহের ন্যায় আক্রমন করবে সে হল আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.)। সে যদি সন্ধি করে তবে সন্ধি করে ফেল। নতুবা তাকে কাবু করে ফেললে তাকে ছেড়ে দিও না।"

এরপর আমীর মুয়াবিয়া তার পরিবারবর্গকে ওসীয়্যত করে বলে, "খোদাকে ভয় করতে থেকো। কেননা খোদাকে যারা ভয় করে তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। যে খোদাকে ভয় করে না তার কোন সাহায্যকারী নাই।" এরপর তিনি তার অর্ধেক সম্পদ বায়তুল মালে জমা করতে বলেন। নিজের দাফন কাফনের সম্পর্কে বলেন, "আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি জামা দিয়েছিলেন যা আমি আজকের দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নখ এবং চুল একটি শিশিতে সংরক্ষণ করা আছে। আমাকে সেই জামার কাফন পড়িয়ে দিও এবং চুলগুলো আমার চোখে ও মুখে রেখে দিও। হয়তোবা খোদা তা'লা এসবের কারণে ও কল্যাণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।"

## আমীর মুয়াবিয়ার (রা.) মৃত্যু ও ইয়াযিদের ক্ষমতা গ্রহণ

আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ৬০ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। যিহাক তার নামাযে জানাযা পড়ান। দামিশকের মাটিতে তাকে দাফন করা হয়। তার রাজত্বকাল ১৯ বছর তিন মাসের ছিল। তার (রা.) মৃত্যুর পর ইয়াযিদ ক্ষমতার আসনে বসে। তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) ও আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.)-এর বয়আত গ্রহণ করানো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.)-এর কারণে হিজাজে অর্থাৎ মক্কা মদীনায় ইয়াযিদের বিরোধীতার আশঙ্কা ছিল এবং হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর কারণে ইরাকে বিদ্রোহ হবার বিপদ ছিল। এই দুই কারণে ইয়াযিদ তাদের বয়আত নেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। এটা তার অদূরদর্শিতা,অপিরণামদর্শিতা এবং অবিচক্ষণতামূলক সিদ্ধান্ত ছিল। এর পরিবর্তে সে যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং নম্রতার ব্যবহার করতো তবে সেসব বিভৎস ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটতো না যে কারণে কিয়ামতকাল পর্যন্ত ইয়াযিদ কলঙ্কিত হয়েছে। সে তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে মদীনাতে পত্র লিখে এবং এর সাথে একটি সংক্ষিপ্ত আদেশ লিখে পাঠায়। "হুসেয়ন (রা.), আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.)-কে আমার বয়আত নিতে বাধ্য করে। তাদের উপর বল প্রয়োগ করে যেন তারা আমার বয়আত গ্রহণ করে।" মদীনার গভর্নর, ওলিদ বিন উতবা বিন আবু সুফইয়ান এর ঘরে এ পত্র পাঠ করে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-কে শুনানো হয়। সে সময়ে মদীনার শাসক মারওয়ান ও উপস্থিত ছিল।

ইয়াযিদের পত্র শুনে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) বলেন, **"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাযিউন**। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এ বিপদে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করুন। আর আমার বয়আতের যে

বিষয়টি বলা হয়েছে, তা আমার মত ব্যক্তির নিভৃতে বয়আত করিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে না। বরং তোমরা যখন জনসমক্ষে এবিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে তখন তোমরা আমাকে বয়আত করার কথা বলো।" একথা শুনে ওলিদ বললো, ঠিক আছে। কিন্তু মারওয়ান বলে উঠলো, "ওলিদ তুমি এ কি করতে যাচ্ছো! হুসেয়ন (রা.) যদি এ সময়ে বয়আত না করে তোমার হাত থেকে চলে যায়, তবে জেনে রেখো, দু' পক্ষের মধ্যে অনেক রক্তপাত ঘটার পরই তুমি আরেকবার এ সুযোগ পাবে, এর আগে নয়। তাঁকে গ্রেফতার করাই তোমার জন্য উত্তম হবে। বয়আত গ্রহণ করা না পর্যন্ত সে যেন তোমার ঘর থেকে বের হতে না পারে। আর বয়আত না করলে তাঁকে হত্যা কর।" এ কথা শুনে ওলিদ বললো, 'আমি হুসেয়ন এর রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করবো না।"

ওয়ালিদের সাথে সাক্ষ্যাতের পর হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। তিনি এ বিপদ হতে বাঁচার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ইয়াযিদের বয়আত করতে তিনি (রা.) অন্তর হতে অপছন্দ করতেন। কেননা এটি রোম ও ইরানের সম্রাটের আনুগত্য করার মত মুসলমানদের মাঝে প্রথমবারের মত এক বংশের বয়আত করার ঘটনা ছিল। অপরদিকে তিনি সাধারন মুসলমানদের রায়ের বিরুদ্ধেও যেতে চান নাই। তৃতীয়ত ইরাকবাসীরা তাকে খলীফা বানাতে প্রস্তুত ছিল। এসময়টি মদীনা এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতির টানা পোড়েনের মধ্যে ছিল। কোথাও যদি শান্তি ছিল তবে তা ছিল কেবল মক্কায়।

## হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর মদীনা হতে মক্কার দিকে যাত্রা

হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) মদীনা ছেড়ে মক্কা যাওয়া স্থীর করলেন। এ সময়ে মুহাম্মদ বিন হানফিয়া তাকে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) মনযোগ দিয়ে তা শুনলেন এবং ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং মদীনা হতে যাত্রা করলেন। হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) সর্ব প্রথম মহানবী (সা.)-এর কবর যিয়ারত করলেন এর পর নিজ মাতার কবর যিয়ারত করেন। এর পর তিনি সাধারণ রাস্তা ধরে ৪ঠা শাবান তারিখে মক্কায় পৌঁছান। তিনি "শে'বে আবি তালিব" এ অবস্থান করেন। মক্কায় তার (রা.) আগমনের সংবাদ পেয়ে মুসলমানরা দলে দলে তার (রা.) সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে থাকে। হযরত আলী (রা.)-এর ভক্ত শিয়ারা শুরু হতেই আমীর মুয়াবিয়ার বিরোধীতা করে আসছিল। আমীর মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর 'শিয়াআনে আলী' [হযরত আলী (রা.)-এর ভক্তরা] খেলাফতের ধারাকে আহলে বায়তের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা আরম্ভ করে। কুফাবাসীরা বার বার পত্র দিয়ে তাঁকে তাদের কাছে আসতে বলে। কুফার নেতৃবর্গ মক্কায় এসে তাঁর (রা.) সাথে দেখা করে এবং তাড়াতাড়ি তাদের কাছে কুফাতে চলে আসতে বলে। তারা নিবেদন করে কুফার মসনদ আপনার জন্য খালি পড়ে আছে। আমাদের সবার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গকৃত। হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) তাদের ভালোবাসা এবং আবেগপূর্ণ কথা শুনে তাদের বললেন, আপনাদের এ ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞ। তবে আমি এখন যেতে পারছি না। আমি আগে আমার ভাই মুসলিম বিন আকীলকে সেখানে পাঠাবো।

## মুসলিম বিন আকীলের কুফা যাত্রা

এতসব আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ দেয়ার জন্য পাঠান। তিনি (রা.) কুফাবাসীকে পত্র লিখেন, "তোমাদের পত্র পেয়েছি এবং তোমাদের আশা আকাঙ্খার কথাও জানতে পেরেছি। আমি আমার ভাই মুসলিম বিন আকীলকে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠাচ্ছি। যেভাবে তোমরা লিখেছো এবং তোমাদের নেতারা বর্ণনা করেছে, তোমরা যদি আমার খেলাফতে সত্যিকার অর্থে সন্মতি প্রকাশ করে থাকো তবে মুসলিম সেখানকার অবস্থা বিশ্লেষন করে আমাকে সংবাদ দিবে। তবেই আমি তাৎক্ষণিকভাবে যাত্রা করবো।"

মুসলিম বিন আকীল দু'জন সঙ্গী নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। রাস্তা অত্যন্ত বিপদসংকুল ও ভয়ঙ্কর ছিল। পানির অভাবও রাস্তায় প্রচন্ডরূপে দেখা দেয়। এর ফলে মুসলিম বিন আকীলের দুই সঙ্গী পথিমধ্যে মারা যায়। এর পর মুসলিম একাই এ চিঠি নিয়ে কুফায় পৌঁছান এবং মুখতার বিন আবু উবেয়দ এর ঘরে অবস্থান করেন। তার আগমনের সংবাদে 'শিয়াআনে আলী' [হযরত আলী (রা.)-এর ভক্তরা] তার সাথে সাক্ষ্যাতের জন্য আসতে থাকে। এর ফলে কুফার অধিবাসীরা ইয়াযিদের বিরূদ্ধাচারণ করতে শুরু করে। কুফার শাসক নো'মান বিন বাশীরের কাছে তার আগমনের খবরা খবর পৌঁছায়। গুপ্তচররা সংবাদ দেয় যে মুসলিম বিন আকীল, হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) পক্ষে বয়আত নিচ্ছেন। নো'মান বিন বাশীর অত্যন্ত নেক প্রকৃতির, ধার্মিক এবং শান্তি প্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি কোন ধরণের কঠোরতা অবলম্বন না করে লোকদের ডেকে বললেন, "ফিতনা এবং মতবিরোধপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়ো না। এতে জান ও মাল দু'টিই ধ্বংস হবে। আমার বিপক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি না দাঁড়াবে আমি ততক্ষণ কেবল সন্দেহের বশবর্তি হয়ে তার বিপক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবো না।"

ইতিমধ্যে কুফার প্রায় আঠারো হাজার লোক হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর বয়আত করে। তাই মুসলিম বিন আকীল,

হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে লিখে পাঠান, অবস্থা ভালো ও অনুকূলে। আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসেন।

অপরদিকে ইয়াযিদ এর গুপ্তচররা মুসলিম বিন আকীলের আগমন ও তার কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদ, দামেশকে পাঠিয়ে দেয়। তারা জানায় যে সে লোকদের বিভ্রান্ত করছে। অখন্ডতা ও রাষ্ট্রের স্থীতি প্রিয় হলে এখনই একে নির্মূল করতে হবে। এ সংবাদ পাওয়ার পর ইয়াযিদ মিশরের শাসক আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদকে আদেশ করে যে, "কুফায় গিয়ে যেভাবে সম্ভব মুসলিমকে বের করে দাও নতুবা তাকে গ্রেফতার কর। সে যদি প্রতিরোধ করে তবে তাকে হত্যা কর।" এ আদেশ পেয়ে আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ কুফায় পৌঁছায়। সে প্রত্যেক মহল্লার প্রভাবশালীকে সেই মহল্লার দায়িত্ব অর্পন করে আদেশ দেয় যে, প্রত্যেকে নিজ মহল্লার 'খারযী' ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে তাকে যেন সত্তর দিয়ে দেয়। আর যে এ আদেশ পালনে সময় ক্ষেপণ করবে তাকে তার ঘরের দরজায় ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। এ অবস্থা দেখে মুসলিম বিন আকীল ঘাবরে যান। তিনি মুখতার এর ঘর ছেড়ে রাতের বেলা আহলে বায়তের এক সদস্য হানী বিন উরওয়াহর ঘরে চলে যান। তিনি তাকে মহিলা অংশে লুকিয়ে রাখেন। এখানেও 'শিয়াআনে আলী' গোপনে আসা যাওয়া করতে শুরু করে।

ইবনে যিয়াদ মুসলিম বিন আকীলের সন্ধানে ছিল। কিন্তু সে জানতে পারছিল না তিনি কোথায় আছেন। পরিশেষে ইবনে যিয়াদ তার দাস 'মা'কাল' কে, মুসলিমকে বের করার জন্য নিয়োজিত করে। মা'কাল এক দিন মসজিদে এক ব্যক্তিকে ক্রমাগত নামায পড়তে দেখে, মনে মনে ভাবলো, নিশ্চই এ ব্যক্তি হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর সমর্থক। সে তার কাছে যায় এবং বলে আমি একজন সিরীয় কৃতদাস। আল্লাহ্ তা'লা আমার মনে আহলে বায়তের ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। আমি তার ভক্ত। আমার কাছে তিন হাজার দিরহাম আছে। আমি শুনেছি এখানে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর কোন দূত এসেছেন। আমি এ দিরহামগুলো তোহফারূপে তাকে নযরানা দিতে চাই। সে ব্যক্তি মা'কালকে মুসলিম বিন আকীলের কাছে নিয়ে যায়। আর এভাবে ইবনে যিয়াদ মুসলিম কোথায় আছে তা জানতে পায়।

## হানী বিন উরওয়াহর নিহত হবার খবর

ইবনে যিয়াদ হানীকে ডেকে পাঠায়। তাকে বলে খোদার কসম মুসলিম না আসা পর্যন্ত আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দিব না। হানী উত্তর দিল তা হবে না। খোদার কসম আমি আমার মেহমান এবং যাদেরকে আমি আশ্রয় দিয়েছি, হত্যা করে ফেলার জন্য তোমার সোপর্দ করতে পারি না। এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ অস্থির হয়ে পড়ে। সে এত জোড়ে হানীকে বেত মারে যে, তাতে হানীর নাক ফেটে যায় এবং নাকের হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। সে তাকে একটি কক্ষে আটক করে রাখে। অপর দিকে শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, হানী বিন উরওয়াহকে হত্যা করা হয়েছে। এ শুনে মুসলিম বিন আকীল আঠারো হাজার লোক নিয়ে ইবনে যিয়াদের মহলে আক্রমন করে। সে সময় ইবনে যিয়াদের সাথে মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য ছিল। সে তার মহলের ফটক বন্ধ করিয়ে দেয় এবং সে তার লোকদের বলে, তোমরা যাও এবং মুসলিমের সঙ্গীদের ভয় দেখাও এবং তাদেরকে লোভ লালসা দাও যেন তারা মুসলিমের পক্ষ ত্যাগ করে। ইবনে যিয়াদ শহরের নেতাদের আদেশ করে, তোমরা তোমাদের ঘরের ছাদে উঠে ঘোষনা দাও, এ সময়ে যে এখানকার আমীর ইবনে যিয়াদের আনুগত্য করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা বিদ্রোহ করে তাদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়া হবে।

## কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা

কুফার নেতাদের ঘোষণা শুনে অনেকেই মুসলিম বিন আকীলের পক্ষ ত্যাগ করে। এমনকি মাত্র ত্রিশ জন লোক তার সাথে রয়ে গেল। পরিশেষে তারাও মুসলিমকে একা ছেড়ে চলে যায়। কুফাবাসীদের এ বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলিম বিন আকীল মুষড়ে পড়েন। নিরূপায় ও অসহায় হয়ে তিনি কুফার অলিতে গলিতে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে 'তাওয়া' নামী এক বৃদ্ধার ঘরের দরজায় পৌঁছান। মুসলিম তাকে বললো, আমি এ শহরে একজন বিদেশী। এখানে আমার আত্মীয় স্বজন নাই। এমতাবস্থায় আপনি আমার জন্য কি করতে পারেন। মহিলাটি বললো বিষয় কি? তিনি বললেন আমি মুসলিম বিন আকীল। কুফাবাসীরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বৃদ্ধা মহিলাটি খোদা ভীরু ছিলেন। মুসলিমের এ বেদনাদায়ক কথা শুনে তিনি তাকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখেন। তার ছেলে তার মাকে একটি বিশেষ অংশে বারবার আসা যাওয়া করতে দেখে, মার কাছে বিষয়টি জানতে চায়। মা তাকে সবকিছু বলে দেয়। ইবনে যিয়াদের ঘোষণার কারণে যে, যার ঘর থেকে মুসলিমকে পাওয়া যাবে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে, ছেলেটি ইবনে যিয়াদকে সংবাদ দেয়।

## মুসলিম বিন আকীলের শাহাদত

মুসলিমকে গ্রেফতার করার জন্য ইবনে যিয়াদ, 'মুহাম্মদ বিন আশআশ'কে পাঠায়। ইবনে আশআশ মুসলিম বিন আকীলকে জীবনের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করে তাকে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু ইবনে যিয়াদ, মুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করে।

সে সময় মুসলিম, ইবনে আশআশকে বলেন, "তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে তুমি আমার জন্য এতটুকু কর, হুসেয়ন (রা.)-কে আমার পরিণামের সংবাদ পৌঁছে দিও এবং তাকে বলো তিনি যেন

কোন ক্রমেই কুফাবাসীদের উপর ভরসা না করেন। তিনি যেখানে আছেন সেখান থেকেই যেন ফিরে যান।" মুহাম্মদ বিন আশআশ বলে আমি অবশ্যই তোমার এ সংবাদ হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-কে পৌঁছে দিব। ইবনে আশআশ এ অনুরোধ রাখে। এরপর ইবনে যিয়াদ আদেশ দেয়, মুসলিম বিন আকীলকে মহলের উপর তালায় নিয়ে গিয়ে হত্যা কর। হত্যা করার পর তার দেহ উপর থেকে বাইরে ফেলে দাও। তার শাহাদতে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর এক শক্তিশালী হাত ভেঙ্গে যায়।

## হযরত ইমাম হুসেয়ন এর কুফা যাত্রা

মুসলিম বিন আকীল যখন কুফায় আসেন তখন কুফাবাসীরা তাকে সানন্দে গ্রহণ করে এবং সন্মান প্রদর্শন করে। মুসলিম, হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-কে জানান, আঠারো হাজার কুফাবাসী হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর খেলাফতের বয়আত গ্রহণ করেছে এবং তারা, তার সমর্থন ও তার পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আপনি তারাতারি চলে আসুন। মুসলিমের এ পত্র পেয়ে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) কুফা যাবার প্রস্তুতি নেন। মক্কাবাসী এবং হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর কিছু সঙ্গী কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত ছিল। এজন্যে তারা তাকে এ যাত্রা হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। তারা বলে, দেখুন তারা আপনার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বর্তমানে সেখানে সিরিয় শাসক শাষন করছে। আপনি ওখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। এসব বাধা প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন, আমর বিন আব্দুর রহমান, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবেয়র (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) প্রমূখ।

আমর বিন আব্দুর রহমান বলেন, "আমি শুনেছি আপনি ইরাক যাচ্ছেন। ওখানে আপনার শত্রুদের রাজত্ব এবং তাদের শাসক ও সেখানে বিদ্যমান। তাদের কাছে সৈন্য আছে এবং ধন সম্পদ আছে। জনসাধারণ টাকা পয়সার দাস হয়ে থাকে। আমি আশঙ্কা করছি যারা আপনাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছে তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনি নিজের রায় পরিবর্তন করুন। বাদশাহর প্রশাসকের বর্তমানে কেউ আপনার সাহায্য করবে না। সবাই আপনাকে একা ছেড়ে দিবে এবং আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বলেন, "আপনি যদি আমাদের কথা না মানেন তবে আমাদের আবেদন হল পরিবারকে সাথে নিবেন না। আমি ভয় করি, হযরত উসমান (রা.)-এর মত আপনাকেও আপনার সন্তান সন্ততিদের সামনে হত্যা না করা হয়।"

এসব সাহাবাদের কথা শুনার পর হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) বলেন, "হারাম এলাকার এক বিঘত বাইরে মৃত্যু বরণ করা আমার কাছে হারামের ভিতরে মৃত্যু বরণ করার চাইতে শ্রেয়। তিনি কোন মতেই আর হারাম এলাকায় থাকতে প্রস্তুত ছিলেন না।

## হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা'ফরের পত্র

কিন্তু তকদীরে তো অন্য কিছুই ছিল। তাই শুভাকাঙ্খীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ৬০ হিজরীর যুল হজ্জ মাসে, হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) তাঁর পরিবার বর্গকে নিয়ে মক্কা হতে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর (রা.) যাত্রার পর তাঁর (রা.) চাচাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, মক্কার উমুবী শাসক আমার বিন সাঈদ কে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে তা আব্দুল্লাহ ও ইয়াহয়াকে দিয়ে পাঠান। তিনি পত্রে লিখেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তা দিয়ে বলছি, পত্র পাওয়া মাত্র আপনি ফিরে আসুন। আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আপনার ও আপনার পরিবারের ধ্বংস নিশ্চিত। মক্কায় আপনাকে সব ধরনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। তিনি (রা.) মক্কায় ফিরে আসার পরিবর্তে তাঁর (রা.)-এর চাচাতো ভাই এবং আমার বিন সাঈদকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উত্তর দেন যে, আমি স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর যিয়ারত করেছি। তিনি আমাকে একটি আদেশ দিয়েছেন। অবস্থা আমার বিপক্ষে গেলেও আমি সে আদেশ পালন করবো। আব্দুল্লাহ এবং ইয়াহয়া তাকে জিজ্ঞেস করলেন স্বপ্নে পাওয়া আদেশটি কি? তিনি (রা.) উত্তরে বললেন, আমি আমৃত্যু এ আদেশ কাউকে বর্ণনা করবো না।

## হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) মুসলিম বিন আকীলের শাহাদতের সংবাদ পান

সিরিয় শাসকরা হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর কুফা যাত্রার সংবাদ পেয়ে যায়। তারা হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর বার্তাবহক কায়স বিন মাসহার সেয়দাদীকে হত্যা করিয়ে দেয় যাকে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) কুফার অবস্থা জানানোর জন্য এবং তাঁর (রা.) সাথে কুফাবাসীদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

তিনি (রা.) যখন 'সা'লাবা' নামক স্থানে পৌঁছান তখন কুফার এক মুসাফির এর কাছে মুসলিম বিন আকীল, হানী বিন উরওয়াহ এবং কায়স বিন মাসহার এর শাহাদতের সংবাদ পান। কাফেলার লোকেরা তাঁকে (রা.) ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। তারা বললো কুফাবাসীদের মন আপনার পক্ষে কিন্তু বাস্তবে তারা বানু উমাইয়ার পক্ষে। এ সময়ে, আকীলের ভাইয়েরা বলে উঠলো, "খোদার কসম আমরা আমাদের ভাইয়ের শত্রুদের শায়েস্তা করবো অথবা আমরা মৃত্যু বরণ করবো। ফিরে যাবো না।"

হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) নিজ যাত্রা জারী রাখলেন। পথিমধ্যে মুহাম্মদ বিন

আশআশ এবং আমর বিন সাআদের বার্তাবাহক হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বলে, এ দু'জন জোর দিয়ে বলেছেন আপনি যেন কুফায় না যান আর এ জন্যে তারা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এর কাছ থেকে কুফার সব সংবাদ শুনার পর হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) তার সঙ্গীদের একত্রিত করেন এবং বলেন,

ايها الناس فمن كان يصبر على حد السيف و طعن الا سنية فليقم معنا و الا فليصرف عنا

অর্থাৎ হে লোক সকল! যে আমাদের সাথে তরবারীর সামনে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে এবং প্রাণ দিতে পারবে, সে আমার সাথে দাঁড়িয়ে থাকো। বাকীরা চলে যেতে পার। আমার কোন আপত্তি থাকবে না। এ কথা শুনার পর অনেকেই ফিরে চলে যায়। কেবল অল্প সংখ্যক সঙ্গী থেকে যায়।

## হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-কে অবরুদ্ধ করা

৬১ হিজরীর নতুন বছরের প্রথম মাস, মর্মান্তিক ও রক্তাক্ত মুহাররম মাস শুরু হল। 'যী চাশম' নামক স্থানে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) অবস্থান করছিলেন, সেখানে ইয়াযিদ এর এক হাজার সৈন্য নিয়ে হুর বিন ইয়াযিদ উপস্থিত হয়। সে ইবনে যিয়াদের আদেশে তাঁকে (রা.) গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার অভিযানে ছিল। সে যখন হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর সঙ্গীদের ঘিরে ফেলে তখন তিনি (রা.) বলেন, "আমি এখানে নিজে আসি নাই। তোমরা পত্রাদি পাঠিয়েছিলে এবং তোমাদের লোকেরা আমার কাছে এসেছিল আর আবেদন করছিল যে, আপনি এসে আমাদের পথনির্দেশনা দেন। তোমরা যদি তোমাদের পূর্ববর্তি কথার উপর থেকে থাকো তবে আমি তোমাদের শহরে যাবো নতুবা আমি এখান থেকেই ফিরে যাবো।"

হুর বিন ইয়াযিদ বললো, 'আমি এ বিষয়ে তর্ক করতে চাই না। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি আপনাকে যেখানে পাবো, গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের কাছে যেন পৌঁছে দেই।' এ সময়টি ঠিক দুপুর বেলা ছিল। হুর বিন ইয়াযিদ এর সৈন্য দলের প্রচণ্ড পানির প্রয়োজন ছিল। আর পানির স্থানে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা ছিল। হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) তাদের পানি দিলেন। এক কবি লিখেছেন, 'তাসনীম ও কাওছারের নাতী কত বড় দানশীল ছিলেন। নিজে পিপাসিত থেকে অন্যদের পানি পান করিয়েছেন।'

হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা যখন 'যী খুম" নামক স্থানে পৌঁছান, তখন তার (রা.) সঙ্গীরা তাঁর (রা.) প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে ঈমান উদ্দীপক ভাষন দেয়। একজন বলেন,"খোদার কসম, হে আল্লাহ্‌র রাসূলের নাতী। এটা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে আপনি আমাদের সাথে আছেন। আমাদের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া নিশ্চিত থাকলেও আমরা আপনার পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাবো। এর পর কিয়ামতের দিন আপনার নানা আমাদের পক্ষে শাফায়াত করবেন।"

হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) 'নেয়নুআ' তে পৌঁছালেন। সে সময় ইবনে যিয়াদ, হুরকে আদেশ দেয়, হুসেয়নকে অনিরাপদ ও পানিশুণ্য পাথুরে স্থানে অবরুদ্ধ করে রাখ। এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) যখন কারবালাতে পৌঁছালেন তখন তাকে (রা.) সেখানে অবরুদ্ধ করা হল। এটি ছিল ৬১ হিজরীর ২রা মুহাররম তারিখের ঘটনা যখন হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) কারবালাতে নিজের কাফেলা সহ অবরুদ্ধ হন।

## কারবালা প্রান্তর

৩রা মুহাররম তারিখে আমর বিন সাআদ চার হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছায়। আমর বিন সাআদ, ইবনে যিয়াদকে জানায় যে, হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমর বিন সাআদ হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) সাথে যুদ্ধ করতে বা তাঁকে (রা.) অপদস্থ করতে প্রস্তুত ছিল না। তার মন এসব করতে সাই দিচ্ছিল না। আদেশ দেয়া হল, আগে ইয়াযিদের বয়আত করাও এরপর কি হবে তা দেখা যাবে নতুবা তোমার পদবী কেড়ে নেয়া হবে এবং পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে। এর পর ইবনে যিয়াদ আদেশ দিল, হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর পানি বন্ধ করে দাও। ইবনে সাআদ জাগতিক বিষয়কে প্রাধান্য দিল এবং ইবনে যিয়াদের আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে গেল। এ আদেশ পাওয়ার পর ৭ই মুহাররম হতে আমর বিন সাআদ ফুরাত নদীদে পাঁচ শত সৈন্য পাহাড়ায় বসিয়ে দেয় যাতে করে ফুরাত নদী হতে পানি নিতে না পারে।

## হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর ভাষণ

নবম মুহাররম তারিখে, আসরের সময়, আমর বিন সাআদ, হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য কিছু প্রস্তাব রাখে এবং যুদ্ধের কথাও বলে। কিন্তু হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) ইয়াযিদের হাতে বয়আত গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা যুদ্ধের কথা বলার পর হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) বলেন, এক রাতের সুযোগ দাও, যাতে করে শেষ রাতে দোয়া করে নেই এবং তাওবা ও ইস্তেগফার করতে পারি। এদের ফিরে যাবার পর হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) নিজ সাথীদের একত্রিত করে খুতবা দেন।

"আমি আল্লাহ্‌র উত্তম গুণগ্রাহী। বিপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ। হে আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে নবুওয়্যাতের কল্যাণ প্রদানের জন্য তোমার গুণকীর্তন করি। তুমি আমাদের কুরআন শিখিয়েছো, ধর্মের বুৎপত্তি দিয়েছো, এখন তুমি আমাদেরকে তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অর্ন্তভূক্ত কর।

এর পর বলতে চাই, অন্য কারো সঙ্গী আমার সঙ্গীদের চাইতে বেশী বিশ্বস্ত বলে মনে করি না এবং আমার পরিবাবর্গের চাইতে অন্য কারো পরিবার পূণ্যবান ও আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণকারী নাই। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আমার পক্ষ হতে নেকীর উত্তম প্রতিদান দিন। আমি তোমাদেরকে খুশী মনে ফেরত চলে যাবার অনুমতি প্রদান করছি। এজন্যে আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না। রাত হয়ে গেছে। এক এক ব্যক্তি একটি করে উট নিয়ে নাও এবং আমার পরিবারের এক এক জন সদস্যের হাত ধরে নিজের সাথে নিয়ে যাও। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিদান দিন। তোমরা সবাই নিজ নিজ শহরে ফিরে যাও। আল্লাহ্ এই বিপদ দূর করে দিন। আমি এসব এজন্য বলছি লোকেরা আমাকেই খুঁজবে। আমার পর তারা অন্য কাউকে খুঁজবে না।"

পরিবারের সব সদস্যরা বলে উঠলো, আমরা কি এখান থেকে কেবল জীবিত থাকার জন্য আপনাকে একলা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো? আল্লাহ্ আমাদের উপর এমন দিন উদিত না করুন। এ উত্তর শুনার পর হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) , মুসলিম বিন আকীলের ভাইদের বললেন, মুসলিমের শাহাদতের পর যা ঘটে গেছে তা যথেষ্ট হয়েছে, এখন তোমরা ফিরে যাও। আত্মসন্মানে ভরপুর ভাইয়েরা তখন বলে উঠলো, আমরা মানুষকে কি এ কথা বলবো যে, নিজের নেতা ও চাচার ছেলেকে, একটা তীর না চালিয়ে, বল্লম ও তরবারীর একটি আঘাত না করে, তার পরিণামের কথা চিন্তা না করে তাকে একা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি? খোদার কসম! এমনটি হতে পারে না। এসব কথা শুনার পর হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) সেই রাতে সত্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.) আহলে বায়তের বিক্ষিপ্ত তাবুসমূহকে এক স্থানে একত্রিত করে তাবু খাটালেন। তাবুগুলোর পিছনে খন্দক খনন করে নিরাপত্তার জন্য সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। দশম মুহাররম তারিখের মর্মান্তিক ও বিভিষীকাময় সকাল হল। তিনি (রা.) সকালে ৭২ জন উৎসর্গকৃত প্রাণ নিয়ে নিজের সৈন্য দল গঠন করে ময়দানে নামলেন। যুহেয়র বিন কায়স এবং হাবীব বিন আতহারকে দু'টি গুরুত্তপূর্ণ স্থানে নিযুক্ত করেন। আব্বাসকে পতাকা দেন। যুদ্ধের পূর্বে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন, যার মর্মার্থ হল, হে আল্লাহ্ প্রত্যেক দু:খ ও কষ্টে তুমি আমার ভরসাস্থল, প্রত্যেক বিপদে তুমিই আমার আশার আলো। প্রত্যেক ভরসার স্থানে ও অঙ্গীকার রক্ষায় তুমিই আমার অভিভাবক। হৃদয়ের কত কষ্ট, পরিবারের কত কষ্ট, বন্ধু বান্ধবদের লাঞ্ছনা এবং শত্রুদের গালমন্দের বিষয়ে আমি তোমার প্রতি বিনত হয়ে কেবল তোমারই কাছে ফরিয়াদ করেছি। কেবল তুমিই সেসব বিষয় থেকে আমাকে উদ্ধার করেছো। সুতরাং এখনো তুমি আমার অভিবাবক। তুমিই সকল কল্যাণের উৎস এবং সকল নেয়ামতের তুমিই মালিক। তোমারই প্রতি আমি নিবেদিত।

দোয়া করার পর শত্রুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এতে তিনি তাঁর (রা.) পরিচয় তুলে ধরে বললেন, হে লোক সকল! আমি কে? তা তোমরা চিন্তা করে দেখ। নিজেদের মনে চিন্তা ভাবনা করে দেখ, আমার অপমান করা এবং আমাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য কি বৈধ? নিজেদের ধিক্কার দাও। আমি কি তোমাদের নবীর, মেয়ের ছেলে নই? তোমরা কি জানো না, মহানবী (সা.) আমার ও আমার ভাই সম্পর্কে বলে গেছেন যে, এরা দুইজন জান্নাতের সর্দার। খোদার কসম আজ পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত কোথাও এবং অন্য কারো মাঝে নবীর নাতী বিদ্যমান নাই। তোমরা আমাকে বল, তোমরা আমার হত্যার আকাঙ্খি কেন? আমি কি কাউকে হত্যা করেছি না কারো ধন সম্পদ লুট করেছি? না কাউকে আহত করেছি? তোমরাই আমাকে আমন্ত্রন জানিয়েছো। কিন্তু এখন তোমাদের ডাকে আমার আসা তোমাদের কাছে অপছন্দনিয়। আমাকে ছেড়ে দাও আমি কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে চলে যাই।

উত্তরে বলা হল, ইয়াযিদের বয়আত কর। তিনি (রা.) বলেন, খোদার কসম! লাঞ্ছিতের ন্যায় ইয়াযিদের বয়আত করে, কৃতদাসের মত তার সেবা করতে আমি কখনো করবো না। এরপর তার সঙ্গীরা বক্তৃতা করে। কিন্তু ইরাকের সৈন্যদলের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে নাই। তবে হুর বিন ইয়াযিদ ইরাকীদের পক্ষ ত্যাগ করে হযরত ইমাম হুসেয়ন (রা.)-এর সাথে যোগ দেয়।... *(চলবে)*

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

**Dr. Nazifa Tasnim**
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

**Smile Aid**
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UJX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

# দাজ্জাল হত্যার প্রকৃত রহস্য নেপথ্যের ইয়াজুয-মা'জুয

দাজ্জাল ও ইয়াজুয-মা'জুয এক জাতিরই দুই নাম। দাজ্জাল নামকরনের কারন হল, তার ধোঁকাবাজি আর ইয়াজুয-মাজুয নামকরণের কারন হল, তার জাগতিক শক্তিমত্তা।

দাজ্জাল যেহেতু কোন একক ব্যক্তির নাম নয় বরং এক জাতি বা একাধিক জাতির নাম, তাই দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ কোন একক ব্যক্তিকে হত্যা করা নয়। অথবা সমস্ত খ্রিষ্টান জাতি বা পুরো ইউরোপ আর আমেরিকার জাতিসমূহকে হত্যা করা নয়। কেননা কেয়ামত পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে টিকে থাকবে বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা আছে।

وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

*(আলে ইমরান: ৫৬)*

আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখবো।

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী তাঁর অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। এখানে বোঝা গেল, তাঁর মান্যকারী এবং অস্বীকারকারী- উভয়ে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অতএব দাজ্জালকে হত্যার অর্থ আক্ষরিক হত্যা নয় যেমনটি সাধারন মুসলমানরা মনে করে থাকেন। মূলত দাজ্জালের বিষয়ে যা কিছু বলা হচ্ছে, সবই রূপক।

মুসলিম শরীফের কিতাবুল ফিতানের দাজ্জাল অধ্যায়ের হাদীস অধ্যায়ন করে দেখা যায়, দাজ্জালের এক হাতে জান্নাত থাকবে আর অপর হাতে জাহান্নাম থাকবে?

বলুনতো, জান্নাতের মালিক কে? জাহান্নামের মালিক কে? নিশ্চয় এ সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লা। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, এখানে জান্নাত ও জাহান্নাম দ্বারা কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য বুঝানো হয়েছে। অতএব দাজ্জালের জান্নাত প্রকৃত জান্নাত নয়, দাজ্জালের জাহান্নাম প্রকৃত জাহান্নাম নয়। উক্ত হাদীসে উল্লিখিত দাজ্জালের পানি, তার আগুনের নদী, তার রুটির পাহাড়, তার গাধা, তার আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা, যুবককে টুকরো করে জীবিত করা- এসব কিছু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ তাই দাজ্জালকে হত্যা করার বিষয়টিও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

সেখানে দাজ্জালের বিষয়ে লেখা আছে, সে ঈসা নবীউল্লাহকে দেখে স্বয়ং লবনের মত গলে যেতে থাকবে। অতএব সে যেক্ষেত্রে নিজেই গলে যাচ্ছে, তাহলে তাকে হত্যা করার কী অর্থ দাঁড়ায়?

উক্ত হাদীসসমূহে আরো আছে, **"লা ইয়াহিল্লু লেকাফিরিন ইয়াজিদু রিহা নাফসিহি ইল্লা মাত"** অর্থাৎ কোন কাফেরের জন্য এই সুযোগই নেই যে, সে মসীহর নিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, এর পূর্বেই সে কাফের মারা যাবে। উক্ত হাদীসে আরো বলা হয়েছে ঈসার দৃষ্টি যতদূর যাবে, তাঁর নিশ্বাসও ততদূর যাবে। অতএব ইয়াজুয মাজুযও যেহেতু কাফের তাহলে সে তো মসীহর দৃষ্টি পড়া মাত্রই মরে যাওয়ার কথা!

আমি আমার কিছু এমন বান্দা বের করেছি, যাদেরকে কেউ হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

উক্ত হাদীসে বলা আছে, নবীউল্লাহ্ ঈসা দাজ্জালকে খুঁজে বাবে লুদে তাকে হত্যা করবে এরপর নবীউল্লাহ ঈসা (আ.) এমন এক জাতির কাছে আসবেন তখন কী হবে?

إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم

*(সহীহ মুসলিম)*

আল্লাহ্ ঈসার কাছে ওহী করে বলবেন, আমি আমার এমন কিছু বান্দাকে বের করেছি, যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নাও। অতএব আল্লাহ্ তা'লা ইয়াজুজ-মা'জুজকে উঠাবেন আর তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে অনায়াসে অবতরণ করবে।

এখন চিন্তা করে দেখুন, দাজ্জালকে তো হত্যা করা হল, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর নিশ্বাসের এত শক্তি যে, দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত নিশ্বাস গিয়ে কাফেরকে মেরে ফেলবে কিন্তু ইয়াজুজ-মা'জুজও তো কাফের। সে তো নিশ্বাসে মরছে না বরং তার থেকে বাঁচার জন্য হযরত ঈসা নবীউল্লাহ্ পালাতে পালাতে তূরে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা ঈসা নবীউল্লাহকে ওহী করে জানাচ্ছেন যে, ইয়াজুজ মাজুযের সাথে যুদ্ধ করা বা তাকে হত্যা করার ক্ষমতা নবীউল্লাহ্ ঈসা'রও নেই। তাহলে দাজ্জালকে হত্যা করে কী লাভ হলো, যেখানে তার চেয়ে ভয়ংকর শক্তিশালী জাতি বেঁচে আছে?

অতএব এখানে যদি দাজ্জাল দ্বারা ঐ জাতির ফিতনাকে বুঝায় আর ইয়াজুয-মাজুয দ্বারা ঐ জাতির সামরিক শক্তিকে বুঝায় তাহলে উক্ত প্রশ্নের সমাধান সহজ হয়ে যায়।

মোটকথা সেই জাতির ধর্মীয় মিথ্যা ধোঁকাবাজি মসীহে মাওউদ খণ্ডন করবেন কিন্তু তাদের সামরিক শক্তির সাথে মোকাবিলা করার দায়িত্ব মসীহ (আ.)-এর নয়।

বিষয়টি আরো সহজ করে দিচ্ছি। পবিত্র কুরআনে বলা আছে,

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ

*(কাহাফ: ১০০)*

সেই সময় আমরা এক দলের বিরুদ্ধে অপর দলকে যুদ্ধে লাগিয়ে দিবেন

আর এভাবে বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস হবে, তারাও ধ্বংস হবে যেমন এ আয়াতেরই শেষে বলা হয়েছে:

وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا

*(কাহাফ: ১০০)*

এরপর সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে আর আমরা তাদের সবগুলোকে একত্রিত করব।

আর হতে পারে, তাদের বড় অংশ মুসলমান হয়ে যাবে যেভাবে হাদীসে বলা আছে, "তুলুইশ শামসি মিন মাগরিবিহা" অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্ব থেকে পুনরায় ইসলামের সূর্য উদীত হবে অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যাবে।

মহানবী (সা.) দাজ্জালকে পবিত্র কা'বাগৃহ তাওয়াফ করতে দেখেছেন। (বুখারী) এর দ্বারা হতে পারে, অবশেষে ঐ উভয় জাতি মুসলমান হয়ে যাবে।

*-মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ*

# বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

## বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

## টেকসই এবং স্থায়ী সম্পর্ক-বন্ধনের মূল ভিত্তি: সহজ-সরল-সত্য কথন

রহমান খোদার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য এবং পারিবারিক সমস্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে একস্থলে হুযূর (আই.) বলেন–

“এরপর দশম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রহমান খোদার বান্দারা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না আবার মিথ্যা সাক্ষ্যও প্রদান করেন না। মিথ্যা বলার বদ-অভ্যাসও জাতিসমূহের অধঃপতন ও ধ্বংসের একটি বড় কারণ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দা এবং ঐশী জামা'তসমূহের জন্য সর্বদা উন্নতির পানে ধাবিত হওয়া অবধারিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন আত্মিকমার্গ অতিক্রম করা অবধারিত। তারা ক্রমাগতভাবে উন্নতি করতে থাকবে। এদের মাঝে যদি মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে সেক্ষত্রে এরা আর আল্লাহ্‌র সেই প্রিয় বান্দা থাকে না যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, আর যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহসূলভ আচরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব আহমদীদের দায়িত্ব হল, তারা যেন সাক্ষ্য প্রদানের বেলায় এবং নিজেদের মামলা উপস্থাপনকালে শতভাগ সত্য অবলম্বন করে। উদাহরণস্বরূপ, পারিবারিক বিষয়াদিতে বা নিকাহর ঘোষণাকালে এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে

আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করেন যে, আমরা সহজ-সরল-সত্য কথা বলব, সততা অবলম্বন করব। আমরা এমন সত্য কথা বলব যার মাঝে কোন ধরণের অস্পষ্টতা বা অসঙ্গতি থাকবে না। এমন কথা বলবো যার ভেতর অন্য কোন অর্থ বের করা সম্ভব নয়। কথা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হতে হবে। কিন্তু দেখা যায় বিয়ের পর পাত্রী পাত্রকে ভুল কথা বলে আবার পাত্রও পাত্রীকে অসত্য কথা বলে। উভয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পরস্পর অসত্য কথা বলে বেড়ায়। এভাবে সম্পর্ক বন্ধনে ফাটল ধরতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কেবল ব্যক্তির হঠকারিতা প্রদর্শন আর ইচ্ছে পূরণের আকাঙ্খা সংসার ভাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যে এদের সংসারে যদি সন্তানসন্ততি জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে এর ফলে তারাও ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বেও আমি কয়েকবার বুঝিয়ে বলেছি। তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে আর তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে একজন মু'মিনের জন্য অর্থাৎ তাদের জন্য যারা নিজেদেরকে রহমান খোদার বান্দা বলে গণ্য করেন– সব ধরনের মিথ্যাকে ঘৃণা করা অত্যাবশ্যক।"

*(জুমুআর খুতবা, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ অক্টোবর ২০০৯)*

সংকলনে:
**ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা**

# বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

## নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

**"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)।** *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

■ গত ২৯/০৫/২০২০ সুলতানা ফারুকী বৃষ্টি, পিতা: পারভেজ আহমেদ ফারুকী, গ্রাম + পো: তারুয়া, থানা: আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে কাইয়ুম আহমেদ, পিতা: খালেদ আহমদ ফরিদ, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫৪

■ গত ২৯/০৫/২০২০ ডা: সুল্তলীন শাহাদাত, পিতা: কর্নেল শাহাদাত হোসেন, ৩৪০/৩, পূর্ব জাফরবাদ, মোহাম্মদপুর-১২০৭, ঢাকা এর সাথে আতাউল মোনেম আহমদ, পিতা: সুজা উদ্দিন আহমদ, ৬৫/এ বনমালীন ঘোষাণ লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫৫

■ গত ২২/১১/২০১৯ খাদিজা মনোয়ার, পিতা: মনোয়ার আহমদ, ৯৩, পাওয়ার হাউস, রেল, শিমরাইলকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে শাহরিয়ার, পিতা: এ. কে. এম আতাউর রহমান, ১৩৯/১-বি, উত্তর মুগদা, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫৬

■ গত ১৩/০৩/২০২০ ফারহানা রফিক সিফাত, পিতা: মরহুম রফিক আহমেদ, ২৮৯ পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫ এর সাথে মোহাম্মদ আরেফিন জামান, পিতা: আলহাজ্জ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গ্রাম: মহাদান ডাকঘর: বারইপটল, উপজেলা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর-এর বিবাহ ৩,৬০,০০১/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫৭

■ গত ০১/০২/২০২০ রিনা আক্তার, পিতা: মরহুম রজব আলী, গ্রাম: মহিষাখোলা, থানা: চিথলিয়া, থানা: মিরপুর, জেলা: কুষ্টিয়া এর সাথে মোহাম্মদ হৃদয় আহামেদ, পিতা: মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম, বটিয়াপাড়া, চুয়াডাঙ্গা-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫৮

■ গত ০৩/০৫/২০২০ লাকী খাতুন, পিতা: মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান, গ্রাম: মীরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ঢালী, পিতা: মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ঢালী, মীরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ৭৯,৯৯৯/- (উন আশি হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫৯

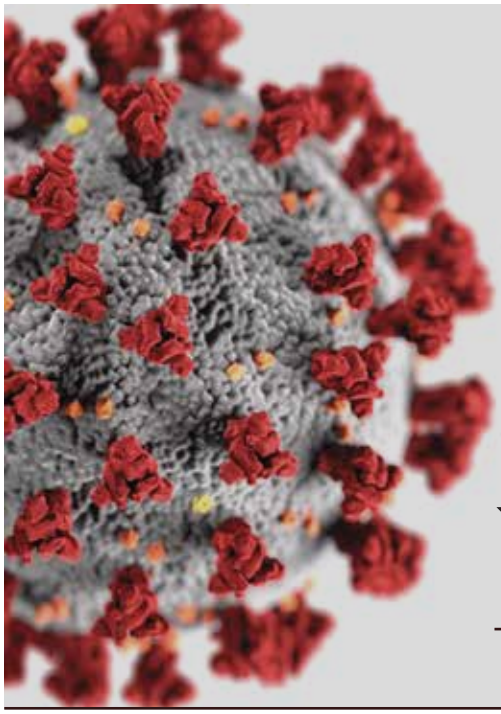

# কোভিড-১৯
# মানবের প্রতি ঐশী ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলেই প্রতীতি জন্মে

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

*২য় ও শেষ কিস্তি*

একটি বিষয় ভাববার যে, কোভিড-১৯ যখন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্ষমতাধর জাতিগুলোকে কুপকাত করছে, এরই মাঝে গণমাধ্যমে ভেসে ওঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ এবং অভিবাসীদের উপর নিপীড়ণের খবর। আমেরিকাসহ বিশ্বের বড় বড় সাম্রাজ্য সৌধ গড়ে তোলা হয়েছে যে সব কৃষ্ণাঙ্গ অভিবাসীদের দিয়ে তাদের উপর চালানো হচ্ছে অমানুষিক নির্যাতন, দেয়া হচ্ছে তাদের বহিষ্কারের হুমকি। এছাড়া ইরান-যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, চীন-হংকং-ভারত-যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব-ইয়ামেনসহ বিভিন্ন দেশে চলছে আগ্রাসণের পায়তারা। এহেন ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ও মহামারির মাঝেও বিশ্ব-জনগোষ্ঠির এক বৃহত্তর সংখ্যা এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান মহা পরক্রমশালী খোদার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন! আবার অনেক বিজ্ঞজন তো অদৃশ্য খোদার অফুরন্ত নেয়ামত ভোগের পরেও তাঁকে বিশ্বাসই করে না। অথচ অদৃশ্য করোনা আক্রান্ত বিশ্বের কিয়োদাংশ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের নিমিত্তে অদৃশ্য অক্সিজেনকে দৃশ্যমান সিলিন্ডারে বা অন্য কোনভাবে ব্যবহারের জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাতে অনেক বিত্তশালী দেশও হিমশিম খাচ্ছে, আর অনেক দেশের তো এর যোগান দেয়ার সামর্থ্যই নেই। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন দয়ালু আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষসহ অন্যান্য সকল জীব-জন্তুর জন্য যুগের পর যুগ অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। যদি তা না হত বিশ্ববাসী কী একদিনের জন্যও তৈরি অক্সিজেন ব্যবহারের সামর্থ্য রাখে? তেমনিভাবে আলো, বাতাস, পানি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও!

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস কেউ কি আজও স্বচোখে দেখেছে? তদুপরি বিশ্বের তাবৎ বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, জোতিষি, বিজ্ঞজনেরা সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের পরেও কেন এত ভয় আর হতাশায় জর্জরিত? এর জবাব, অধিকাংশ মানবের আচার-আচরণ পরম দয়ালু মহান আল্লাহ্‌র ক্রোধকে জাগ্রত করেছে। কীভাবে, সেটিই এখানে উপস্থাপন করছি।

মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ আর আমরা কোন রসূল (সতর্ককারী) না পাঠিয়ে কখনো আযাব দেই না। *(সূরা বনী ইসরাঈল: ১৬)*

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ-

অর্থাৎ আর তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ নিশ্চয় বিপথগামী হয়েছিল, অথচ আমরা অবশ্যই তাদের মাঝে সতর্ককারীদের পাঠিয়েছিলাম। *(সূরা আস্ সাফ্‌ফাত: ৭২-৭৩)*

وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ مَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا

অর্থাৎ আর আমরা রসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়ে থাকি। আর যারা অস্বীকার করে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করে থাকে যেন এর মাধ্যমে তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। আর তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যেসব বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল সেগুলোকে তারা হাসিঠাট্টার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। *(সূরা আল কাহ্‌ফ: ৫৭)*

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী হওয়ার দাবীদার বিশ্ব আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা দুর্যোগ সম্বন্ধে বলেন, আমাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা এই যে, মৃত্যু পৃথিবীর সব জায়গায় তার হাত প্রসারিত করবে, ভূমিকম্প হবে এবং প্রচণ্ডভাবে হবে, মহাপ্রলয়ের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে, ভূ-পৃষ্ঠ আবর্তিত ও বিবর্তিত হবে, অনেকেরই জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর যারা তওবা করবে এবং পাপকর্ম থেকে বিরত হবে, খোদা তাদের প্রতি দয়া করবেন। প্রত্যেক নবীই এই যুগ সম্বন্ধে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তদ্‌সমুদয়ই এখন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যারা চিত্তশুদ্ধি করবে এবং খোদার পছন্দনীয় পথসমূহ অবলম্বন করবে তাদের কোনই ভয় নেই এবং তাদের কোন দুঃখও থাকবে না। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন:

তুমি আমার পক্ষ হতে সতর্ককারী। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি যেন আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী অপরাধীদেরকে সদাচারী সাধুদের থেকে পৃথক করা যায়।

তিনি আরও বলেছেন, পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, অথচ পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করে নি; কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন (পৃথিবী চোখ উন্মীলন করলে দেখতে পেত, আমি শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশ এখন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং হাদীসসমূহের বর্ণনানুসারে ঠিক আমার দাবির সময়ে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়ে গেছে। দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাবও হয়েছে, ভূমিকম্পও হয়েছে এবং আরও হবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা সংসার প্রেমে মত্ত, তারা আমাকে গ্রহণ করে নি)। আমি তোমার প্রতি এমন আশিস বর্ষণ করবো যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। *(অনুবাদক)*

ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প সম্বন্ধে; যা এক ভীষণ ভূমিকম্প হবে, আমাকে খোদা তা'লা সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন,

"আবার বসন্ত এসেছে, খোদার কথা আবার পূর্ণ হয়েছে।" (অনুবাদক)

সুতরাং একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হওয়া আবশ্যক; কিন্তু সদাচারী (পুণ্যবান) সাধুগণ এথেকে নিরাপদ থাকবেন। অতএব, সাধু হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর যেন রক্ষা পাও। আজকের দিনে খোদাকে ভয় কর যেন সেদিনের ভয় থেকে নিরাপদ থাকতে পার। নিশ্চয়ই আকাশ কিছু প্রদর্শন করবে এবং পৃথিবী কিছু প্রকাশ করবে, কিন্তু খোদাভীরুদেরকে রক্ষা করা হবে।

খোদার বাণী আমাকে বলছে, নানান বিপর্যয় ও অঘটন প্রকাশ পাবে, বহু বিপদ পৃথিবীতে আপতিত হবে। কোনটি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হবে এবং কিছু আমার পরে প্রকাশিত হবে। তিনি এই সিলসিলাকে (জামা'তকে) পূর্ণ উন্নতি দান করবেন। কিছু আমার হাতে এবং কিছু আমার পরে।

আর এটা খোদা তা'লার সুন্নত (রীতি) এবং যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সব সময়ই তিনি এ নিয়ম প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী এবং রসূলদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয়মণ্ডিত করেন। এসম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

অর্থাৎ খোদা তা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী থাকবেন। *(সূরা মুজাদেলা: ২২) (আল্ ওসীয়্যত, চতুর্থ বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৩-৪)*

## যুগ-ইমাম ও প্রতিশ্রুত মসীহ্, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, "তাঁর (আ.) সমর্থনে মহান আল্লাহ্ তা'লা অজস্র ধারায় নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন যার মধ্য থেকে তিনি ১৮৭টি নিদর্শন হাকিকাতুল ওহী গ্রন্থে সন্নিবেশন করেছেন। তা থেকে এই প্রবন্ধের সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা হল:

**(৩) তৃতীয় নিদর্শন:** পুচ্ছবিশিষ্ট তারকার উদয় হওয়া। ইহার উদিত হওয়ার যুগ প্রতিশ্রুত মসীহের সময় নির্ধারিত ছিল এবং অনেক দিন পূর্বেই ইহা উদিত হইয়া গিয়াছে। ইহাকে দেখিয়াই খ্রিষ্টানদের কোন কোন ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, এখন মসীহের আগমনের সময় আসিয়া গিয়াছে।

**(৪) চতুর্থ নিদর্শন:** এক নতুন বাহনের উদ্ভাবন, যাহা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের বিশেষ চিহ্ন, যেমন কুরআন শরীফে লিখিত আছে وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ *(সূরা আত্ তাকভীর: ৫)*।

অর্থাৎ, শেষ যুগে যখন উটনীগুলি বেকার হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, "এই যুগে উটনীসমূহ বেকার হইয়া যাইবে এবং কেহ উহাদের উপর চড়িয়া ভ্রমণ করিবে না। হজ্জের সময় মক্কা মোয়ায্‌মা হইতে মদীনা মোনাব্বারার দিকে উটের উপর আরোহিত হইয়া সফর হইয়া থাকে। এখন ঐ সময় খুব নিকটবর্তী যে, এই সফরের জন্য রেল তৈয়ার হইয়া যাইবে। তখন এই সফর সম্পর্কে এই কথা সত্য হইবে যে, এক মাসের পথ এক দিনে এবং এক দিনের পথ এক ঘণ্টায় সফর করা হবে অর্থাৎ উটের স্থলে বিমান, রেল ও মোটর যান ব্যবহার করা হবে আর হচ্ছেও তাই।

**(৫) পঞ্চম নিদর্শন:** হজ্জ বন্ধ হওয়া, যাহা সহী হাদীসে আসিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে হজ্জ করা কোন এক সময় পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং ১৮৯৯-১৯০০, প্রভৃতি সালে প্লেগের দরুণ এই নিদর্শনও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

**(৬) ষষ্ঠ নিদর্শন:** পুস্তক-পুস্তিকার বহুল প্রকাশ, যেমন وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ *(সূরা আত্ তাকভীর: ১১)* আয়াত হইতে জানা

যায়। [এই আয়াতের অর্থ: এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হইবে– অনুবাদক]। কেননা, ছাপাখানার দরুন এই যুগে যে পরিমাণে পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা বিস্তার লাভ করিয়াছে ইহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

**(৭) সপ্তম নিদর্শন:** বিপুল সংখ্যক খাল খনন করা, যেমন وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ *(সূরা আল্ ইনফিতার: ৪)* আয়াত হইতে জানা যায়। (এই আয়াতের অর্থ: এবং যখন সমুদ্রসমূহকে চিরিয়া প্রবাহিত করা হইবে এবং পরস্পরকে মিলাইয়া দেওয়া হইবে– অনুবাদক)। সুতরাং ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, এই যুগে এত বিপুল সংখ্যায় খাল খনন করা হইয়াছে যে, ইহাদের সংখ্যাধিক্যের দরুন নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

**(৮) অষ্টম নিদর্শন:** মানবমণ্ডলীর পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়িয়া যাওয়া এবং দেখা সাক্ষাতের উপায় সহজ হইয়া যাওয়া, যেমন وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ (সূরা আত্ তাকভীর: ৮) আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয়। [এই আয়াতের অর্থ: এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে– অনুবাদক]। সুতরাং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংগঠন ও ফোরাম গঠন এর প্রমাণ বহন করে।

**(৯) নবম নিদর্শন:** ক্রমাগতভাবে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব ও ইহার কঠিনরূপ পরিগ্রহ করা, যেমন يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ *(সূরা আন্ নাযে'আত: ৭-৮)* আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয়। [এই আয়াতের অর্থ: যেদিন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে, (এবং) আর একটি পশ্চাদ্বর্তী (কম্পন) উহার অনুসরণ করিবে– অনুবাদক)। সুতরাং অসাধারণ ভূমিকম্প পৃথিবীতে আসিতেছে।

**(১০) দশম নিদর্শন:** বিভিন্ন প্রকারের বিপদ দ্বারা এই যুগে বিপুল সংখ্যায় মানুষের ধ্বংস হইয়া যাওয়া, যেমন কুরআন শরীফের এই আয়াত

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا *(সূরা বনী ইসরাঈল; ৫৯)*

অর্থ: এরূপ কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কেয়ামতের কিছুকাল পূর্বে ধ্বংস করিব না, বা এক সীমা পর্যন্ত ইহাদের উপর শাস্তি প্রদান করিব না। সুতরাং ইহাই ঐ যুগ। কেননা প্লেগ, ভূমিকম্প, তুফান ও আগ্নেয়গিরির উদগিরণ এবং পারস্পরিক যুদ্ধে মানুষ ধ্বংস হইতেছে। এই যুগে মৃত্যুর ব্যাপক কারণসমূহ এইরূপে একত্রিত হইয়াছে এবং এইগুলি এত কঠোরভাবে প্রকাশিত হইতেছে যে, এই সামগ্রিক অবস্থার দৃষ্টান্ত পূর্বের কোন যুগে দেখিতে পাওয়া যায় না।

*(হাকীকাতুল ওহী, ১ম বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১৬২-১৬৩)*

**১০৭ নং নিদর্শন:** "কয়েকবার ভূমিকম্পের পূর্বে আমার পক্ষ হইতে পত্র-পত্রিকায় ছাপানো হয় যে, পৃথিবীতে বড় বড় ভূমিকম্প আসিবে এমনকি যমীন উলট-পালট হইয়া যাইবে। অতএব আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সানফ্রান্সিসকো, ফরমোজা প্রভৃতি দেশে যে সকল ভূমিকম্প আসিয়াছে উহা সম্পর্কে সকলে অবগত আছে। কিন্তু সম্প্রতি ১৬ আগষ্ট ১৯০৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির একটি প্রদেশে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আসিয়াছে। ইহা পূর্বের ভুমিকম্পগুলি হইতে কম তীব্র ছিল না। ইহাতে পনেরটি ছোট বড় শহর ও গ্রাম-গঞ্জ ধ্বংস হইয়া গেল। হাজার হাজার জীবন লাশ হইয়া গেল এবং দশ লক্ষ মানুষ এখনো গৃহহীন। সম্ভবতঃ নির্বোধ লোকেরা বলিবে, ইহা কীভাবে নিদর্শন হইতে পারে? এই ভূমিকম্প তো পাঞ্জাবে আসে নাই। কিন্তু তাহারা জানে না যে, খোদা কেবল পাঞ্জাবের খোদা নহেন। তিনি সারা বিশ্বের খোদা। তিনি কেবল পাঞ্জাবের জন্য এই খবর দেন নাই বরং সারা বিশ্বের জন্য দিয়াছেন। খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে অন্যায়ভাবে পাশ কাটানো, খোদার কালামকে গভীরভাবে না পড়া এবং কোন না কোনভাবে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাচার দ্বারা সত্যকে গোপন করা যায় না।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খোদা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। অতএব নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে রূপে আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, তদ্রূপেই ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আসিবে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটি কেয়ামতের সদৃশ্য হইবে। এত লোক মরিবে যে, রক্তের নদী বহিবে। এই মৃত্যু হইতে পশু-পাখিও নিষ্কৃতি পাইবে না। পৃথিবীতে এত ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা নামিয়া আসিবে যে, যখন হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এইরূপ ধ্বংসলীলা কখনো আসে নাই। অধিকাংশ অঞ্চল এইরূপ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, যেন ঐগুলিতে কখনো জনবসতি ছিল না। ইহার সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে এইগুলি অস্বাভাবিক মনে হইবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের পুস্তকের কোন পৃষ্ঠায় এইগুলির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। তখন মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইবে যে, ইহা কি হইতে যাইতেছে। অনেকে মুক্তি পাইবে এবং অনেকে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ঐ দিন নিকটে। বরং আমি দেখিতেছি ঐ দিন দ্বার প্রান্তে। জগদ্বাসী এক কেয়ামতের দৃশ্য দেখিবে। কেবল ভূমিকম্পই নহে, বরং আরও ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দিবে। কিছু আকাশ হইতে, কিছু যমীন হইতে। ইহা এই জন্য যে, মানবজাতি তাহাদের খোদার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সমস্ত হৃদয়, সমস্ত উদ্যম ও সকল ধ্যান-ধারণাসহ তাহারা

পৃথিবীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যদি আমি না আসিতাম তবে এই সকল বিপদ আসিতে কিছুটা বিলম্ব হইত। কিন্তু আমার আগমনের সাথে সাথে খোদার অভিসম্পাতের ঐ গুপ্ত ইচ্ছা, যাহা দীর্ঘকাল গুপ্ত ছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া গেল, যেমন খোদা বলিয়াছেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

*(সূরা বনী ইসরাঈল: ১৬)*। (অর্থ: এবং আমরা কোন জাতিকে কখনো আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই– অনুবাদক)। তওবাকারী ঈমান পাইবে এবং যাহারা বিপদের পূর্বেই ভীত হয় তাহাদের উপর দয়া করা হইবে। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এই সকল ভূমিকম্প হইতে নিরাপদ থাকিবে অথবা তোমরা নিজেদের চেষ্টায় তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনো নহে। ঐ দিন মানবীয় প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এই ধারণা করিও না যে, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসিয়াছে এবং তোমাদের দেশ উহা হইতে রক্ষা পাইবে। আমিতো দেখিতেছি যে, তোমরা উহা হইতে বেশি বিপদের মুখ দেখিবে।

**হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে বিধ্বস্ত দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনশূন্য পাইতেছি। সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করিবেন।**

**যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এ দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট! তাঁহাকে যে ভয় করে না সে জীবিত নহে, মৃত।"**

*(হাকীকাতুল ওহী, ১ম বাংলা সংস্করণ, ২১৪-২১৫ পৃষ্ঠা)*

সবশেষে বলতে চাই শিরোণামে উল্লিখিত **'কোভিড-১৯' মানবের প্রতি ঐশী ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলেই প্রতীতি জন্মে–** এমনটি নয় বরং বলা যায় সার্বিক বিশ্ব পরিস্থিতি ঐশী ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ নিশ্চিত করে।

পরম করুনাময় মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট মানবের প্রতি অত্যন্ত রহম দ্বীলের কারণে মানবকূল যাতে পার্থিবতাকে বিসর্জন দিয়ে পূণরায় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয় সে লক্ষ্যে এ যুগের সংস্কারক ইমাম মাহদী (আ.)-কে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে শান্তি ও সর্তকবার্তা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে তাকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

কবিতা

# ফরিয়াদ

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম

পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর শিশু, কারণ তারা
নিস্পাপ নিরাপরাধ,
কবর খুড়ে সেই শিশুর লাশ উত্তোলন কারীরা,
হোক নিপাত, বরবাদ।
এ মোর ফরিয়াদ ॥

মসজিদে নামাযে রত মোমেন, তাদের মিনতি
খোদার কাছে, ইসলাম হোক পূর্ণ-আবাদ,
ধর্মান্ধদের বর্বর হামলায়, বাড়িঘর ধ্বংসস্তুপ, মুসল্লী
খুন,রক্তপাত,
উগ্র, উম্মাদ, সন্ত্রাসীরা হোক নিপাত, বরবাদ।
এ মোর ফরিয়াদ ॥

আমি মুসলিম, উম্মত মহানবীর (সা.),
অন্তরের গভীরে ধ্বনিত কলেমা শাহাদত
ফতোয়াবাজদের কুফরী ফতোয়া, কি আসে যায়,
ভণ্ডরা হোক নিপাত, বরবাদ,
এ মোর ফরিয়াদ ॥

যুক্তি দলীল আর প্রেম ভালবাসা নিয়ে, দিতে
দাওয়াত ইসলামের,
বিশ্বে ছুটে চলা, হাতে অস্ত্র অন্তহীন জ্ঞান,
আল-কুরআন।
আসছে ওরা বোমা, লাঠি হাতে, রক্ত পিপাসুরা
হোক নিপাত, বরবাদ।
এ মোর ফরিয়াদ ॥

হে আহমদী মর্দে মোমিন, খুনে রাংঙা শির নিয়ে,
চল যাই এগিয়ে, সামনে ঐ রক্ত প্রভাত,
মনে কি নেই তব, হাদীস নবীর (সা.), পশ্চিম
গগনে উঠিবে সূর্য, কেটে যাবে রাত।
এ যুগের ইবলি সেরা হবে ধূলিস্যাৎ, হোক নিপাত, বরবাদ।
এ মোর ফরিয়াদ ॥

***

# সংবাদ

## ফাজিলপুর জামাতে ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৭/২০২০ইং তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফাজিলপুরের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত হয়। এই ওয়াকারে আমলে যেসব কাজ করা হয় তা হল মসজিদের বাইরে এবং কোয়ার্টারের বাইরের বেড়া নির্মাণ। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট নুর এলাহী জসীম সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল শুরু হয়। দুইদিনে অনেক টাকার কাজ করা হয়েছে। এই ওয়াকারে আমলে ৪ জন আনসার ৭ জন খোদ্দাম, ৩ জন আতফাল মোট ১৪ জন উপস্থিত ছিল। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে জামাতের কাজ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

*রুমেল আহমদ, মোয়াল্লেম*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুর*

# শোক সংবাদ

**১**

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ১৪/০৬/২০২০ইং তারিখ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতীর জামাতের একজন প্রবীন বর্ষিয়ান মুসিয়ান আমার পিতা- সৈয়দ আনোয়ার আলী নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি তেরগাতী জামাতের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ধনাঢ্য, তাহাজ্জুদ গুজার ভোর বেলার পাখী, গ্রাম্য আচার বিচারে অত্যন্ত সৎসাহসী অতন্দ্রপ্রহরী, সুনামধন্য কটিয়াদি এস, আর অফিসে একজন প্রবীন ও প্রখ্যাত সুলেখক ছিলেন। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন ও পরে উর্দুতে তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর পড়তেন, তার তরজমাসহ দৈনন্দিন জীবন নতুন ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতেন। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি রাস্তা হাটলেও লোকে খুবই সম্মান মর্যাদা দিত, তিনি সৎ সাহসী, প্রভাব প্রতিপত্তি তেজস্বী ও দানশীল, গরিবের জন্য সহানুভূতিশীল, খুবই ওয়ালি উল্লাহ্ ছিলেন। ১৯৪৯ইং সন বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনে কায়েদ, মূল জামাতের সেক্রেটারী মাল ১৯৮৬ই ১৭ আগষ্ট থেকে তেরগাতী জামাতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি প্রায় ৩৩ বছর যাবৎ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ৭০ বছর যাবৎ ঐশী জামাতের বাগানের মালী হিসেবে সেবা প্রদান করেন। খুবই বিনয়ী দয়াদ্র বেশি বেশি দোয়া করার অভ্যাস ছিল। তেরগাতী জামা'তকে ভূমি স্বহস্তে দান করেছেন। পাকিস্তান আমলে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন, সুবক্তা, সুলেখক খুবই ধর্মচর্চা করতেন। তার জুড়ি মেলা ভার। ৩ জন ছাত্রকে পরীক্ষার ফরম ও ফি পর্যন্ত দিয়েছেন। খেলাফতের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা সুসম্পর্ক ধৈর্য্য ও সহানুভূতির আত্মপ্রকাশ করতেন। ১ স্ত্রী ৩ পুত্র ৩ কন্যা অসংখ্য নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। নিজ বাড়ির কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হন। জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি আল্লাহ্ যেন মরহুমের সাথে ক্ষমার আচরণ করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেদৌসের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করুন, আমীন।

*সৈয়দ তোফায়েল আহমদ,*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেরগাতী*

**২**

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের খেলারডাঙ্গা হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব আলহাজ্জ মনির উদ্দীন সাহেব গত ০২/০৮/২০২০ইং রোজ রবিবার সকাল ৯.১০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। উল্লেখ্য যে মরহুম শহীদ সুবহান মোড়ল সাহেবের তবলীগে আহমদী হন এবং নিজ বাড়িতে মসজিদ ও কোয়ার্টারের জন্য জমিদান করেন। মরহুম নিয়মিত মসজিদের আযান দিয়ে নামায আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদগুজার মানুষ ছিলেন। মরহুম হাজী সাহেব অত্যন্ত ফিদায়ী তাকওয়াশীল, মেহমান নেওয়াজি তবলীগ পাগল, পরপোকারী, গুণী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মৃত্যুকালে ৪ জন ছেলে ও ১ কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য নাতি নাতনী রেখে গেছেন। মরহুম বুযুর্গকে মহান রাব্বুল আলামীন জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে স্থান দিন এজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর কাছে খাস করে দোয়ার আবেদন করছি।

*মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বুলু, মোয়াল্লেম*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সাতক্ষীরা*

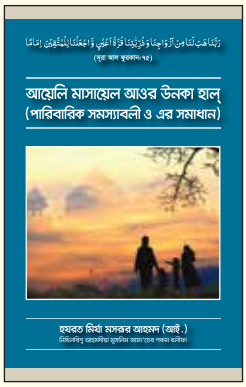


সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর খিলাফতের সূচনালগ্ন থেকে ২০১৩ সন পর্যন্ত বিভিন্ন খুতবা ও বক্তৃতায় প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া পারিবারিক অঘটন ও দ্বন্দের কথা উল্লেখ করে এর প্রতিকার ও সমাধানে ইসলামী শিক্ষার আলোকে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ, কার্যকর ও যুগোপযোগী অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যা সফল পারিবারিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। লাজবনা সেকশন মার্কাযিয়া, যুক্তরাজ্য অমূল্য সেসব নির্দেশনা সংকলন করে **"আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্"** নামে একটি পুস্তক সিদ্ধান্ত একটি পুস্তক প্রকাশের তৌফীক পাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। পুস্তকটি বাংলা ভাষায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কেননা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পুস্তিকা লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও নাসেরাতের সকল সদস্যের জন্য তো বটেই বরং প্রতিটি পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান পুস্তক হিসেবে সাব্যস্ত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আহমদী পরিবারগুলো জান্নাত-প্রতীম হবে এটিই আমার প্রত্যাশা। আল্লাহ্ তা'লা এই পুস্তক থেকে সকল আহমদীকে উপকৃত হবার তৌফীক দান করুন, আমীন।

পুস্তকটি বাংলাডেস্কের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুদিত হয়েছে। উক্ত পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ-মাধ্যমের সঠিক ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবন অনেক বেশি আনন্দঘন, সহজ ও গতিময় হয়ে উঠেছে। এখন বছরের কাজ দিনে আর দিনের কাজ ঘন্টায় বা মিনিটে করা সম্ভব, চোখের পলকে সংবাদ পৌঁছে যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিরাট এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। যার ফলে মানুষের ভাব বিনিময় থেকে শুরু করে জাগতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসার, সংবাদ ও প্রয়োজনী তথ্যাদির প্রচার প্রচারণা এবং স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের অপব্যবহারে ফলে ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর সব বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, যার ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনে। প্রযুক্তির এই করালগ্রাস থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে এবং এর সঠিক ব্যবহারে অনুপ্রাণীত করতে যুগের পথপ্রদর্শক হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ(আই.) বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এই বিষয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ (অর্থাৎ আমাদের জামাতের মহিলা সংগঠন) সেগুলো সংকলন করে **'সোশাল মিডিয়া'** নামে উর্দুভাষায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

আত্মসংশোধনমূলক এ অমূল্য পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করায় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বাংলাডেস্ক-এর কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন করেছেন। উক্ত পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

**LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা'র শতবার্ষিকী (১৯২০-২০২০) উদযাপন উপলক্ষ্যে (ভার্চুয়াল) জলসা

সুধি,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা'র প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি (১৯২০-২০২০)** উপলক্ষ্যে ঢাকা দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে বিশেষ (ভার্চুয়াল) জলসা আগামী **৫ ডিসেম্বর ২০২০, শনিবার** অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। কোভিড'১৯-এর প্রেক্ষিতে শারীরিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজন করতে হচ্ছে বিধায় জলসার সার্বিক কার্যক্রম ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। সরাসরি যোগদান ছাড়াও যার যার অবস্থানে থেকে এ জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে সকলকে উক্ত জলসায় অংশগ্রহণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

উক্ত বিশেষ জলসার সার্বিক সফলতার জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ রইলো।

**মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন**
অফিসার
শতবার্ষিকী বিশেষ জলসা ঢাকা ২০২০

**আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী**
আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

**ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে**

New Vol. No. 83 | 3rd & 4th Issue

# The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st August, 2020 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12




mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

Hakim **Water Technology & Filter House**

**Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545**
**E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com**

DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)

OUR SERVICES:

**Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.**

VISIT OUR PAGE & LIKE:

/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
**www.theahmadi.org** (Pakkhik Ahmadi web site live now)